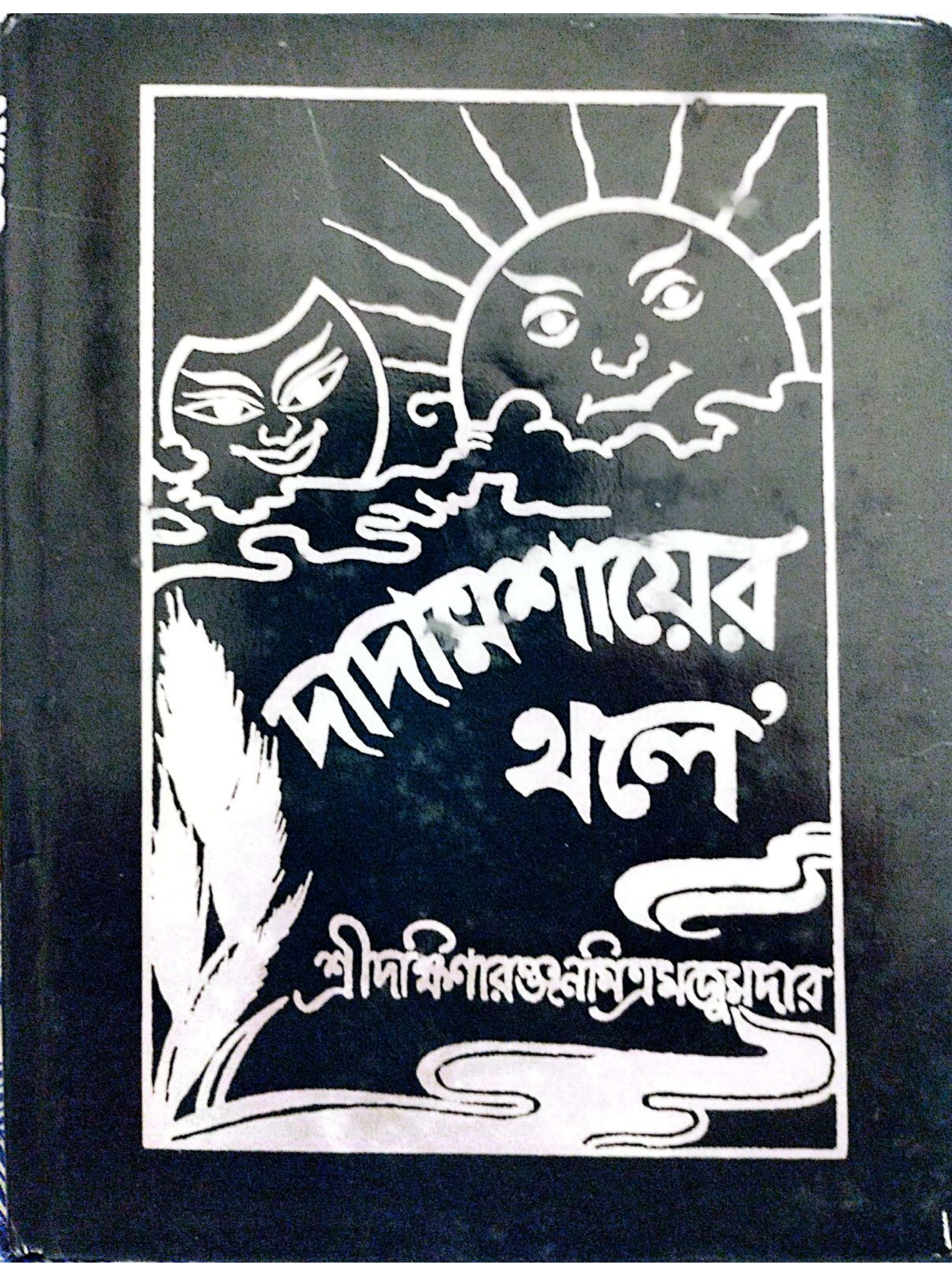
দাদামশায়ের
থলে'
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

কথাসাহিত্য-সম্রাট
দক্ষিণারঞ্জনের
বাংলার শাশ্বত সাহিত্য

—বাংলার রস—
—রবীন্দ্রনাথ—
—বাংলা সাহিত্য সম্পুষ্ট—
—কালীপ্রসন্ন ঘোষ—
—সাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি...
...জাতির সমৃদ্ধি—
—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—
—নিখুঁত সাহিত্য—
—অক্ষয়চন্দ্র সরকার—
—জাতির আশায় স্বপ্নের ভাষায়...
...অভাবনীয় সত্যসাহিত্য—
—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—
—অমূল্য...বাঙ্গালা সাহিত্যের আনন্দ
...বাঙ্গালার পূর্ণতা—
—রামেন্দ্রসুন্দর—

—বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধি...
...বঙ্গবাসী কৃতজ্ঞ—
—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—

বিশ্ব-সাহিত্যের
স্বপ্নপুরী
দক্ষিণারঞ্জনের
দাদামশা'য়ের
থলে

কথাসাহিত্য-সম্রাটের

বাংলার কথাসাহিত্য

—জাতীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল উষা...
...অভূতপূর্ব জয়—
—কবি মানকুমারী—

—জাতির পরিচয়—

—রমেশচন্দ্র দত্ত—

—সাহিত্যের পুষ্টি, জাতির পুষ্টি...
...দেশের গভীরতম আনন্দ—
—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—
—দেশের জলমাটির মত পরম স্নিগ্ধ...
...গৌরব সম্পদ...
...বাঙ্গালার রঞ্জন সাহিত্য...
...স্বপ্নরাজ্যের সজীব ফটো
—হিজ হাইনেস বড় ঠাকুর বাহাদুর—
—ত্রিপুরা রাজ্য—
—সমগ্র দেশের অতিশয় আদরণীয়—
—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—THE MOST WONDERFUL VOLUMES—
THE TIMES, LONDON.

—GREAT WORK—
CALCUTTA UNIVERSITY LECTURES
[R. L. R.]

-THE PUBLIC BOOK—
—স্যার সুরেন্দ্রনাথ—
—A NATION'S ATTRACTIONS—
—শিশিরকুমার—
—দেশের ও জাতির জন্য—
নিত্যনতুন
—চিরস্থায়ী আনন্দের খনি—
—অশ্বিনীকুমার—
—বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর—
—শ্রীঅরবিন্দ—
—বাংলার চিরন্তন বাঁশী—
—চিত্তরঞ্জন—
—জাতির চিরজয়—
—নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র—
—আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা—
—ইন্দ্রনাথ—
—অনির্বচনীয় মোহ—
—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—

CamScanner

—মাতৃ গ্রন্থাবলী—

'বাংলার কথাসাহিত্য'

—দ্বিতীয় সংখ্যা—

বাঙ্গালার রসকথা

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

ষোড়শ সংস্করণ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

১৪২৯

মূল্য দুশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

কথাসাহিত্য সম্রাট

কবিবর

দক্ষিণারঞ্জনের

বঙ্গগৌরব

মাতৃ-গ্রন্থাবলী

—বিশ্ববাংলার শাশ্বত সাহিত্য—

১ম সংখ্যা—বাংলার রূপকথা

ঠাকুরমা'র ঝুলি

জগতের স্নেহ গৌরবমণ্ডিত বাহান্নতম সংস্করণ— ২০০৲

২য় সংখ্যা—বাংলার রসকথা

দাদামশায়ে'র থলে

(ঠাকুরমার ঝুলির দ্বিতীয় ভাগ)

বাংলার হাসির সায়র, অসংখ্য ছবি, ষোড়শ সংস্করণ— ২৫০৲

৩য় সংখ্যা—বাংলার পবিত্র-কথা

ঠানদিদির থলে

বাংলার ব্রতকথা

আলিপনা ও ফটোগ্রাফ সহ, রাজসংস্করণ—

৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গোপন্যাস

বিশ্ব সাহিত্য

ঠাকুরদাদার ঝুলি

স্বপ্নঘন উপন্যাস

নিখিল ক্লাসিক—বাংলার আর্ট

দেশবিখ্যাত রূপায়িত আর্টিস্টিক উজ্জ্বল চতুর্বিংশ সংস্করণ— ৩৫০৲

"দাদামশা'য়ের থলে উপহার পৃষ্ঠা"

আমার

শ্রী.....

.....

আমার

—বাঙ্গলা মা'র—

ভোরের হাসির ফুল

আজের সোনার ভোরের

* প্রথম হাসির *

উপহার

দিলাম

শ্রী.....

—দাদামশা'য়ের থলে'—

সমুদয়

চিত্র

গ্রন্থকারের উপদেশানুসারে অঙ্কিত

প্রচ্ছদ—গ্রন্থকার

* *

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

এই গ্রন্থের কোন অংশ, গ্রন্থকারের লিখিত সম্মতি ব্যতীত মুদ্রিতাদিভাবে কোনওরূপে ব্যবহৃত ও অনুমোদিত হইতে পারিবে না। সাময়িকপত্রে বা সংবাদপত্রে সমালোচনার্থ কোন কোন সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করা যাইবে।

চিত্রশিল্পী
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক
জি. এন. মুখার্জ্জী
কে. ভি. সেন ব্রাদার্স

* *
*

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

* * *

—বিশ্বসাহিত্যে

বাংলার হাসির সায়র

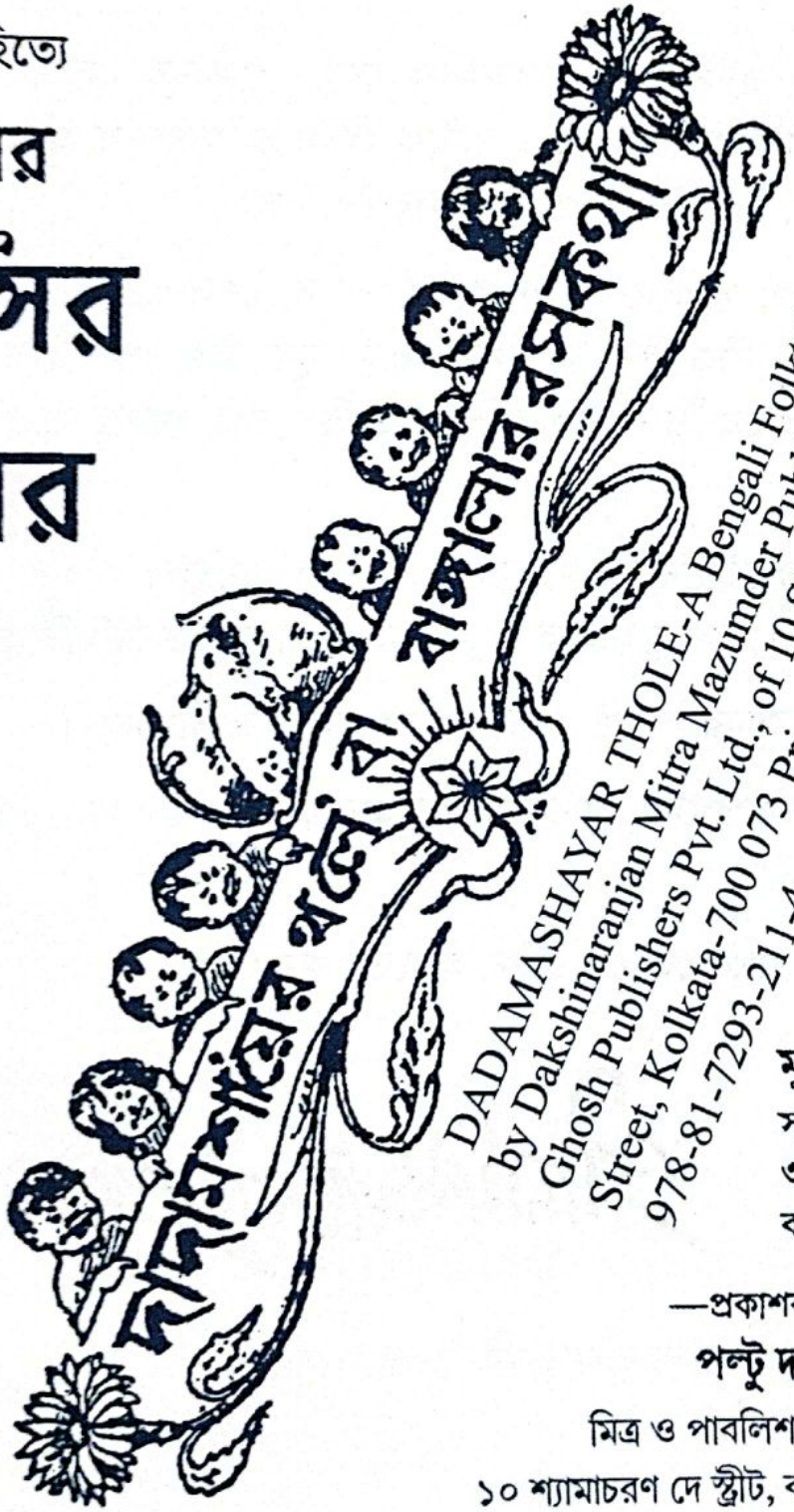

DADAMASHAYAR THOLE-A Bengali Folktales of laughter
by Dakshinaranjan Mitra Mazumder Published by Mitra &
Ghosh Publishers Pvt. Ltd., of 10 Shyama Charan Dey
Street, Kolkata-700 073 Price Rs.250/-
978-81-7293-211-4

মুদ্রনে ঃ-
সারদা প্রিটিং ওয়াকস্
৩, মুক্তারাম বাবু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৭।

—প্রকাশক—
পল্টু দত্ত
মিত্র ও পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
১৪২৯

ষোড়শ সংস্করণ

ভূমিকা

বাঙ্গালীর বুক হাসির স্বর্গ। বাঙ্গালীর ভাষা রামধনুর দেশ। বাঙ্গালার কথাসাহিত্য সে স্বর্গ আর রং-ধনু এ দুটিকে জীবন ও আনন্দের অজস্র শ্রাবণে গলাইয়া, ছড়াইয়া দিয়াছিল দেশময় পুষ্পবৃষ্টির মত।

সভায়, বৈঠকে, মজলিশে, অন্দরে, পাঠশালে, খেলাঘরে, ক্ষেত্রে, পথে, বিপণিতে বাঙ্গালীর শিশু-কিশোর, নৃপতি, শ্রমী, যুবা, বৃদ্ধ, পুরমহিলা, দেশের সব বয়সের ও সব শ্রেণীর নরনারীর দিন রাত্রি ছিল সেই ফুলের গন্ধে বিভোর, ফুল-গন্ধে জাগা।

সে সৌরভ ক্রমে সৌরভ সাগরে পরিণত হইয়াছিল। তাহার ঢেউয়ের উপর পাল তুলিয়া দিয়া বাঙ্গালীর প্রফুল্ল মন যাত্রা করিত দিগ্বিদিকে।

ঐ প্রফুল্লতার জাদুর স্পর্শে দেশ-বিদেশে পুলক জাগিয়াছিল।

জাতির এ রস-সম্পদের পুষ্পকোমল কঙ্কাল-চিহ্নের উপাদান, এই আনন্দ বাঁশীর সৃষ্টির মূলে।

আবার বাজুক বাংলাতে সে রঙ্গিন্ অমৃতের সুর।

কলকাতা
দোলপূর্ণিমা
১৩৩১-১৩৫১

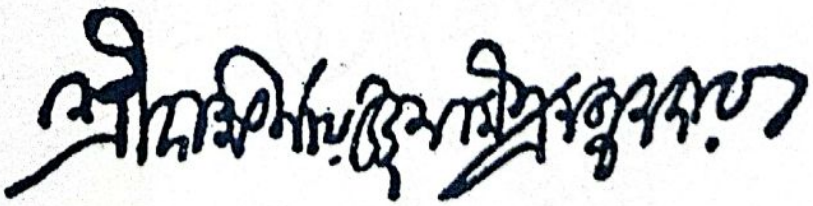

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

হরবোলা পাখীটি আবার, ফিরে এসেছে!
আকাশ জুড়ে হাসির লহর ভাসিয়ে দিয়েছে!
সোনার দেশে হাসির সাগর নাচিয়ে দিয়েছে,
প্রাণের মাঝের উছল হাসি জাগিয়ে দিয়েছে!

জাগিয়ে দিয়ে গেছে, হাসি, হাসিয়ে দিয়েছে,—
হাজার অমল চাঁদের হাসি কমল ফুটেছে!

সেই হাসি সুধারাশির হাসির কণা গলে'
ভরে' উঠেছে ভোরে!

দাদামশা'র থলে

বাঙ্গালা দেশের অমল হাসি
কে মেখেছিস ভালবাসি'?

" হো! হো!

—হা! হা! হো! হা"!—

দাদামশা'র চার পাশেতে হাসির ফোয়ারা!
ঝর্‌ছে হাসি, ছুট্‌ছে হাসি, ফুট্‌ছে হাসি মুখে
লাল টুক্‌টুক্ মুখগুলি সব হাস্‌ছে মধুর সুখে!
এক একটি ওই হাসির সুর, এক এক হাসির কথা
ভরে' দে' যায় হাসির আলোয় দেশের লতা পাতা!
দেশের লতা পাতায় হাসি, হাসিতে দেশ ময় ;
এমন মধুর হাসির হাওয়া কোন্ দেশেতে বয়?
কোন্ দেশেতে খোলা প্রাণের এমন মধুর সুর
হেসে হাসায় আকাশ বাতাস, সন্ধ্যা দুপুর?
সন্ধ্যা দুপুর বসে' যে যায় হাসির মহোৎসব,
উথ্‌লে উঠে সোনার মুখে হাসির কলরব!

—সে হাসি যে—

কত মাণিক ছড়িয়ে দে'যায় হাসির সাথে সাথে,
হেসে বেঁটে দে'যায় সবার পাতে পাতে!
দাদামশা'র থলে' ভরা অমল হাসির রাশি,
চাঁদের দেশের ঢেউয়ের হাসা ক্ষীর-সায়রের বাঁশী!
হাসিতে দেয় ভ'রে দেশ ; হেসে জুড়ায় প্রাণ!
ভাসিয়ে দে'যায় সুধার ধারায়—যতেক অভিমান।

*** রসগোল্লা ***

হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী	...	১৭
সওদাগরের সাত ছেলে	...	৩৪
নূতন জামাই	...	৪৮

*** আক ***

বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান	...	৬৫
ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী	...	৭৫
ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো	...	৮৪

*** গুড়-তেঁতুল ***

সরকারের ছেলে	...	৯৯

*** চুমো ***

রাজপুত্র	...	১৩৭

—: * :—

ছবির সূচী

"—রাজপুত্র! কথার অর্থ তো তা' নয়,
কথার অর্থ এই—,"
তিন রঙে ছাপা,—মুখপত্র!

ছবি	পৃষ্ঠা
" হো! হো!" "হা! হা!"	১৭
"অত লোক কেন দেখ তো"	১৮
—সেই রাজ্যে!—	১৯
"আমরা কি স্বর্গে এলাম?"	১৯
"স্বর্গ ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব গো?"	২০
বাঁধিয়া নিয়া আসিল	২২
"তোর কি শাস্তি?"	২২
"চল্ এইবার।"	২৩
সেইখান হইতে ক্যাঁক্ করিয়া ধরিয়া	২৪
—এ-ক টানে—	২৫
ও-ই মাঠ হইতে হেঁচড়াইয়া টানিয়া	২৫

ছবি	পৃষ্ঠা
বনের ধার হইতে বাঘের মত গিয়া ধরিয়া আনিল	২৬
"দাও বেটাকে শূলে।"	২৬
শূল বিঁধে না।	২৭
কথা নাই বার্তা নাই খপ্ করিয়া ধরিয়া নিয়া চলিল	২৯
শূলে তুলিতেছে "হেঁইও হেঁইও হেঁইও"	২৯
সশরীরে স্বর্গে গেলেন	৩১
"হে! হে! হে!"	৩২
"এখনি এদেশ ছাড়িয়া চলুন"	৩২
রোজই সাজা পায়	৩৪
চোরেরা জোড়হাত করিয়া থাকে	৩৫
চ্যাঁ! ভ্যা!!	৩৫
খুব ভাল ঘোড়ার ডিম	৩৬
"ওই বাচ্চা গেল।"	৩৭
"হারাইয়া গিয়াছি।"	৩৮
দূ-র করিয়া তাড়াইয়া দিলেন	৪০
"কার কলসীতে তেল বেশি?"	৪১
"অমন আগে পাছে হইল কেন?"	৪২
"এই যে, এই যে চোর ধরিয়াছি"	৪৩
"দেখি পাজি ইঁদুর কোথা যায়!"	৪৪
"পাজি ইঁদুর যাবি কোথায়!"	৪৪
"সব তো গিয়াছে!"	৪৫
খুশী হইয়া ঘাস কাটিতে লাগিল	৪৬
এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন	৪৮
"ঝাঁকার সব জিনিসের সেরা!"	৫৩
"এই নিন"	৫৪
বসিয়া আছেন	৫৫
"কূ উ উ হুঃ!"	৫৭
"না না না না না না না না।"	৫৯
"এ তো জামাই!!"	৬১
"ভ্যা-অ্যা অ্যা! চুপ্ চুপ্।"	৬২
বাইশ জোয়ান, তেইশ জোয়ান	৬৫
মাথাটা নিতে চলিল	৬৫
দুই পা তুলিয়া দিয়া রাগে গর্জ্জিতে লাগিল	৬৬
"বুঝি ও-ই বাড়ীর বিড়ালটা"	৬৭
"অমন করিয়া তালগাছ ধরিয়া দাঁড়াইও না!"	৬৭
"কে হে?"	৬৮
"হাঁরে বাছারা সরিয়া খেলা কর"	৬৮
গরু পথ পার করিয়া চলিল	৬৯

ছবি	পৃষ্ঠা
আকাশে তুলিয়া নিয়া গেল	৭০
সোনার কাঁটা দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল	৭০
পার করিয়া নিতে আসিল	৭১
"কাঁকুড় কাট"	৭২
"দেখ তো এসে!"	৭৩
সৈন্যসামন্ত সব বাহির হইতে লাগিল	৭৩
"এই রকম করিয়া ঘুমাইতাম"	৭৮
সম্মুখে সত্যই দেবতা।	৭৯
"রাজ্য চা!"	৮০
"ওমা! একি হল গো!"	৮০
"ওমা!! মাথা নাই!"	৮১
কিছুই হয় না!	৮২
"ঠাঁকুর ঠাকুর, এঁ ঘঁড়া তোঁমাঁর"	৮৬
"কে তুমি?"	৮৯
"মোহরের ঘড়া!"	৮৯
"বেণের বাড়ীর সামনের পথ দিয়া বাড়ী যাইবেন"	৯১
"আসুন, আসুন।"	৯১

ছবি	পৃষ্ঠা
"অ্যাঁ-অ্যাঁ-উহুঃ! ওঃ! হা!"	৯৩
"আমার ক'টা মোহরের জন্য কত কষ্ট পাইলে"	৯৫
"নিজের অন্ন আমি করিয়া লইতে পারিব।"	১০২
"আমার হুকুম চার প্রহর বাজাও"	১০৪
মাপ আরম্ভ করিল	১০৬
ঢেউ গণিতে আরম্ভ করিল	১০৯
"৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯"	১১১
"আজের মধ্যে ইঁদুর-বংশের সমস্ত আমি ধ্বংস করিব।"	১২৬
এই ভাবে দিন যায়	১৩৯
"না না না"	১৪০
"ধর্! ধর্!"	১৪৩
আর কোথা যায়!	১৪৪
মহা স্ফূর্তি	১৪৪
নিয়া চলিল	১৪৫
"সুবুদ্ধি দিন্"	১৪৬
"দেশভ্রমণে বাহির হও"	১৪৭
সমস্ত থামাইলেন	১৪৮

দাদামশা'য়ের থলে'

রসগোল্লা

যেমন
নিরেট
তেমন
রসাল

"তাই তো"

* * * *

রসগোল্লা

ঝর্‌ছে হাসি, ছুট্‌ছে হাসি, ফুট্‌ছে হাসি মুখে,
লাল টুক্‌টুক্ মুখগুলি সব হাস্‌ছে মধুর সুখে!

*　　*　　*　　*

যেমন রাজা তেমন মন্ত্রী কে বা কাহার কম?
করে' ফেল্লে মস্ত বিচার—অদ্ভুত রকম!
দেখে' সবাই অবাক্ লোক, ভাবে,—'কি সব এ!'
রাজা চল্লেন স্বর্গে। আর মন্ত্রী "হে! হে!"

সাতটি ছেলে সওদাগরের, মহাবুদ্ধিমান,
যেখানে যান সেখানেতেই কানমলাটি খান!
কাজেই তখন সাত ভাইয়েতে খুল্লে ব্যবসায়,
যুক্তি ক'রে,—লাভ হবে ঠিক বেজায় রকম তায়।
ব্যবসায়ে কেমন হল লাভের পরিমাণ?
কানের উপর নাকমলা আর নাকের উপর কান।

নূতন জামাই কবে প্রথম গেলেন শ্বশুরবাড়ী,
রান্নাঘরে খুঁজতে গেলেন মিষ্টান্নের হাঁড়ি!
মিষ্টান্ন খেলেন জামাই কেমন চমৎকার?
রসগোল্লার হাঁড়ির মাঝে খোঁজটি লেখা তার।

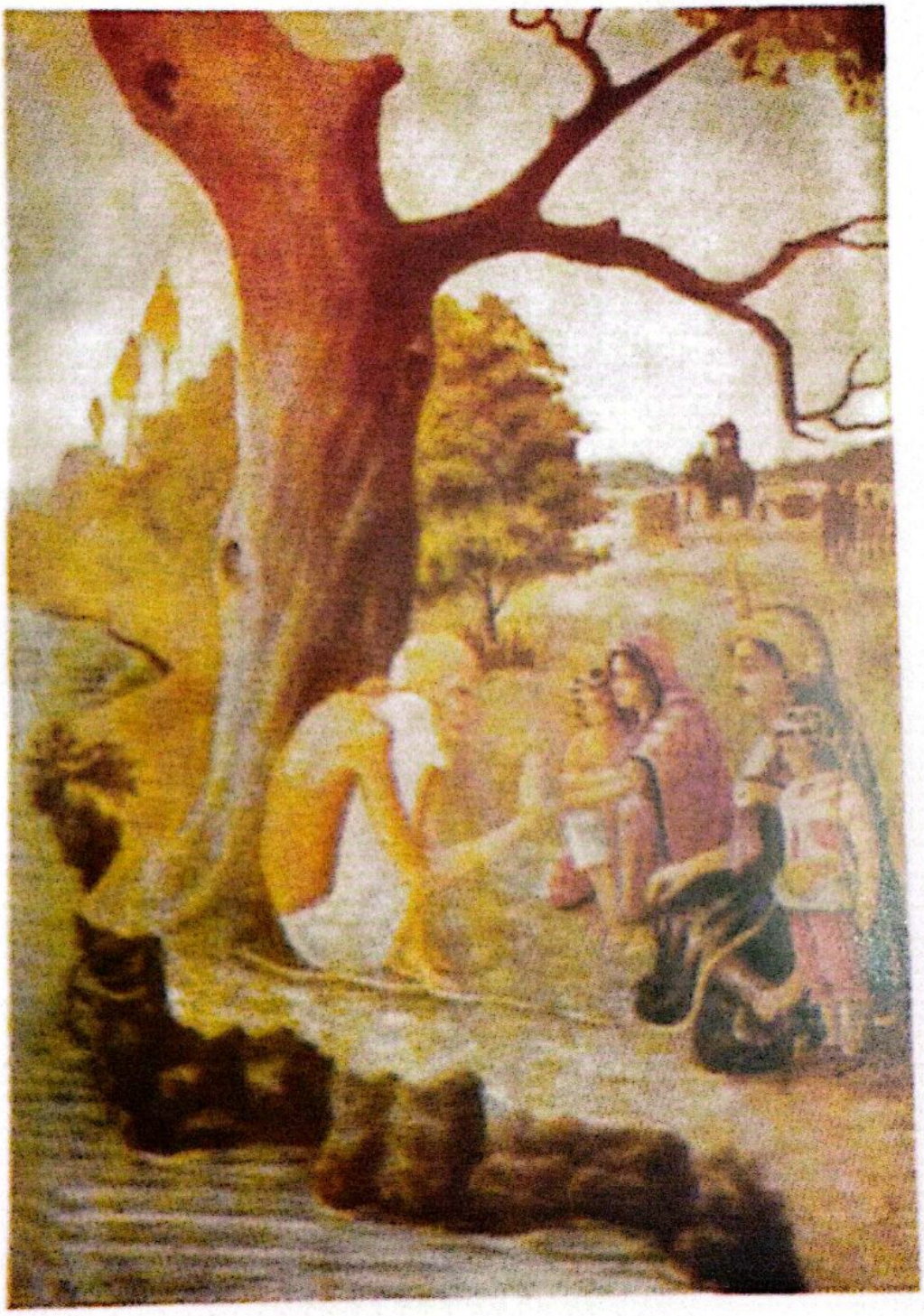

"—রাজপুত্র! কথার অর্থ তো তা' নয়,—
কথার অর্থ এই—"

বাংলার রসকথা

হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম হবুচন্দ্র। আর তাঁর যে মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম গবুচন্দ্র।

রাজা ছিলেন বুদ্ধির জালা, আর, মন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধির তালগাছ।

দুজনে কেউ কাউকে ছাড়া থাকেন না।

রাজা মন্ত্রীর বুদ্ধিতে, রাজ্যে, অবিচার হইবার যো নাই।

রাজা হো হো করিয়া হাসেন, মন্ত্রী খো খো করিয়া কাশেন; দিনের বেলা ঘুমান, রাত্রি হইলে দুজনে যত বুদ্ধি আঁটেন।

—"হো! হো!" "হা! হা"—দুজনের বুদ্ধি দেখিয়া দুজনে বাহা বাহা করেন।

রাজা মন্ত্রীর বুদ্ধির চোটে রাজ্য অস্থির হইয়া উঠিল।

রাজা রাজ্যের চারিদিকে দেয়াল তুলিয়া দিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। নাকে কানে তুলার ঢিবি দিয়া, মন্ত্রী, সভায় বসিতে লাগিলেন। কি—জানি!—এমন বুদ্ধি, তার একটুকুও বাহির হইয়া যায়!

একদিন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে রাজবাড়ির পাশ দিয়া এক শূকর যায়। রাজা, দেখিয়া বলিলেন, "মন্ত্রি, ও কি যায়?"

মন্ত্রী অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ্ করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, সর্বনাশ! মাহুত বেটারা তো সব চোর! ওটা রাজবাড়ির হাতি, না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে।"

অমনি রাজা সব বেটা মাহুতকে আনিয়া কয়েদ করিলেন।

আবার কতদিন পরে শূকরটা সেইখান দিয়া যায়। রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী! হাতীটা তো এখনও বড় হইল না!"

মন্ত্রী আবার দেখিয়া টেখিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! রাজ্য তো ছারেখারে গেল! এতদিনে ওর শুঁড় গজাইল না, ওটা নিশ্চয় রাজবাড়ির ইঁদুর, রোজ রাজভাণ্ডার লুটিয়া খাইয়া খাইয়া ইঁদুরটা মোটা হইয়া গিয়াছে!"

সর্বনাশ! রাজভাণ্ডার ছারেখারে যাইবে?

যত সিপাইর ডাক পড়িল। তখনি সব বেটা সিপাইর, গর্দ্দান!

এত বুদ্ধি খরচ করিয়া, যা হোক, রাজভাণ্ডার রক্ষা পাইল। ভারি পরিশ্রম হইয়া গিয়াছে। রাজা মন্ত্রী হাওয়া-কুঠরীতে বসিয়া হাওয়া খাইতেছেন।

এমন সময়, অনেক দূর হইতে কয়েকজন বিদেশী লোক আসিয়াছে। তাহারা রাজবাড়ির পুকুরপাড়ে দেখিল, পরিষ্কার ঠাঁই। দেখিয়া, সেইখানে তাহারা পাকসাক করিয়া খাইবে ঠিক করিল। একজন কাঠ কুড়াইতে লাগিল, একজন উনন খুঁড়িতে বসিল, আর সকলে আর আর সব আয়োজন করিতে লাগিল।

হাওয়া-কুঠরি হইতে দেখিতে পাইয়া রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী! পুকুরপাড়ে ও কি? অত লোক কেন দেখ তো!"

মন্ত্রী এ জানালা, ও দরজা, ও জানালা, সে দরজা দিয়া ঝুঁকি দিয়া, গলা বাড়াইয়া, কাৎ হইয়া, বে—শ্ করিয়া দেখিয়া টেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! ভয়ানক সর্বনাশ!—রাজ্য গেল! কোথা থেকে কতগুলি লোক আসিয়া পুকুর তো চুরি করিয়া নিল!—ঐ দেখুন সিঁদ কাটিতেছে!"

রাজাও দেখেন,—তাই তো!

লোকেরা উনন খুঁড়িতেছিল কি না? রাজা মন্ত্রী ভাবিলেন, সিঁদ কাটিয়া পুকুর চুরি করিতেছে!

অমনি—"ধর! ধর"—

রাজদুয়ারে ডঙ্কায় কাটি পড়িল। ঢাল তরোয়াল নিয়া যত সিপাই ছুটিল। লোকগুলাকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া ধরিয়া আনিল।

তখনি শূলে!

রাজ্য গিয়াছিল আর কি!

আজ পুকুর চুরি, কাল রাজ্য চুরি করিত!
বুদ্ধি ছিল বলিয়া রক্ষা!

এত বুদ্ধি খরচ করিয়া, রাজা, মন্ত্রী, তাড়াতাড়ি ঘুমাইতে গেলেন।

(২)

এক সন্ন্যাসী আর তাঁর শিষ্য, নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে, সেই রাজ্যে!

দুপুর রৌদ্র। পুকুর-পাড়ে সুন্দর বটগাছ; দেখিয়া, সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শিষ্য, এস এখানে একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করি।"

শিষ্য ভারি খুশী! বিশ্রাম তো হইবেই, আবার টিশ্রামও!

সন্ন্যাসী, খুঁজিয়া টুজিয়া দেখেন, সঙ্গে, শুধু দুটি পয়সা। শিষ্যকে কিছু খাওয়াইতে হইবে, নিজেও স্নান করিয়া কিছু জল টল খাইবেন, পয়সা দুটি শিষ্যের হাতে দিয়া বলিলেন,—"বাছা, তোমার জন্য এক পয়সার মুড়ি আর আমার জন্য এক পয়সার মিশ্রি নিয়া এস।"

শিষ্যের খুব রাগ হইল। শিষ্য মনে মনে বলিতে লাগিল,—"ভাবিলাম, ভাল করিয়া বিশ্রাম টিশ্রাম হইবে। তা শেষে এই?—এতে আমার কি হইবে? দু-দুদিন পর, শুধু কিনা এক পয়সার টিশ্রাম!"

কি করিবে, বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে শিষ্য গেল।

সন্ন্যাসী, স্নান ধ্যান করিয়া, বাঘছালখানা গাছতলে পাতিয়া বসিলেন।

কতক্ষণ পর, এক মস্ত ভাঁড় হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে শিষ্য ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত।—

—"ঠাকুর, ঠাকুর, আমরা কি স্বর্গে এলাম?"

"সে কি!"—সন্ন্যাসী অবাক। বলিলেন,—"সে কি বাছা শিষ্য;ও তোমার ভাঁড়ে কি?"

আর শিষ্য! শিষ্য আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল,—"আর কি! মুড়ি মিশ্রি কে খায়? এখানে এক পয়সায় পাঁচ সের মুড়ি, রসগোল্লাও এক পয়সায় পাঁচ সের! পেট পুরিয়া রসগোল্লা খাইলাম। আপনি বলিলেন মিশ্রি, তাই আপনার জন্য এক

পয়সার মিশ্রি আনিয়াছি—পাঁচ সের! এখানে মুড়ি মিশ্রি ক্ষীর ছানা সন্দেশ রসগোল্লা সব সমান! ঠাকুর, নিশ্চয় স্বর্গ! ঠাকুর, আজ এতদিনে আমরা স্বর্গে আসিয়াছি!!"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শিষ্য, বাছা, ও ভাঁড় ঐখানেই রাখ। শীঘ্র চল, শীঘ্র এ দেশ ছাড়িয়া পলাও। মুড়ি মিশ্রির সমান দর। এ নিশ্চয় কোন মূর্খের দেশ; এদেশে আর এক মুহূর্তও থাকিতে নাই।"

বলিয়া, সন্ন্যাসী তখনই উঠিয়া পড়িলেন।

আর শিষ্য। শিষ্য তন্নির কাছে বসিয়া পড়িয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—"ঠাকুর গো! ক্ষীর ছানা সন্দেশে প্রাণটা যে আমার জুড়াইবে গো!—এমন স্বর্গ ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব গো!"

সন্ন্যাসী কত বুঝাইতে লাগিলেন। পেটুক শিষ্য কিছুতেই বুঝিল না। শিষ্য, স্বর্গের মাটি ধরিয়া শুইয়া পড়িল। একবার স্বর্গ পাইয়াছে, সে কি আর স্বর্গ ছাড়ে?

কি করিবেন সন্ন্যাসী? বলিলেন,—"বাছা, আমার কথা শুনিলে না, ভাল করিলে না। এদেশে থাকিলে একদিন না একদিন বিপদে পড়িবেই। যা' হউক, তখন আমায় স্মরণ করিও!"

বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। শিষ্য, তন্নি তল্পা লইয়া,—হাসি ধরে না!—পরম আহ্লাদে শহরের বাজারের মধ্যে গেল। গিয়া এক ময়রার দোকানের পাশেই ঘর লইল। দোকানদারদের দু-একটা কাজ করিয়া দেয়, পয়সা পায়, আর দিন রাত পেট পুরিয়া—মনের সাধে—কেবলি ছানা মাখন ক্ষীর সন্দেশ রসগোল্লা বরফি খাইতে লাগিল।

(৩)

দিন যায়।

একদিন, হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রীর রাজ্যে, চুরি করিতে গিয়া সিঁদ কাটিতে কাটিতে, এক চোর, দেয়াল চাপা পড়িয়া মারা গেল।

অমন সুবিচারের রাজ্য, চোর মারা গিয়াছে, রাজ্যে হৈ হৈ পড়িল।

তখনই খবর রাজার কাছে।

রাজা বলিলেন,—"কি?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"কি?"

—"চোর মারা গেল!"—

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! রাজ্যের ভয়ানক অলক্ষণ। কোতোয়াল বেটা নিশ্চয় কুম্ভকর্ণ।—বেটা নিশ্চয় কেবল ঘুমায়।"

রাজা ডাকিলেন,—"কোতোয়াল!"

কোতোয়ালের প্রাণ উড়িয়া গেল!

রাজা হুকুম দিলেন,—"এখনি বেটার গর্দান, কি, শূল! রাজ্যে চোর মারা গেল, বেটা ঘুমাইতেছিলি?"

কোতোয়াল হাঁটু গাড়িয়া জোড়হাতে বলিল—"মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই; আমি গিয়াই দেখি, চোর মরিয়া রহিয়াছে।"

—"মন্ত্রি!"—

লাফাইয়া উঠিয়া মন্ত্রী বলিলেন—, "মহারাজ, ঠিক! কোতোয়ালের দোষ নাই তা' আমি আগেই জানি। চোর নিশ্চয়ই মরিয়া-ই ছিল। নহিলে, ধরা না পড়িতে, —বিচার না হইতে, শূল না হইতে, চোর মারা গেল!"

রাজা দেখিলেন,—বটেই তো; কোতোয়ালের দোষ নাই। রাজা বলিলেন, —"তবে, চোর, মরিল কেন?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! নিশ্চয় কোন কারণ আছে।"

কোতোয়াল জোড়হাত করিয়া বলিল, —"মহারাজ, চুরি করিতে—সিঁদ কাটিতে গিয়া চোর, দেয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে।"

"দেয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়াছে! সর্বনাশ!" মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! আগেই বলিয়াছি নিশ্চয় কোন কারণ আছে! নিশ্চয় দেয়াল চাপা পড়িয়াই মারা গিয়াছে; নইলে চোর মারা যাইবে কেন? হয় ধরা পড়িত, নয় পলাইত।"

"তাই তো!"—রাজা বলিলেন,—"কার ঘরের দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা গেল?"

হাঁফ ছাড়িয়া কোতোয়াল বলিল,—"অমুক গৃহস্থের।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"বটে!"

রাজা অমনি হুকুম দিলেন,—"আন সেই বেটা গৃহস্থকে।"

কোতোয়াল ছুটিল!

রাজা তৎক্ষণাৎ গিয়া সভা করিয়া বসিলেন। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ নাকের কানের ছিপি ভাল করিয়া আঁটিয়া সভা জাঁকাইয়া বসিলেন।

শহর গ্রাম তোলপাড় করিয়া কোতোয়াল গৃহস্থকে বাঁধিয়া নিয়া আসিল।

গৃহস্থকে সভায় আনিতেই তর্জন করিয়া উঠিয়া রাজা বলিলেন,—"কি! তুই বেটা গৃহস্থ, তোর ঘরের দেয়াল চাপা পড়িয়া চোর মারা যায়, তোর কি শাস্তি?"

পড়িতে পড়িতে মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন,—"গর্দান! মহারাজ! গর্দান! এই রকমে দেশের সব চোর মারা গেলে দেশের কি থাকিবে? কারা চুরি করিবে? কেহই, ভয়ে চুরি করিতে যাইবে না। তখন কি লইয়া বিচার আচার হইবে? সভা হইবে? মহারাজ, বিচার গেল, সভা গেল, রাজ্য যাইবে, সব যাইবে।"

"ঠিক!"—রাজা হুকুম দিলেন,—"এখুনি গৃহস্থের গর্দান লও।"

গৃহস্থ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"দোহাই মহারাজ! আমার কোন দোষ নাই; আমি মালীকে দিয়া দেয়াল তোলাইয়াছিলাম, দেয়াল পড়িয়া যে চোর মারা যাইবে, মহারাজ, আমি তা জানিতাম না। হায়! হায়! আমার সব গেল!"

রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রি?"

মন্ত্রী ততক্ষণে নিশ্বাস ছাড়িয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িয়াছেন। "মহারাজ?—উপায়? রাজ্য আর নাই। এই রকমে সব গৃহস্থ গেলে তো রাজ্য থাকিলই না। ও গৃহস্থ, তাই তো, চোর যে মরিবে ও তার কি জানিত? সেই বেটা মালীই তো সব কাজের গোড়া। মালী বেটা যদি ভাল করিয়া দেয়াল তুলিত, তো, চোর নিশ্চয়ই মরিত না!"

"তাই তো; চোর তো মরিতই না। রাজ্যও যে গেল! এখন উপায়?"—রাজা বলিলেন,—"কোতোয়াল! সেই বেটা মালীকে যেখানে পাও সেখান হইতে ধরিয়া আন।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ, নিশ্চয়! কোতোয়াল কোন রকমে সেই বেটাকে একবার ধরিয়া আনিতে পারিলেই, আমি দেখিতাম!"

রাজা বলিলেন—"কোতোয়াল!"

কোতোয়াল তখনি ছুটিল।

রাজা মন্ত্রী রাজ্য হারাইয়া অনুপায় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মালী এক বাড়িতে কাজ করিতেছিল। একজন লোক মাটি ছানিয়া তৈয়ার করিয়া দেয়, মালী সেই মাটি দিয়া দেয়াল গাঁথিয়া তোলে। এমন সময় কোতোয়াল গিয়া মালীকে পাকড়াও করিল, "বেটা মালী! কেমন দেয়াল তুলিস্? বড় যে চোর মারিয়াছিস্, আর, রাজার রাজ্য নিয়াছিস্। চল্ এইবার!"

মালী ভ্যাবাচ্যাকা! ততক্ষণে কোতোয়াল তাহাকে টানিয়া নিয়া একেবারে রাজসভায়।

মালীকে দেখিয়াই রাজা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"বেটা! তোরি জন্যেই তো রাজ্য হারাইয়াছিলাম, গৃহস্থের সর্বনাশ হইল, চোর মারা গেল! তুই বেটা যেমন দেয়াল গাঁথিয়াছিলি, এখনি গর্দান যা!"

মন্ত্রী নাকের কাণের ছিপি ভাল করিয়া আঁটিয়া, গরম চোকে, দাঁত কড়মড় করিয়া, মাথা ঝাঁকি দিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া আসনের উপর ঠিক হইয়া বসিলেন।—'কেমন! যেমন বেটা মালীর দোষে সর্বনাশ হইয়াছিল, এখন তেমনি গেল তো বেটা গর্দান!—?'

মালী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই মহারাজ! আমি এসব কিছুই জানি না। গৃহস্থের দেয়াল আমি খুব ভাল করিয়া তুলিয়া দিয়াছিলাম; চোর তো চোর, চোরের বাপ ঠাকুরদাদা আসিয়া সিঁদ কাটিলেও দেয়াল ভাঙ্গিত না। মহারাজ আমার কোন দোষ নাই; যদি দেয়াল ভাঙ্গিয়া থাকে, তো, মহারাজ মাটি ছানিবার দোষে ভাঙ্গিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"বটে —

—মন্ত্রি!"—

মন্ত্রী ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"ঠিক মহারাজ! তাই তো; বটেই তো ও দোষী নয়। যে বেটা মাটি ছানিয়াছিল, নিশ্চয় সেই বেটার এই কাজ! ঠিক!—মালীর যদি দোষ থাকিত তো এতদিন তো দেয়াল পড়ে নাই; দেয়াল বরাবর খাড়া ছিল। মালী দেয়াল তুলিয়াছে, মাটির ও জানে কি? যে বেটা মাটি ছানিয়াছে সেই বেটার দোষেই যত গোলযোগ।"

রাজা বলিলেন,—"বটে! কে মাটি ছানিয়াছিল?"

মালী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"আমার মামাত ভাইয়ের পিসতুত ভাই।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"কি! মামাত ভাইয়ের পিসতুত ভাই!—নিশ্চয়! সোদর নয়, মাসতুত নয়, বৈমাত্রও নয়, মামাত ভাইয়ের পিসতুত ভাই; ঠিক! নহিলে কি কখনও এমন করিতে পারে? এই জন্যই ও বেটা মালীর সর্বনাশ করিবার এত ফন্দি আঁটিয়াছে!"

রাজা হুকুম দিলেন,—"সেই বেটার গর্দান এখনি লও।"

বলিতে-না-বলিতে কোতোয়াল ছুটিল।

গিয়া, যেখানে মালীর মামাত ভাইয়ের পিসতুত ভাই মাটি ছানিতেছিল, সেখান হইতে তাহাকে ক্যাঁক্ করিয়া ধরিয়া একেবারে শূন্যে শূন্যে রাজসভায় আনিয়া হাজির।

সে বেচারী তো চেঁচাইয়া অস্থির। বলিল,—"দোহাই মহারাজ! আমি কিছু জানি না।"

রাজা আগুন হইয়া বলিলেন,—"বেটা, তুই কিছু জানিস্ না! তুই বেটা মামাত ভাইয়ের পিসতুত ভাই, তুই কিছু জানিস্ না বলিলেই কি শুনি? তোরি ছানা মাটির দোষে দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চোর মারা গেল;—তুই কিছু জানিস্ না! বেটা, এখনি গর্দান যা!"

আছাড় খাইয়া পড়িয়া পিসতুত ভাই বলিল,—"মহারাজ! যেমন করিয়া মাটি ছানিতে হয় আমি তেমন করিয়া ছানিয়াছিলাম; কোথাও ভুল হয় নাই। দোহাই মহারাজ ;কলসীর যদি কোথাও ফুটা থাকিয়া থাকে, তা দিয়া জল চুয়াইয়া পড়িয়া রাত্রে মাটি নরম হইয়া গিয়া থাকে, তো, মহারাজ আমি তার কিছু জানি না; মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মন্ত্রি?—"

মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, ঠিক তো। মামাত ভাইয়ের পিসতুত ভাই; তা বটেই তো, মালীর ও খুব কাছাকাছি আপন জন। ও মাটি খারাপ ছানিতে পারে না। ও বেচারী মাটি ঠিক ছানিয়া রাখিয়াই গিয়াছিল; ঐ কলসীর ফুটা দিয়া জল পড়িয়া রাত্রে সব মাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে বেটা এই রকম ফুটা কলসী তৈয়ার করিয়া বেচে, তাকে এখনি শূলে দেওয়া উচিত!"

রাজা হুকুম দিলেন—"কোতোয়াল! যে বেটা কলসী তৈয়ার করিয়াছিল, তাকে এখনি আন!"

সহরের শেষ সীমানায় কুমারের বাড়ি। কুমার হাঁড়ি গড়িতেছিল। কোতোয়াল তাহাকে সেখান হইতে ধরিয়া এ—ক টানে নিয়া রাজসভায় তুলিল।

কুমারের মাথাটি, তখন যেন ঠিক তার চাকটির মত ঘুরিয়া গেল!—

কুমার ভাবিল,—"ও বাবা! এ কোথায় আসিলাম!"

রাজা গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"হতভাগা বেটা কুমার, আমার রাজ্যে থাক, আর ফুটা কলসী তৈয়ার কর! সে কলসীর জল চুয়াইয়াই তো ছানা মাটি নরম হইয়া গেল আর চোর মারা পড়িল। বেটা, এখনি শূলে যা!"

মাথা ঘুরিয়া কুমার রাজার সিংহাসনের তলায় পড়িয়া গেল—"দোহাই মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই, কোন্ কলসী কবে গড়িয়াছি আমার তা মনে নাই। মহারাজ, আমার কলসীর গড়ন এ রাজ্যের সেরা; তবে পোনে পুড়িতে কাঠের দোষে কোন্ কলসীর কি হইয়াছে, আমি তা জানি না মহারাজ!"

রাজা ফিরিলেন,—"মন্ত্রি!—"

মন্ত্রী বলিলেন,—মহারাজ, তাই তো! ওর গড়ন কখনই খারাপ হইতে পারে না। তাই তো, এ রাজ্যে কে না ওকে জানে? কবে পোনে কখন কি হইয়াছে, ঠিক, পোন দিন রাত জ্বলে, অত দেখিতে গেলে তবে ওর কাজই চলে না! ও হাঁড়ি কলসী গড়িবে কখন? ঐ ঠিক;—পোনে পুড়িবার সময় অনেক কলসী কাঠের খোঁচা লাগিয়া ফুটা হয়, চাপা পড়িয়া ফাটেও, ভাঙ্গেও নষ্টও হয় বটেই; ওর বরং তাতে ক্ষতিই। এ সমস্তই কাঠের দোষ। কাঠ কে যে দিয়াছিল মহারাজ, তাই দেখুন।"

"কে দিয়াছিল?"

কুমার বলিল,—"এক কাঠকুড়ানী বুড়ী।"

"আন সেই বুড়ীকে!"

ও-ই মাঠের পাশ দিয়া কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া কাঠকুড়ানী বুড়ী যাইতেছিল; কোতোয়াল তাহাকে হেঁচ্‌ড়াইয়া টানিয়া নিয়া, রাজসভায়।

বুড়ীর তো চোক উলটিয়া দাঁতে মুখে খিল!

রাজা গর্জিয়া বলিলেন,—"রাক্ষসী বুড়ী! বুড়ী হইয়াছিস্ আর মানুষ খাইবার ডাইন্ হইয়াছিস্! কেমন কাঠ দিয়াছিলি যে, তাই দিয়া পোড়াইতে গিয়া কুমারের কলসী ফুটা হইল, চোর মারা গেল?—"

ভয়ে থতমত বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"মহারাজ! এক কাঠুরের কাঠ আমি বেচি বাবা, আমি কিছুই জানি না বাবা! দোহাই মহারাজ, পায়ে পড়ি!—"

হাউ মাউ করিয়া বুড়ী কাঁদিতে লাগিল।

রাজা চাহিলেন,—"মন্ত্রি!"—

মন্ত্রী বলিলেন,—"তাই তো, মহারাজ;—ও 'থুনথুনে' বুড়ী হাবা মানুষ, ও তো কাঠ কাটিতে তো পারেই না। ঠিক!—সেই বেটা কাঠুরেই যত সর্বনাশের মূল। মহারাজ!—এইবার ঠিক ধরিয়াছি!—কাঠ কাটা ভয়ানক পরিশ্রম কিনা, ভয়ানক ক্ষুধা হয়। বেটা সারাদিন কাঠ কাটিয়া আনিয়াও খাইতে পায় না, আর বাড়ির পাশে চোরেরা মজা করিয়া খায়; বেটার তো সিঁদকাঠিও নাই, ক্ষমতাও নাই যে, সিঁদ কাটিবে; কুড়ুল দিয়া সিঁদও কাটিতে পারে না, কি করিবে, দুষ্ট বেটা কাঠুরে যত চোরের উপর আক্রোশে জ্বলিয়া মরে; আর সেইজন্যই বেটা দেশের যত চোর মারে!"

রাজা তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেন,—"এই দণ্ড বেটাকে শূলে চড়াও!"

কোতোয়াল ছুটিল।

বনের ধারে এক রোগা কাঠুরে প্রকাণ্ড এক কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটিতেছিল, কোতোয়াল বাঘের মতন গিয়া তাহাকে ধরিয়া নিয়া আসিল।

রোগা কাঠুরে কুড়ুলের ভারে পড়িয়া যায়, তাতে কাঠ কাটিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, রাজসভায় আসিয়া একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

মন্ত্রী তো একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন,

রাজা একেবারে পাঁচশিঙা হইয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন,—"বেটা, আমার রাজ্যে কাঠ কাট, আর যারা সিঁদ কাটে তাদের সর্বনাশ কর!

—দণ্ড বেটাকে শূলে!"—

মন্ত্রী উঠিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! দাঁড়ান। হাঁ রে কোতোয়াল! তুই যখন ধরিলি, ও বেটা তখন কি করিতেছিল?"—

"কাঠ কাটিতেছিল।"

"সর্বনাশ!! মহারাজ!! যা ভাবিয়াছি তাই!"—মন্ত্রী বলিলেন, —"মহারাজ। দেখিলেন?—বেটার চালাকি দেখুন! চোর বেচারী যে মরিবে, তা ও আগেই জানিত, তাকে পোড়াইতে কাঠ লাগিবে, তাও জানিত, বেটা সব জানিত; সেই জন্যে ঠিক সময়ে গিয়া কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে!"

"—বেটা, সব জানতিস্, তবে এতক্ষণ বলিস্ নাই কেন?—বেটাকে এখুনি শূলে দাও!—"

"—শূলে দাও!" "শূলে দাও!"

—"শূ—লে দা-ও!"—

চারিদিক হইতে সিপাই শান্ত্রী খাড়া হইয়া উঠিল। কাঠুরে বেচারা আর কিছুই বলিতে পাইল না। শুধু শুকন কলার পাতাটির মত কাঁপিতে লাগিল।

রাজা সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিলেন। জল্লাদ আসিল। কাঠুরেকে শূলে দিতে লইয়া গেল।

(৪)

মশানে শূল হয়। এত বড় অপরাধীর শূল হইবে, রাজা, মন্ত্রী গিয়া জাঁকাইয়া শূল দেখিতে বসিয়াছেন।

কাঠুরেকে শূলে দেওয়া হইয়াছে।

শূল বিঁধে না! কাঠুরে পাতলা, ঢেঙ্গা। চড়ুই পাখির মাংসও গায়ে নাই। যেটুকু ছিল, একে খাইতে পায় না তাতে কাঠকাটার পরিশ্রমে তাও গিয়াছে। শূল বিঁধিতেছে না।

"তাই তো!" রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রি?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"তাই তো! মহারাজ, এ বেটার গায়ে এক তোলা মাংস নাই, তা বেটা বিঁধিবে কী?

রাজা বলিলেন, — "তা, এখন কি করা যায়?"

—"কি করা যায়।—বটে!"—মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন,—"মহারাজ!

রাজাজ্ঞা একবার যা হইয়াছে, তা রাখিতেই হইবে। শূলের হুকুম যখন হইয়াছে, তখন আর কথা ফিরে না। একজনকে শূলে দিতেই হইবে। নহিলে কি রাজ্য থাকে? রাজ্য যে রসাতলে যাইবে! এ ঢেঙ্গা শুক্‌ন বেটা ভয়ানক দুষ্ট; বেটার গায়ে শূল যখন একবার বিঁধিল না, তখন আর বিঁধিবেই না। আচ্ছা, এ তো সহজ কথা, রাজ্য খুঁজিয়া খুব মোটা সোটা একজন লোক ধরিয়া আনিয়া শূলে দিলেই হইল। দেখি, কেমন শূল বিঁধে না! মহারাজ, শূল পোঁতা হইয়াছে, শূল বেটা বিঁধিবে না! —হাকিম নড়ে, কিন্তু মহারাজ, হুকুম নড়ে না!"

"তাই তো!"

তখনি কোতোয়াল আর জল্লাদের উপর হুকুম হইল,—"রাজ্যে সব চাইতে মোটা মানুষ যাকে পাইবে, তাকে এই দণ্ডে নিয়া আসিয়া শূলে চড়াও।"

রাজা মন্ত্রী ভয়ানক রাগিয়া বসিয়া রহিলেন।

হুকুম মাটিতে পড়িতেও পাইল না। জল্লাদ আর কোতোয়াল ছুটিল।

(৫)

সেই যে পেটুক শিষ্য? শিষ্য, ঘি, চিনি, মাখন, ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা খাইতেছে, খাইতেছে, খাইতেছে। দিন যায়। খাইতে খাইতে খাইতে, শিষ্যের ভুঁড়ির উপর ভুঁড়ি বাড়িয়াছে, নুঁদিতে থাক্ পড়িয়াছে, সোনার কান্তি শরীর হইয়াছে, শরীরে চর্বি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে! যখন চলে, যেন হাতিটি; বসে, যেন পাহাড়টি। বিশ গজ কাপড়ে কুলায় না, মুখে হাসি ধরে না; শিষ্য, মহা মনের সুখে আছে। খায় আর শিষ্য বলে,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর! মিছা এ স্বর্গ ছাড়িয়া পথে পথে ঘুরিতে গেলে! তোমার সঙ্গে থাকিলে মুড়ি খাইয়া খাইয়া এতদিনে আমার প্রাণটাই যাইত! এখন কেমন হইয়াছি, একবার যদি আসিয়া দেখিতে, তবে বলিতে, বা!" বলিয়া, শিষ্য,—বিকাল বেলা,—তখনই ভোজনে বসিয়া গেল।

—ঘর-জোড়া একখানা থালায় আধমণখানেক মিঠাই, ক্ষীর, ছানা, এই সব। সপাসপ্, গপাগপ্ উজাড় করিতেছে আর বলিতেছে,—"ঠাকুর! একবার যদি দেখিতে, কি মজায় খাইতেছি!"

এমন সময়,—সারা শহর খুঁজিয়া লোক পাওয়া গেল না,—জল্লাদ আর কোতোয়াল, খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে।

কোতোয়াল বলিল,—"ওরে জল্লাদ! বাপ্ রে বাপ!—দেখিতেছিস্! ওটা মানুষ না হাতি রে? এমন লোকটা এখানে আছে, আর আমরা সারা শহর খুঁজিয়া মরিতেছি?"

জল্লাদ বলিল,—"ওরে ব্বাবা! তাই তো! বাহবা! ঠিক হইয়াছে!—এতক্ষণে আমরা বাঁচিলাম।—কী লোকটা রে—"

কথা নাই বার্তা নাই, জল্লাদ আর কোতোয়াল দুজনে গিয়া শিষ্য মহাশয়কে একেবারে খপ্ করিয়া ধরিয়া, ঠেলিয়া, ধাক্কাইয়া, নিয়া চলিল।—

শিষ্য বলেন,—"কে হে? আমার খাওয়াটাই নষ্ট করিলে! তোমরা কারা? কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

—"অ্যাঁ! তাই তো!"—

—কোতোয়াল আর জল্লাদ বলিল,—

—"চল, ঠাকুরদাদার বাড়ি।"

(৬)

সেই মশানে শিষ্য মহাশয়কে নিয়া গিয়া তো হাজির। আর অমনি লোকজন সব আসিয়া পড়িল "হৈ হৈ হৈ হৈ!" করিয়া লোকজন সন্ন্যাসীর শিষ্যকে শূলে তুলিতেছে।

রাজা মহা খুশী। মন্ত্রী আরও খুশী,—"এইবার কেমন লোক পাওয়া গিয়াছে! শূলের বাবা বিঁধিবে!"

লোকজনেরা তুলিতেছে,—

"হেঁইও!—হেঁইও!—হেঁইও!"—

খাইয়া খাইয়া শিষ্য কিনা ভয়ানক মোটা হইয়াছে, ভারী হইয়াছে চৌদ্দ মণ। লোকেরা উঠাইতে কি পারে?

রাজা মন্ত্রী চেঁচাইয়া বলিতেছেন,—"উঠাও! উঠাও!"

যত লোকজন হাঁপাইয়া পড়িতেছে;—"কি ভয়ানক ভারী!"—

"হেঁইও!—হেঁইও!—হেঁইও!"

আর শিষ্যের?—পরিত্রাহি চীৎকার! চোখ কপালে উঠিয়া গিয়াছে, ভুঁড়ি অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে; ধড়ফড় করিয়া গুরুকে ডাকিতেছে,—"হে গুরুঠাকুর, দোহাই গুরুঠাকুর! আর তোমার কথা ঠেলিব না। আর রসগোল্লা খাইব না! দোহাই বাবা! মুড়ি খাইব! তোমার সঙ্গে যাইব। যতদিন বাঁচি কেবলি মুড়ি খাইব, হে বাবা! রক্ষা কর!—বাবা, রক্ষা কর!"

শিষ্যকে তখন প্রায় শূলের কাছে আনিয়া তুলিয়াছে; শিষ্যের প্রাণের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে, শিষ্য 'হায় হায়!' করিয়া গুরুকে ডাকিতেছে।

ঠিক তখন, দূর হইতে ও কে?—ও কে? অনেক দূর হইতে, এমন সময়, এক সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিতেছেন—"মহারাজ! মহারাজ! রাখুন! রাখুন। শূল বন্ধ করিতে হুকুম দিন। ও লোকটা ঘোর পাপী, অমন পাপীকে ও শূলে দিবেন না। ও শূলে আমি যাইব।"

বলিতে বলিতে, সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিয়া শূল ধরিলেন।

সকলে অবাক! সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মহারাজ! এ শূলে আমি যাইব। আশ্চর্য হইবেন না! মাহেন্দ্র-ক্ষণে এ শূল পোঁতা হইয়াছে। যে এই শূলে যাইবে তার সশরীরে অক্ষয়স্বর্গ। মহারাজ, সব লোক সরাইয়া দিন্ ও পাপীটাকে দূর করিয়া দিন্, ও কি শূলে যাইবার যোগ্য? কত বৎসরের জপ-তপস্যায় আমি যা পাই নাই, এই শূলে গিয়া আজ তা পাইব। অনেক দূর হইতে এই শূলের কথা শুনিয়া, আসিলাম। মহারাজ, আপনার লোককে এখনি হুকুম করুন, আমাকে শূলে উঠাইয়া দিক্। শূলে বসিয়া, ধ্যান করিতে করিতে আমি সশরীরে স্বর্গে যাইব। মহারাজ, এমন দিন কি আর হয়?"

রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রি?"—

মন্ত্রী বলিলেন,—"তাই তো মহারাজ!—সশরীরে অক্ষয় স্বর্গ!! এমন ক্ষণে শূল পোঁতা হইয়াছে! বটে! তাই তো, নিশ্চয় তো, নহিলে কোন্ দেশ হইতে সন্ন্যাসী কি করিয়া জানিল এই শূলের কথা? মহারাজ, এত পরিশ্রমে মাহেন্দ্র-ক্ষণে শূল পোঁতাইলাম আমরা, আর, ঐ সন্ন্যাসী যাইবে স্বর্গে? মহারাজ, এত মূর্খ আমি নই। এমন সুখে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হয় তো নিশ্চয় আমিই যাইব। মহারাজ,

CamScanner

এই মুহূর্তে আমাকে শূলে যাইতে অনুমতি দিন।"

—"অ্যাঁ! এ তো ঠিক!"—রাজা বলিলেন,—"মন্ত্রী! দেখ তা যদি বলিলে তো, আমার হুকুমে আমার রাজ্যে শূল পোঁতা হইয়াছে; আর সশরীরে স্বর্গে যাইবার অদৃষ্ট আমার মত রাজা ছাড়া আর কারও হইতেই পারে না। আমি থাকিতে তুমি তো আগে স্বর্গে যাইতেই পার না।—

—"শূলে আমি যাইব"—

শুনিয়া মন্ত্রী হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "হায়, হায়! স্বর্গে যাইতে যাইতে অল্পের জন্য আমি স্বর্গ হারাইলাম।"

মন্ত্রী, হায় হায় করিতে লাগিলেন।

তখনি হুকুম হইয়া গেল। রাজা শূলে উঠিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবেন। এমন দিন কি কারও কখনও হয়?—রাজাজ্ঞায় তখনি মৃদঙ্গ খরতাল লোকজন সব আসিয়া পড়িল, আনন্দে সকলে হরিধ্বনি আর রাজার নামের জয়গান করিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"এমন চেঁচাইয়া গান করিবি, যেন স্বর্গে যাইতে যাইতে সারাপথ আমি হরিধ্বনি আর জয়গান শুনিতে শুনিতে যাইতে পারি।"

সকলে খুব চেঁচাইয়া হরিধ্বনি আর রাজার নামের জয়গানে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল। মহা খুশী হইয়া রাজা শূলে উঠিলেন।

মন্ত্রী মনের দুঃখে বুক ফাটাইতে লাগিলেন।

খুব জোরে জোরে সকলে মৃদঙ্গ খরতাল বাজাইয়া যতদূর গলা উঠে প্রাণপণে চেঁচাইয়া হরিধ্বনি আর জয়ধ্বনি করে। ওদিকে রাজা শূলে বসিয়া তিন পাক খাইয়া ঘুরিয়া, বিকট চীৎকার!—বিকট বিষম মূর্তি ধরিয়া, রাজা, সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

তা দেখিয়া মন্ত্রী, লোকজন, সকলে—"বাবা রে! বাবা"—বলিয়া ভয়ে যে যেদিকে পারিল, সটান দৌড়!—

মন্ত্রীর একে দৌড়াইবার নাই অভ্যাস,—তাতে ভয়ের দৌড়,—মশানের চারিদিকে গর্ত, খানা, ডোবা, পুরান সব কূপ ছিল,—অন্ধ এক কূপের মধ্যে

চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া, মন্ত্রীর নীচের দিকে মাথা আর উপরের দিকে পা! একেবারে কূপের—তলের দিকে!—চমৎকার!—

কূপের তলে যাইতে যাইতে—মন্ত্রী ভাবিলেন,—"তাই তো! বাঃ! নিশ্চয় পাতালে চলিয়াছি! হা! হা! রাজা আমাকে স্বর্গে যাইতে দিলেন না বটে, তা আমি কি যে সে লোক? কোন এক জায়গায় না যাইয়া পারি? রাজা-হীন রাজ্যে কে থাকে?—পাতালে গিয়া অমনি আমি সেখানকার মন্ত্রী হইব। স্বর্গে রাজা এখন একা একা বুঝিবেন মজাটা! পাতালের লোক বুদ্ধিমান্ কিনা—তাই, হে! হে!! হে!!! আমার জন্য আগেই পথ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। আমার মত মন্ত্রী কি যে সে পায়?"

ততক্ষণে গবুচন্দ্র মন্ত্রী মহাশয় একেবারে কূপের কাদার তলে!

*　　*　　*　　*

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"শিষ্য! কেমন, আগেই তো বলিয়াছিলাম, এখানে থাকিলে আজ হোক, কাল হোক, বিপদে পড়িবেই! এখন দেখিলে তো?"

শিষ্য হাঁপ ছাড়িয়া উঠিয়া সন্ন্যাসীর দু'টি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"ও গো ঠাকুর বাবা! আপনি মাপ না করিলে কে মাপ করিবে ঠাকুর বাবা? আর এদেশে থাকিব না, ঠাকুর! এখনি এদেশ ছাড়িয়া চলুন!"

—"হো! হো"— "হা! হা!"

পৃষ্ঠা—১৭

—"অত লোক কেন দেখ তো!"

পৃষ্ঠা—১৮

—সেই রাজ্যে!—

পৃষ্ঠা—১৯

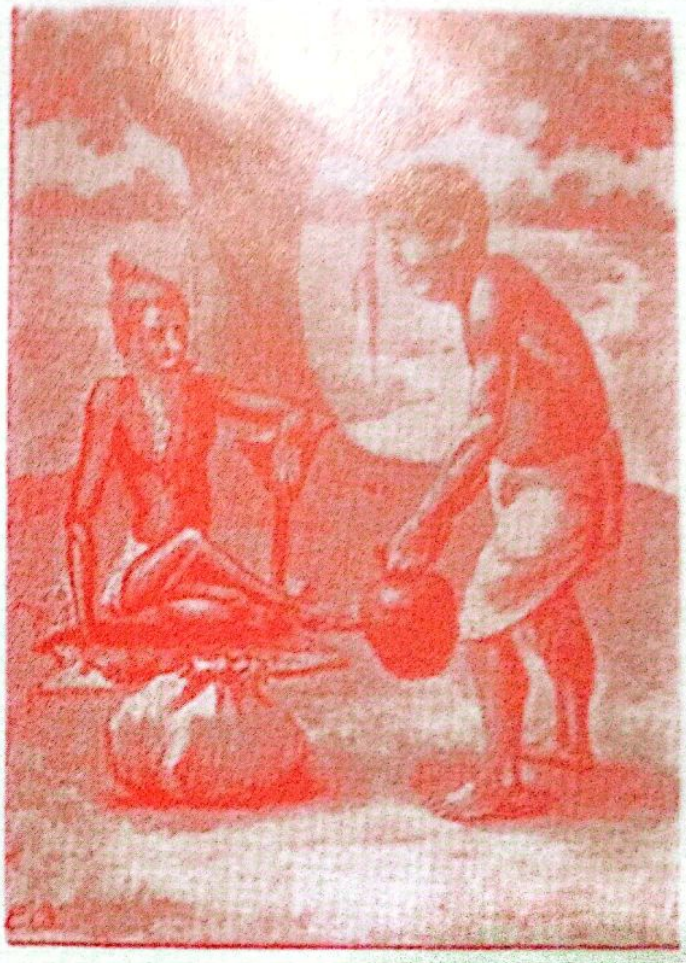

"আমরা কি স্বর্গে এলাম"

পৃষ্ঠা—১৯

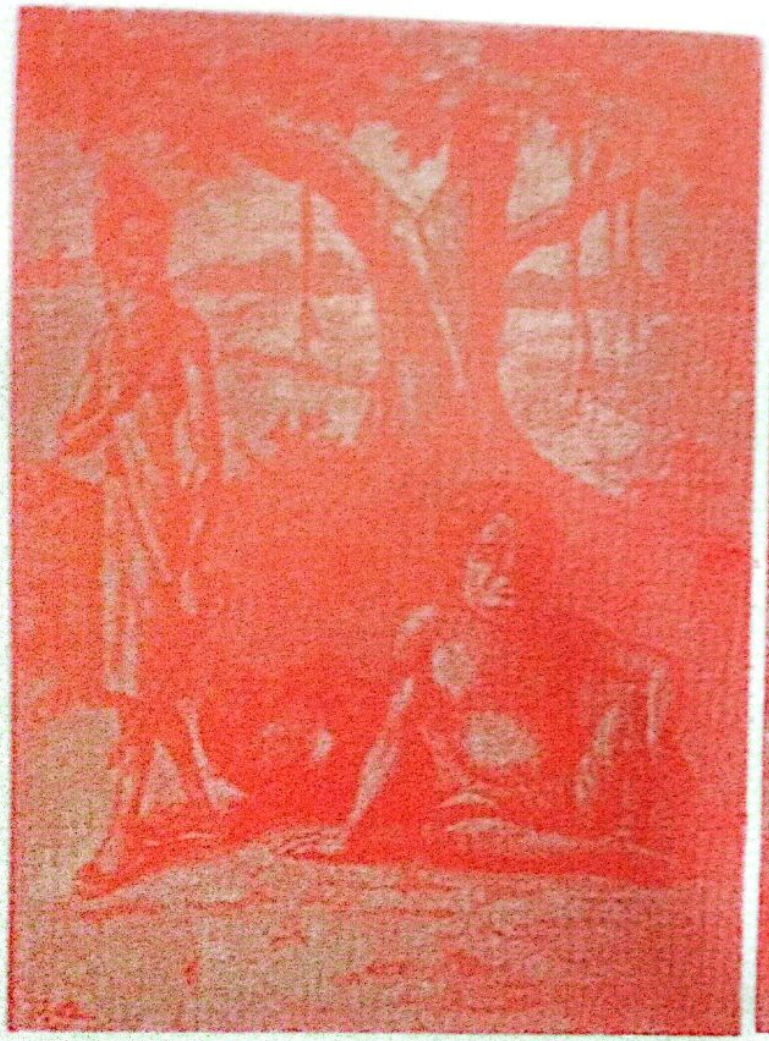

—"স্বর্গ ছাড়িয়া আবার কোথায় যাইব গো"—

—বাঁধিয়া নিয়া আসিল—

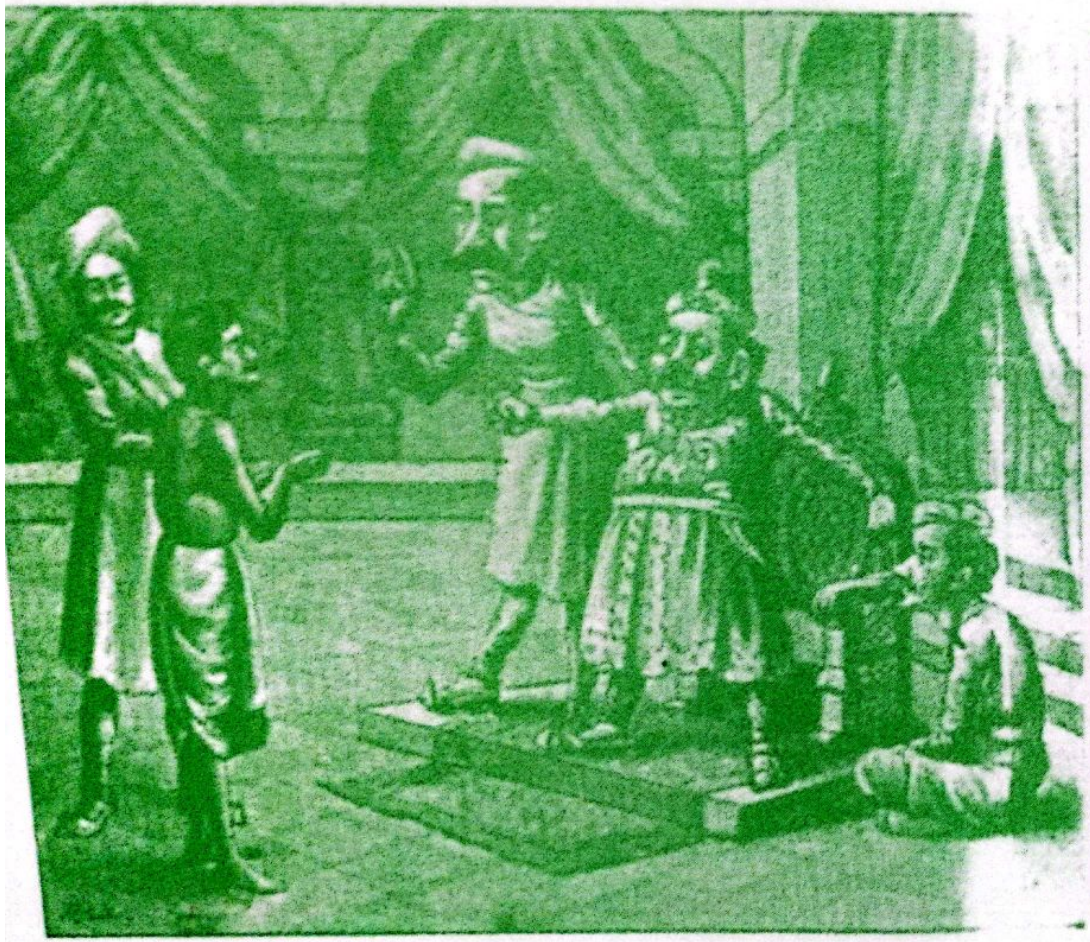

—'তোর কি শাস্তি ?"

পৃষ্ঠা—২২

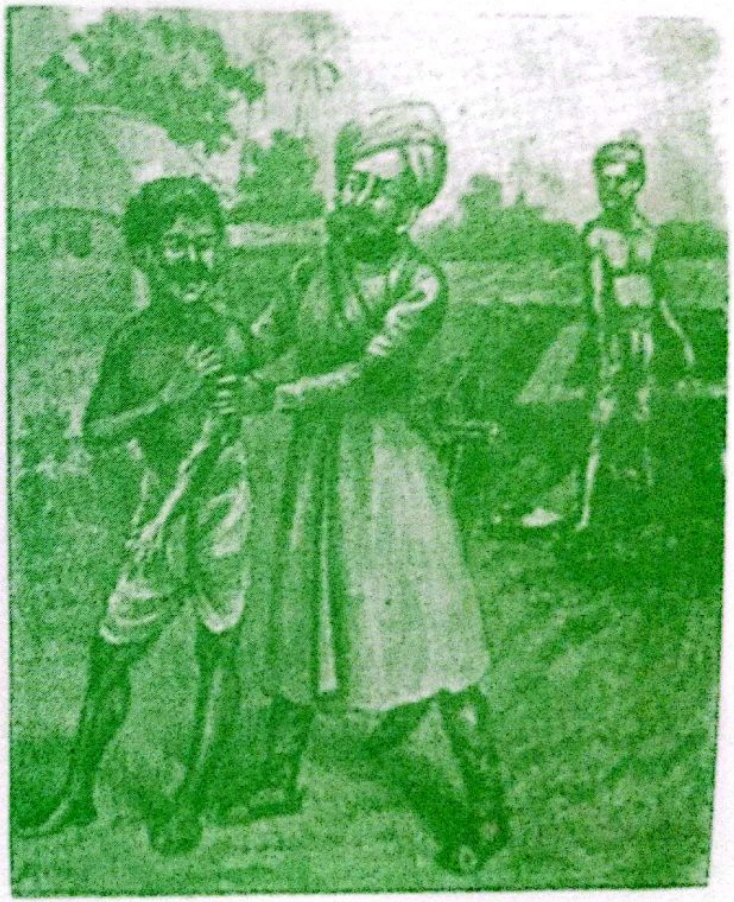

—"চল এইবার !"—

পৃষ্ঠা—২৩

উপদেশ

[সার কথা]

১। মূর্খ-সনে স্বর্গ-সুখেও কেউ ক'রো না বাস।
একদিন, ঘটিতে পারে, মহা সর্বনাশ।

২। লোভই পাপের মূল, লোভ করিও জয়,
লোভেই, ঘটিতে পারে, মরণ নিশ্চয়।

৩। গুরু-বাণী সদুপদেশ, অমৃতের ধার,
যে না শুনে, পরিণামে—মরণ তাহার।

৪। স্নেহময় ক্ষমাময় চির-গুরুজন,
তাঁদের সে ক্ষমা পেতে করিও যতন।

৫। মন্দ কাজে, শেষে যখন আসে অনুতাপ,
গুরু, বিভু, ডাকিও, যাবে যত ভয় ও পাপ।

সওদাগরের সাত ছেলে

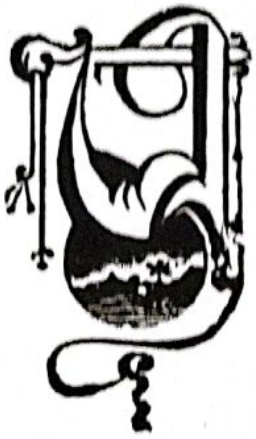

এক সওদাগরের সাত ছেলে।
সাতটি ছেলেই মূর্খ!
না আছে তাদের বুদ্ধি,
না শিখিল তাহারা লেখাপড়া!
সওদাগর রোজ তাহাদিগকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। পাঠাইলে কি হইবে মূর্খ সাত ছেলে কিছুই পারে না। ক লিখিতে শালিকের পা আঁকিয়া বসে। বকের ঠ্যাং আঁকিয়া বসে। যা' তা' মাথা মুণ্ডু আঁচড় কাটিয়া বসে!! হ পড়িতে ল পড়ে। ট পড়িতে ঙ পড়ে। চ পড়িতে পড়ে ঞ! পাঠশালার সকল ছেলে পড়া শিখিয়া পড়া দিয়া বাড়ি যায়, আর উহাদের কাহারও ভাগ্যে—কানমলা, কেহ খায় ছড়ি, কেহ হয় নাড়ুগোপাল, কাহারও নাকে খৎ, কাহারও কপালে খোলামকুচি!

রোজই উহারা সাজা পায়।

মূর্খ সাত ছেলে যুক্তি করিল,—"না ভাই, আর আমরা পাঠশালায় পড়িতে যাইব না। ঐ মাঠে রাখালেরা খেলে, আমরা গিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলিব।"

"আচ্ছা! আচ্ছা!" সাত ভাই খুব খুশী। পাঠশালায় আর যায় না। সাত ভাই, রাখালদের সঙ্গে খেলিতে যায়।

রাখালেরা 'রাজা, রাজা' খেলে। কয়েকদিন খেলিয়াই, সওদাগরের সাত ছেলে যে খুব বোকা, রাখালেরা তাহা বুঝিতে পারিল। রাখালেরা চালাক; রাজা রাজা খেলাতে কাহাকেও গৃহস্থ, কাহাকেও চোর, কাহাকেও রাজা, কাহাকেও মন্ত্রী, কাহাকেও কোতোয়াল হইতে হয়। যে চোর হয় তাহার বড়ই সাজা! রাখালেরা সাত ছেলেকে বলিল,—"দেখ ভাই, তোমাদিগকে কিন্তু চোর সাজিতে হইবে!"

তাহারা খুব আনন্দে বলিল,—"আচ্ছা।"

মজা পাইয়া তখন কোন রাখালই আর চোর হয় না। কেবল সওদাগরের সাত ছেলেকে চোর সাজায়, আর, সকলে স্ফূর্তি করে।

রাখালেরা কেহ হয় রাজা, কেহ হয় মন্ত্রী কেহ বা গৃহস্থ। কেহ হয় কোতোয়াল। সওদাগরের ছেলেদের নামে নালিশ করে, তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনে, বিচার করে আর কান মলে!

চোরেরা জোড়হাত করিয়া থাকে!

এই রকম রোজই তারা চোর হয়। সওদাগরের ছেলেরা, আর পারে না। কতই কানমলা খাইবে? শেষে না পারিয়া কাঁদিয়া বলিল, —"না ভাই, আর আমরা খেলিব না।"

রাঙা কান লইয়া মুর্খ সাত ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিল।

পথে আসিয়া সাত ছেলে যুক্তি করে,—"ভাই, পাঠশালায়ও কানমলা, খেলিতে যাই সেখানেও কানমলা। খালি কানমলা খাইতে হয়। আর ভাই পাঠশালায়ও যাইব না, খেলিতেও যাইব না। আয় ভাই, এই গাছে পাখীর ছানা পাড়ি।"

সাত ভাই ভারি খুশী! চোখের জল মুছিয়া বলিল,—"আচ্ছা ভাই, আচ্ছা!"

খুব স্ফূর্তি করিয়া সাত ভাই ছানা পাড়িতে গেল। দুই তিনটা বাসায় ছানা পাইল না। খুব আগডালে এক বাসায় ছানা ছিল। অত আগডালে কি মানুষের ভর সয়? বোকারা যেমন সেখানে উঠিতে গিয়াছে, আর অমনি মট্ করিয়া ডাল ভাঙ্গিয়া একটা পড়িল একটার ঘাড়ে, একটা পড়িল একটার পিঠে,—কোনটা "চ্যাঁ—!" কোনটা "ভ্যা—!" কোনটা দম আটকাইয়া প্রায় মারা যায়!

কাঁদিতে কাঁদিতে সাত ভাই বাড়ি ফিরিল।

তাহার পর, কতকদিন পরেই, সওদাগর মারা গেলেন।

(২)

আর কি?—সওদাগরের যত টাকা কড়ি সব ছেলেরা পাইল।

তখন তাহাদের ভারি মজা! সওদাগরের সাত ছেলে যুক্তি করে,—"দ্যাখ ভাই, আমরা সওদাগরের ছেলে, আমাদের একটা কিছু ব্যবসা করিতে হয়।"

"তাই তো!"

—"কিসের ব্যবসা করিব?—"

সাত ভাই অনেক যুক্তি টুক্তি করিয়া ঠিক করিল, তাহারা, ঘোড়ার ব্যবসা করিবে।

ঘোড়ার ব্যবসা করিবে, তা সাত ভাই ভাবিল,—"তাই তো, তবে তো ভাই, ঘোড়ার ডিম কিনিতে হয়! ডিম থেকে বাচ্চা হইবে, বাচ্চা বড় হইলে সকলে নিয়া বাজারে বেচিব!"

সকল ভাই মহা খুশী!—

বলিল—"বেশ্ ভাই, বেশ্ হইবে!"

সেই দিনই সাত ভাই মহা খুশী হইয়া টাকা কড়ি নিয়া তাড়াতাড়ি ঘোড়ার ডিম কিনিতে গেল।

বাজারের যত দোকানদার ঘোড়ার ডিমের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন! ছেলেরা কোথাও ঘোড়ার ডিম কিনিতে পাইল না।

কি করিবে? ব্যবসা করা হইল না। মনের দুঃখে, সাত ভাই একখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এক খুব সেয়ানা লোক সেইখান দিয়া যায়। সে জিজ্ঞাসা করিল, —"তোমরা কাঁদিতেছ কেন?"

সওদাগরের সাত ছেলে বলিল,—"আমরা ব্যবসা করিব, ঘোড়ার ডিম কিনিতে গেলাম, পাইলাম না।"

সেয়ানা লোকটি বলিল,—"বটে! তা তোমরা আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাদিগকে ঘোড়ার ডিম দিব!"

শুনিয়া সওদাগরের ছেলেরা ভারী খুশী হইয়া তাহার সঙ্গে গেল।

সেয়ানা লোকটি, বাড়ি গিয়া—বাড়িতে তাহার অনেকগুলি চালকুমড়া ছিল—টাকার তোড়াটি নিয়া সে সাত ভাইকে চৌদ্দটি চালকুমড়া দিয়া বলিয়া দিল, "এগুলি খুব ভাল ঘোড়ার ডিম, জঙ্গলে মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখিও, পাঁচ দিন পরেই গিয়া দেখিবে বাচ্চা হইয়াছে।"

সাত ভাইয়ের তখন কি আনন্দ! খুব ভাল ঘোড়ার ডিম পাইয়াছে কিনা,—সাত ভাই মহা খুশী হইয়া ঘোড়ার ডিম নিয়া বাড়ি গেল।

বাড়ি গিয়া সাত ভাই পাশের জঙ্গলে ডিমগুলি পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া, খুব স্ফূর্তি করিতে লাগিল,—"ভাই! কি মজা! পাঁচদিন পরেই বাক্সা হইবে!"

পাঁচদিন যাইতে না যাইতে মাটির নিচে কুমড়াগুলি পচিয়া গন্ধ বাহির হইল। আর যত শিয়াল আসিয়া সেগুলি মজা করিয়া খাইতে লাগিল!

সওদাগরের ছেলেরা পাঁচদিনের ভোরে দেখিতে আসিয়াছে। গিয়া দেখে,—'বাঃ!—বাঃ!'—দূর হইতে সেই শিয়ালগুলিকে দেখিতে পাইয়াছে কিনা? আর, দেখিয়াই তাহারা নাচিয়া উঠিল,—ভাই রে! কি সুন্দর সুন্দর ঘোড়ার বাক্সা হইয়াছে! এক একটা ডিমের কত বাক্সা।" সওদাগরের ছেলেরা বাক্সাগুলিকে —"আয়! আয়!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাহাদিগকে ধরিতে গেল।

শিয়ালগুলি তো তাহাদিগকে দেখিয়াই ছুট্!

তাহা দেখিয়া সওদাগরের ছেলেদের আরও আনন্দ!—তাহারা ভাবিল,—"ইস্! বাক্সাগুলি আজ হইয়াছে, এখনই কেমন দৌড়ায়! বড় হইলে এক একটা যে ছুটিবে! সত্যই এগুলি খুব ভাল ঘোড়ার বাক্সা;ইহার এক একটার খুব দাম হইবে! কি মজা!"

শিয়ালগুলি ছুটিয়া পলায়, আর,—সওদাগরের সাত ছেলে—"ওই বাক্সা গেল!" "ওই বাক্সা গেল!" বলিয়া শিয়ালের পিছনে ছুটে।

জঙ্গলের কাঁটায় কাপড় জামা ছিঁড়িয়া, গায়ের ছড় গিয়া, এক এক জনের আর কিছু রইল না! তবু বোকাদের আনন্দ!—"বাঃ! বাঃ! বাক্সাগুলি কি চমৎকার দৌড়ায়।"

জঙ্গল মাঠ পার হইয়া সাত ছেলে শিয়ালের পিছু ছুটিতে ছুটিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িল।

শিয়াল সব পলাইয়াছে! একটি বাক্সাও আর দেখে না,—"তাই তো!" এত করিয়াও এমন সুন্দর সুন্দর ভাল ঘোড়ার বাক্সাগুলিকে ধরিতে পারিল না, মনের দুঃখে সাত ভাই কাঁদিতে লাগিল।

কি আর করিবে? সকলে তখন বলিল,—'চল ভাই, বাড়ি যাই।"

বাক্সার পিছু ছুটিতে ছুটিতে, সাত ভাই, কোথায় এক মস্ত নদীর পাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। পথ আর চিনিতে পারে না!

সাত ভাই "ভ্যা—" করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—"ভাই, আমরা হারাইয়া গিয়াছি!"

ভ্যাবাচ্যাকা হারান সাত ভাই, কাঁদিতে লাগিল!

কাঁদিতে কাঁদিতে, শেষে বড় ভাই বলিল,—"দ্যাখ্ তো ভাই, আমরা সাত ভাই আছি কি না?"

একজন গণিয়া দেখে,—"তাই তো, সাতজন তো হয় না!"

"অ্যাঁ!—"

তখন সাত ভাই সকলেই গণিল। বোকারা যে গণে সে আর নিজেকে গণে না, এক ভাই কম হয়।

"হায়' আমাদের এক ভাইকে যেন কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি!"—

পথ তো চিনে না। কোথায় খুঁজিবে? সাত ভাই এক জায়গায় হইয়া, গাছতলে বসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেইখানে নদীর পাড়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ি। তিনি সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের কান্না শুনিয়া, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কি হইয়াছে?"

তাহারা বলিল,—"আমরা সাত ভাই ছিলাম, এক ভাই কোথায় গেল!"

ভদ্রলোকটি দেখিলেন, তাহারা সাত জনই আছে।

তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, ইহারা খুব বোকা।

তিনি মনে মনে হাসিতে লাগিলেন্। হাসিয়া, সাত ভাইয়ের গায়ে হাত দিয়া দিয়া গণিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, তাহারা ঠিক সাত ভাই-ই আছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কোথায় যাইবে?"

তখন তাহারা কাঁদিয়া বলিল,—"কোথায় আর যাইব? আমরা হারাইয়া গিয়াছি!"

শুনিয়া ভদ্রলোকটি খুব হাসিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোকটি ছিলেন বড়ই চতুর আর তেমনি কৃপণ। তিনি ভাবিলেন,—"এইরূপ বোকা লোক পাইলে আমার বেশ সুবিধা; পয়সা কড়ি দিতে হইবে না, খুব কাজ করাইয়া লইব।" বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমরা আমার বাড়িতে এস।"

ভদ্রলোকটি সাত ভাইকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি লইয়া গেলেন।

বাড়ির পাশেই তাঁহার এক বাগান। তাহাতে অনেক ফলফুলের গাছ। কিন্তু কৃপণ ভদ্রলোক একটি পয়সাও খরচ করেন না। সুন্দর বাগানখানি জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছে। সাত ভাইকে বাগানে নিয়া গিয়া তিনি বলিলেন,—"দেখ, আমার এই বাগানখানি জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে, তোমরা এই জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেল। আর নূতন চারাগুলির গোড়ায় বেশ করিয়া জল দাও। খাবার বেলা হইলে, আমি তোমাদিগকে ডাকিয়া নিব এখন।"

সাত ভাই বলিল,—"আচ্ছা।"

কাজ দেখাইয়া দিয়া ভদ্রলোক খুব খুশী হইয়া বাড়ি গেলেন। সাত ভাই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিল।

সাত ভাই ভাবিল,—"ভাই! এ বেশ কাজ। বাগান পরিষ্কার করা, তা আর এমন কি কথা? সাত জন আছি, কতক্ষণ লাগিবে? তাহার পরে গিয়াই মজা করিয়া খাইতে পাইব!"

খুব স্ফূর্তি! কতক্ষণের মধ্যেই সাত ভাই, বাগানের যত গাছ ছিল, ভাল মন্দ সব গাছ কাটিয়া এমন পরিষ্কার করিয়া ফেলিল যে, বাগানে আর একটি গাছও রহিল না!

কেবল চারাগুলি পরিষ্কার করিল না। সুন্দর কচি কচি চারাগুলি! চারাগুলির গোড়াসুদ্ধ তুলিয়া, বেশ করিয়া গোড়ায় জল দিয়া, জল ভাল করিয়া দেওয়া হইল কিনা, সকল ভাই এক এক বার বেশ করিয়া দেখিয়া, লাগাইয়া রাখিল।

ভদ্রলোকটি তাঁহার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—"গিয়া দ্যাখ্ তো, উহারা কাজ করিতেছে কি না?"

বাগানে আসিয়া দেখিয়াই, ছেলের তো চক্ষুস্থির! ছেলে বাপের কাছে ছুটিয়া গিয়া সব বলিল।

শুনিয়া ভদ্রলোক, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দেখেন,—"সর্বনাশ! বাগান তো একেবারে গিয়াছে!"

কৃপণ ভদ্রলোক "হায়! হায়!" করিতে লাগিলেন।

তখন সে ভারি মজা! হায় হায় করিয়া আর কি হইবে? কি আর করিবেন? কৃপণ ভদ্রলোক, দাঁত মুখ খিটিমিটি করিয়া, রাগে, দুঃখে, তখনি সওদাগরের সাত ছেলের এক-একটার কানে ধরিয়া দু—র করিয়া তাড়াইয়া দিলেন!

সাত ভাই অবাক! তাহারা সাত ভাই তো যতদূর ভাল করিয়া পারে খুব সুন্দর করিয়া বাগান পরিষ্কার করিয়াছিল! চারাগুলিকে কত যত্ন করিয়াছিল! তা কি করিবে, সাত ভাই আবার ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া, আর কানমলা খাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

(৩)

কতক দিন পর, মূর্খ সাত ভাই অনেক পথ ঘুরিতে ঘুরিতে, শেষে, বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। তখন তাহাদের ভারি স্ফূর্তি! অনেক জায়গা ঘুরিয়া আসিয়াছে কি না;—তখন তাহাদের খুব বুদ্ধিশুদ্ধিও হইয়াছে, আর, তাহারা অনেক বড়ও হইয়াছে!

বলিল,—"ভাই, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; আমরা এখন বড়ও হইয়াছি, অনেক দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধিও হইয়াছে, আমরা সওদাগরের ছেলে, এস, আবার আমরা ব্যবসা করিব।"

বড় ভাই বলিল,—"ভাই, ঘোড়ার ব্যবসা আর করিব না, ঘোড়ার ব্যবসায়ে বড় কষ্ট।"

"তাই তো, ভাই, কিসের ব্যবসা করিব?"

"এবার আমরা তেলের ব্যবসা করিব।"

"আচ্ছা! আচ্ছা!"—সকল ভাই ভারি খুশী।—"এই ব্যবসাই খুব ভাল।"

তখন, অল্প কিছু টাকা কড়ি যাহা ছিল, সব নিয়া সাত ভাই কলু-বাড়িতে তেল কিনিতে গেল।

সাত ভাই সাত কলসী তেল কিনিয়া নিয়া বাড়ি আসে।

এখন তাহারা অনেক বড়ও হইয়াছে, আর তাহাদের অনেক বুদ্ধিও হইয়াছে, ভারি স্ফূর্তি!

পথে, আগে পাছে সাত ভাই যায়!

যাইতে যাইতে, সাত ভাই মনে করিল, "তাই তো ভাই, সকলেই সমান সমান তেল আনিলাম—তা কেহ আগে আর কেহ পাছে হই কেন? বাঃ!"

বড়ই গোলমাল। আগের ভাইরা মনে করিল,—"ভাই, পাছের ভাইদের কলসীতে বোধ হয় তেল বেশি!"

পাছের ভাইরা মনে করিল,—"ভাই, বোধ হয় ওরা আমাদিগকে সব ভারী কলসী দিয়া, মজা করিয়া এখন আগে আগে যাইতেছে।'

ভারি গোল!

বড় ভাই বলিল,—"তাই তো ভাই!"

তখন বড় ভাই বলিল,—"আচ্ছা দেখি তো আবার চল।"

যতবার চলিতে যায়,—সাত ভাই, কাজেই একজন আগে একজন পাছে হয়। আর, সকল ভাইয়ে গোলমাল করে। বড়ই মুশকিল! শেষে সকল ভাইয়ে বলিল, "দেখ তো ভাই, কার কলসীতে তেল বেশি!"—

—তেল দেখিতে গিয়া এ কলসী কাৎ, সে কলসী কাৎ—কোন কলসী একেবারে উপুড়! যত কলসীতে ঠোকাঠুকি! এক কলসী পড়িল একটার ঘাড়ে, একটা একটার পিঠে! আরগুলি রাস্তায়! সাত ভাইয়ের সাত কলসী ভাঙ্গিয়া, তেলে পথ ভাসিয়া গেল!

তেলে ভিজিয়া সুবচনী হইয়া সাত ভাই কাঁদিতে লাগিল!

কাঁদিতে কাঁদিতে সাত ভাই আবার কলুর বাড়িতে।

কলু বলিল,—"এ কি!"

সাত ভাই বলিল,—"তাই তো কলু ভাই, তুমি কার কলসীতে তেল বেশি দিয়াছিলে?"

শুনিয়া কলু তো তখনি ভারি চটিয়া গেল; বলিল,—"বটে! আমি বেশি তেল দিয়াছিলাম। তেল বেচিয়া বুড়ো হইলাম, বেশি তেল আমি কখনও কাহাকেও দিয়াছি? কম ছাড়া আজ আবার বেশি তেল দিতে যাই আর কি!—অতই আমি বোকা কিনা?"

সাত ভাই বলিল,—"তাই তো ভাই! তবে অমন আগে পাছে হইল কেন?"

"আগে পাছে হইল!"—সব কথা শুনিয়া কলুর তখন ভারি হাসি!

সাত ভাই আর কি করিবে, বলিল—"তবে ভাই যা হইবার তা হইয়াছে, আমাদিগকে আর সাত কলসী তেল দাও।"

কলু খুব হাসিয়া তারপরে বলিল,—"আচ্ছা তা দিব, তা তোমরা টাকা-কড়ি আন।"

সাত ভাই তখন কাঁদিতে লাগিল। বলিল,—"কলু ভাই, আমাদের তো আর টাকা নাই!"

কলু ছিল ভারি সোজা মানুষ। ভাবিল,—"সওদাগরের ছেলে, বিপদে পড়িয়াছে, আচ্ছা ধারে দিই না।" খুব সোজা মানুষ কিনা, মনে মনে ভাবিল,—"তেল বেচিয়া আগে খুব লাভ করুক, তখন দুনো করিয়া দাম আদায় করিয়া নিব!" মনে মনে খুব খুশী হইয়া কলু আর সাত কলসী তেল দিল। বলিল,—"দেখ, আর যেন ভাঙ্গে টাঙ্গে না; ঠিকঠাক বাড়ি নিয়া যাইও।"

"আচ্ছা।"

এবারে সাত ভাই তেল নিয়া গিয়া, খুব খুশী হইয়া জাঁকাইয়া তেলের ব্যবসা করিতে বসিল।

রোজ তেল বিক্রি করে। তেল কমে। সাত ভাই ভাবিল,—"বাঃ! এখন আবার তেল কমে কেন?"

সত্যই তো, শক্ত কথা!

একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে তো শুনিয়া হাসিয়া খুন! বলিল,—"তাই তো। ভয়ানক কথা। চোরে বোধ হয় তোমাদের তেল চুরি করিয়া নেয়। ভাল করিয়া পাহারা দিও।"

সাত ভাই তখনি ছুটিয়া বাড়ি গেল। লাঠি ঠেঙ্গা সব লইয়া, খুব ভাল করিয়া পাহারা দেয়!

দু'তিন দিন যায়। চোর আসে না! সাত ভাই পাহারাই দিতেছে। সাত ভাই ভাবিল,—"তাই তো ভাই, চোর আসে না কেন?"

বড় ভাই দেখিতে গেল চোর আসিয়াছে কি না।

CamScanner

চোর-টোর কিছু দেখে না। কলসীগুলির মুখে বেশ ভাল করিয়া উঁকি দিয়া দেখে যে, চোর কোথাও লুকাইয়া আছে কি না। দেখিতে গিয়া তেলের মধ্যে যে নিজের ছায়া পড়িয়াছে, তাহাই দেখিতে পাইয়া বোকা সওদাগরের ছেলে মনে করিল, "তাই তো! এই তো চোর!"

তখন মহা স্ফূর্তি—!

"কিরে বেটা চোর? বড় যে তুই তেল চুরি করিস্!"—বোকা সওদাগরের ছেলে অমনি চীৎকার করিয়া ভাইদিগকে ডাকিল,—"ভাই রে! এই যে, এই যে চোর! ধরিয়াছি! বেটা কি মজা করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে।"

সকল ভাই ছুটিয়া আসিয়া যে দেখে, সেই কিনা তেলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখে, আর বোকারা মনে করে,—চোর—! সাত ভাইয়ে তখন—"মার বেটা চোরকে!"

কোথা আর যাইবে! ফট্ ফটাং, কলসীর মধ্যে চোরের উপর লাঠির ঘা!!

মারিতেই, যত কলসী চুরমার!

অত তেল! তেলে ঘর ভাসাভাসি!

সাত ভাই তখন হাঁ করিয়া রহিল।

কি আর করিবে, কাঁদিতে কাঁদিতে সাত ভাই সেই লোকটির কাছে যায়।

যাইতে, পথে এক চোরের সঙ্গে দেখা। চোর ভাবিতেছিল,—"সওদাগরের ছেলেরা তেলের ব্যবসা করে, মজা করিয়া উহাদের তেল চুরি করিতে হইবে।" দেখে, সাত ভাই কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ভাই, তোমাদের কি হইয়াছে? তোমাদের ব্যবসা-ট্যবসায়ের কি খবর ভাই?"

সাত ভাই কাঁদিয়া সকল কথা বলিল।

শুনিয়া চোর তো মনে মনে খুব হাসিল। ভাবিল,—"ভাগ্যে আজ চুরি করিতে যাই নাই! খুব তো বাঁচিয়া গিয়াছি!" বলিল,—"ভাই, তোমরা তো ভারি বোকা! চোরে কি কখনও তেল চুরি করে? তেল তোমাদের, ইঁদুরে খাইয়াছিল।"

"কি! ইঁদুরে খাইয়াছে!"—তাই তো! তাহারা তো ভারি বোকা। এই কথাটা আগে ভাবি নাই। "সত্যই তো, এই জন্যই তো ঘরে বেজায় ইঁদুর।" ইঁদুরের উপর

তাহাদের ভয়ানক রাগ হইয়া গেল। সাত ভাই তখনি ছুটিয়া বাড়ী গেল—"ভাই, আগের লোকটা তবে তো সব মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। আচ্ছা, দেখি, পাজি ইঁদুর কেমন করিয়া তেল খায়।"

সাত ভাই ভয়ানক রাগিয়া গেল। যত লাঠি ঠেঙ্গা নিয়া সাত ভাই ইঁদুরের গর্তের চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া রহিল।—"দেখি, পাজি ইঁদুর কোথা দিয়া যায়!"

সাড়া পাইয়া ইঁদুর তো কখন্ গর্তে গিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ যায়, ইঁদুর-টিদুর কিছু বাহির হয় না। খুব অনেকক্ষণ যাইতে, তখন, সাড়া শব্দ কিছু নাই দেখিয়া এক নেংটে ইঁদুর খাবার খুঁজিতে বাহির হইতেছে। আস্তে আস্তে গর্ত হইতে মুখ বাড়াইতেছে; —আর অমনি সাত ভাই—

"মার্! মার্!" চীৎকার করিয়া খু—ব জোরে সাত লাঠি এক সঙ্গে হাঁকিল,—"পাজি ইঁদুর, যাবি কোথায়!"

আর অমনি—**"বাবা রে! মা রে! গেছি রে!"** সাত ভাইয়ের চীৎকার!!—

ইঁদুর তো—ছুট !

সাত লাঠি সাত ভাইয়ের ঘাড়ে!

সাত ভাই হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া সাতদিন ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল।

সাত ভায়ের কান্না!—"আর ভাই আমরা তেলের ব্যবসা করিব না!"

"বাবা রে, মা রে, গেছি রে!"—কয়েক দিন যায়। এক দিন বড় ভাই বলিল, —'তা ভাই চল্, কলু ভাইকে বলিয়া আসি।"

"তাই তো, বলিয়া তো, আসিতেই হইবে।"

একটু ভাল হইয়া সাত ভাই কলুবাড়ীতে বলিতে গেল।

কলু তো কথা শুনিয়া, রাগিয়া অস্থির!—"কি! ধারে তেল দিয়াছি কোথায় দুনো দাম আদায় করিব, না—সব কলসী ভাঙ্গিয়া আসিয়া উপস্থিত!"

রাগে কলু তখনি সাত ভাইকে ধরিয়া নিয়া চক্ষে ঠুলি দিয়া, ঘানিগাছে জুড়িয়া দিল। আর তার বদলে ঘানির বলদটি বেচিয়া, তেলের টাকা দুনো দাম আদায় করিয়া লইল।

কলুর টাকা, তা কি কখনও মারা যায়?

আছে চক্ষে ঠুলি বাঁধা সাত ভাই কলুর বাড়িতে। ঘানিগাছে ঘোরে, আর তেল ভাঙ্গে। সাত ভাই বলাবলি করে,—"দ্যাখ্ ভাই, তেলের ব্যবসায়ে ছিল সব চাইতে বেশি কষ্ট। তা ভাই, এখন কিন্তু আমাদের বেশ হইয়াছে! এ তো ভারি মজার! —বেশ কানামাছি খেলার মত।—"

সাত ভাই ভারি খুশী!

দুই তিন দিন যায়।

ঘানিঘরে ভারি মশা। মশার পুটুস্ পুটুস্ কামড়। মশার কামড় খাইয়া এক ভাই চটাস্ করিয়া চাপড় মারিতে, সেই চাপড় পড়িল এক ভাইয়ের পিঠে। চক্ষে ঠুলি বাঁধা, কেহ কিছু দেখিতে পায় না। সে বলিল,—"কেন কলু ভাই, মার কেন? আমরা ঘানি তো টানিতেছিই!"

—পুটুস্!— —চটাস্।—

সে চাপড়টা পড়িল গিয়া আর এক ভাইয়ের গালে।

সে বলিল,—"দেখ কলু ভাই, অমন যদি কর, তবে আমরা ঘানি টানি টানিব না!"

আবার মশায় কামড় দিতেই, চটাস্ করিয়া চাপড়টা পড়িল গিয়া বড় ভাইয়ের ঠিক নাকে।

তখন সাত ভাইয়ে ভারি গোলমাল!—"কি!!"—"কি—!!"—"শুধু শুধু অমন করিয়া মারিবে!" সাত ভাই গেল কলুকে ধরিতে। আর—ঘানিটানার ঘুরণ পাক...এক ভাই পড়িল একটার উপরে, আর এক ভাই আর একটার উপরে;—সাত ভাই জড়াজড়ি!—তার উপর কলুকে মনে করিয়া দুম্ দাম্ কিল!!—

ঘানি টানি ভাঙ্গিয়া নিয়া সাত ভাই চিৎপাৎ!

কলু গোলমাল শুনিয়া আসিয়া দেখে,—সর্বনাশ!! ঘানি-টানি সব তো গিয়াছে।—

রাগে কলুর তখন মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ভয়ঙ্কর রাগিয়া কলু সাত ভাইয়ের চক্ষের ঠুলিটুলি সব কাড়িয়া নিয়া, ঘাড় ধরিয়া সবগুলাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল!

সাত ভাই—"ভ্যা! ভ্যা!" করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কি আর করিবে? সাত ভাই, কাঁদিতে কাঁদিতে, গেল।

সাত ভাই পথে পথে ঘুরে। ঘুরিতে, একদিন সেই পথ দিয়া রাজবাড়ির ঘেসেড়া যায়। তাহাদিগকে দেখিয়া ঘেসেড়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে ভাই, তোমরা কোথায় যাও?"

তাহারা কাঁদিয়া বলিল,—"ভাই! আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে!"

ঘেসেড়া বলিল,—"আহা ভাই, তোমাদের তো ভারি দুঃখ! তা তোমরা ভাই যদি কোন কাজ-টাজ করিতে পার, তো দেখি।"

সাত ভাই কাঁদিয়া বলিল,—'ভাই, আমরা আর ব্যবসা-ট্যবসা পারিব না। আর ঘানির কাজ, ভাই, পারিব না। তা ছাড়া আর যা বল তা পারিব।"

ঘেসেড়া দেখিল, বেশ্ তো! রোজ তাহার অনেক ঘাস কাটিতে হয়। এ সাত জনকে পাইলে তাহার খুব সুবিধা। বলিল,—"তা হইলে তো ভাই ভালই হইয়াছে! তা চল।"

সাত ভাইয়ের মাথায় ঘাসের সাত বোঝা তুলিয়া দিয়া, ঘেসেড়া, গান গাইতে গাইতে চলিল।

তখন,

সে—ই মাঠে, সাত ভাই, ঘেসেড়ার সঙ্গে ঘাস কাটে।

ঘেসেড়া তখন পায়ের উপর পা রাখিয়া গাছে ঠেস্ দিয়া বসিয়া মনের সুখে ছোলা-ভাজা খায়, গান গায়, ঘুমায়, আর মাঝে মাঝে হুকুম করে। সাত ভাই ভাবে,..."বাঃ ভাই, এ লোকটা খু—ব ভাল!"

সাত ভাই খুব খুশী হইয়া ঘাস কাটিতে লাগিল।

উপদেশ

[সারকথা]

১। সময়ে না চিনে নিলে দোয়াত কলম বই,
ভবিষ্যতে, নেই পথ আর, মূর্খ হওয়া বৈ।

২। মূর্খ হয়ে রয় যাহারা, বুদ্ধি নাইক মোটে
যত দুষ্ট লোকেরা সব তাদের পিছেই জোটে।

আর

৩। ফাঁকি দিয়ে কাজ করলে শেষে এসে, ঠিক
সবাইকে ঠক্‌তে হয়। বল্‌তে হয়—"ধিক্!"

৪। তবু জেনো মূর্খগুলোর সব কাজেতেই মাটি,
যেখানে যায়, সেখানে পায় সাজা পরিপাটি!

৫। মূর্খ বলে সব কাজেতেই, দুর্দশাটি তার।
'মূর্খের মরণ', এটি সকল কথার সার।

নূতন জামাই

ক, নূতন জামাই।

দিব্য ফুটফুটে চেহারা।

কিন্তু,

বুদ্ধিশুদ্ধিতে,

রসগোল্লা।

মায়ের খুবই আদরের ছেলে কিনা?

থাকেন।।

তা, নূতন জামাই শ্বশুরবাড়ি যাইবেন।

শ্বশুর শাশুড়ী কত আদর করিয়া বার বার খবর পাঠাইতেছেন, না গেলে কি ভাল দেখায়?

তা, শ্বশুরবাড়ি যাইবেন, নূতন জামাই ভারি খুশী!

বিবাহের পর আর কখনও যান নাই; এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাইতেছেন।

মা সকাল সকাল করিয়া কাপড়-চোপড় সব বাহির করিয়া দিলেন। কত কথা বলিয়া দিলেন। জামা-কাপড় পরিয়া ছেলে শ্বশুরবাড়ি চলিল।

মা বলিলেন,—"বাছা শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিস্, তা, খালি হাতে যাইতে নাই, এই টাকাটি নে, ভাল দেখিয়া যা হোক কিছু-মিছু কিনিয়া নিয়া যাস্।

—আর দ্যাখ্, এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিস, যা' যা' বলিয়া দিয়াছি, ভাল করিয়া মনে রাখিস্। ভুলিস টুলিস না!—

—তুই নূতন জামাই,

লোক যেন সেখানে নিন্দা-টিন্দা করে না।

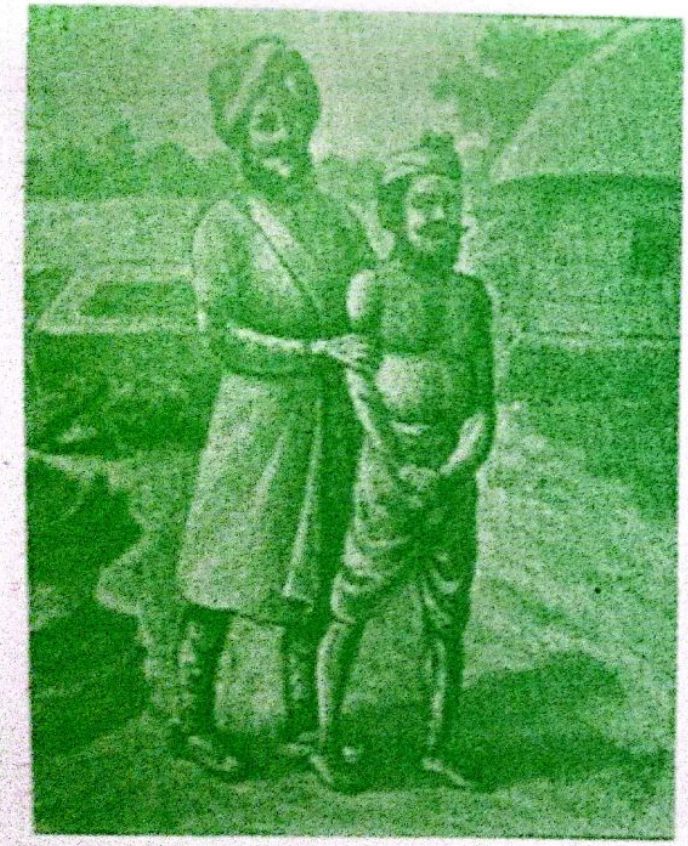

সেইখান হইতে ক্যাঁক্ করিয়া ধরিয়া—

পৃষ্ঠা—২৪

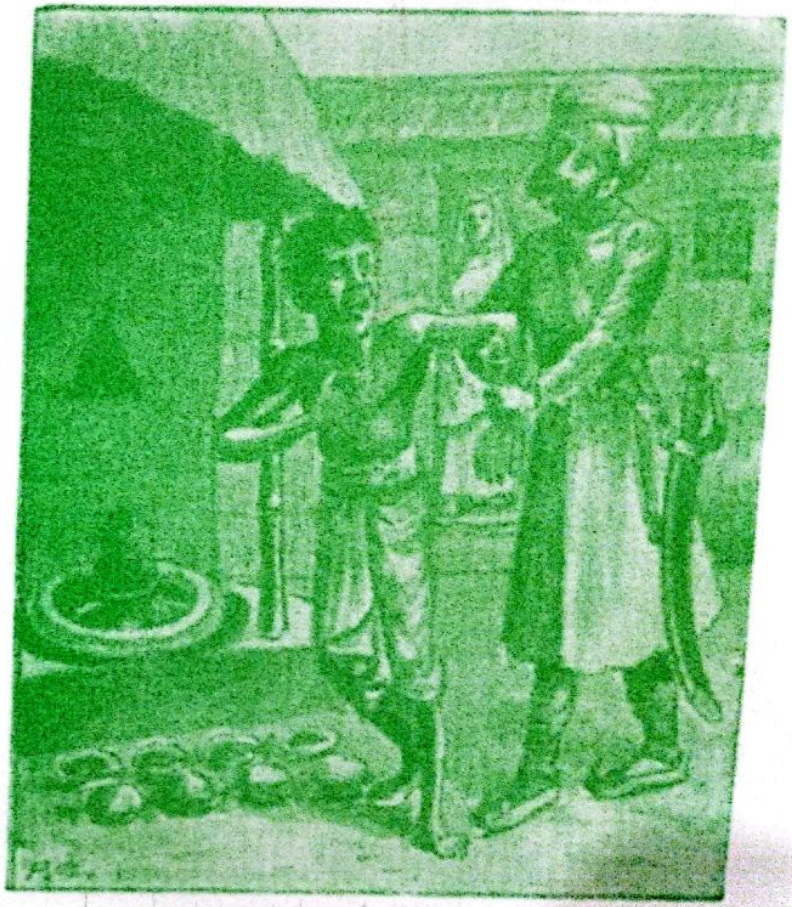

—এ-ক টানে

পৃষ্ঠা—২৫

পৃষ্ঠা—২৫

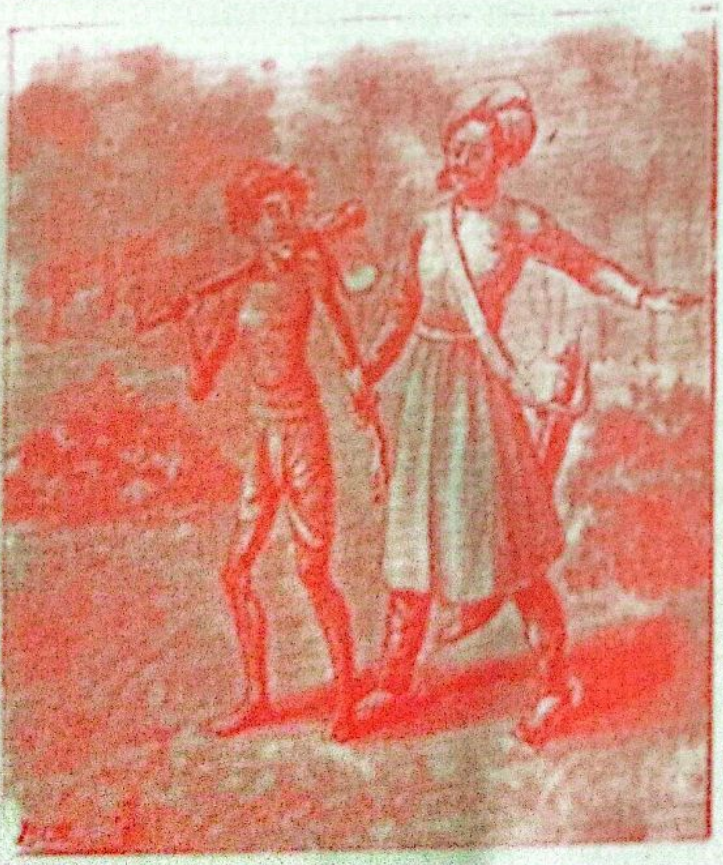

—কাঠুরেকে বাঘের মত গিয়া ধরিয়া আনিল—

পৃষ্ঠা—২৬

—কথা নাই বার্ত্তা নাই
খপ করিয়া—ধরিয়া নিয়া চলিল—

পৃষ্ঠা—২৯

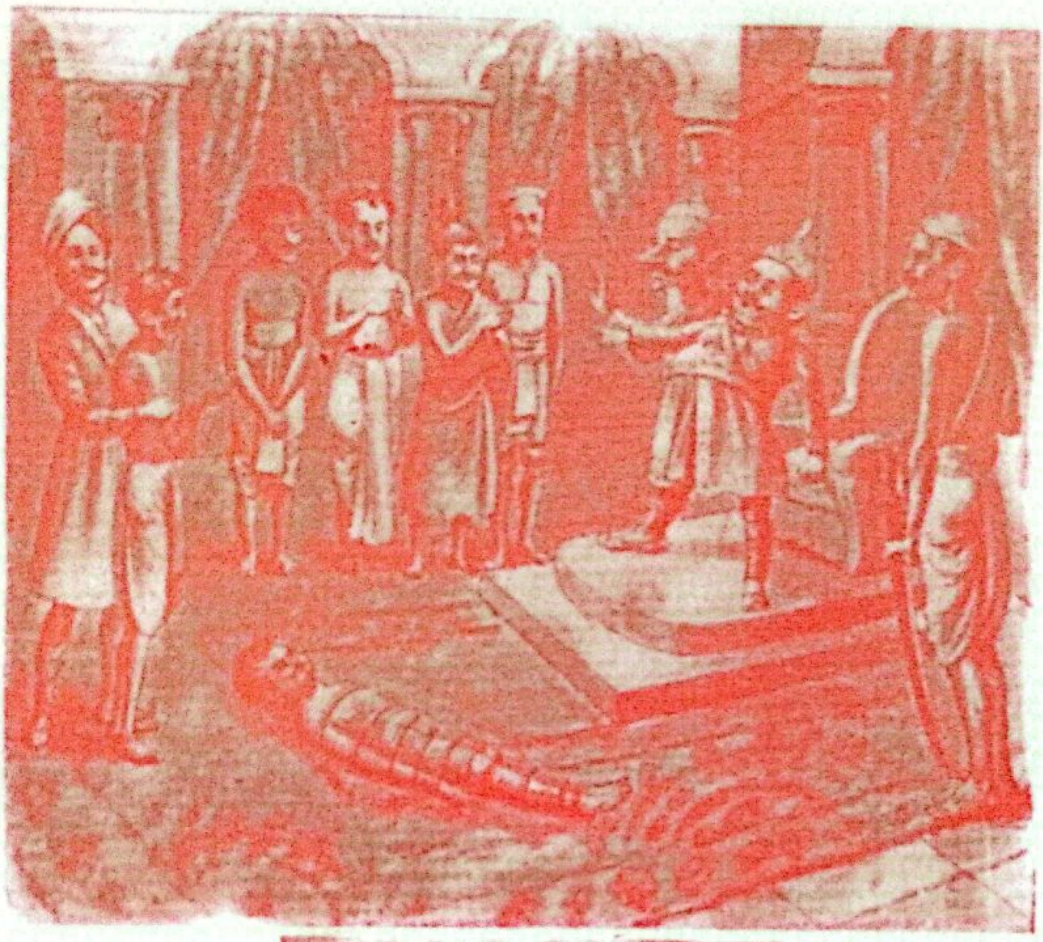

—"দাও বেটাকে শূলে"—

পৃষ্ঠা—২৬

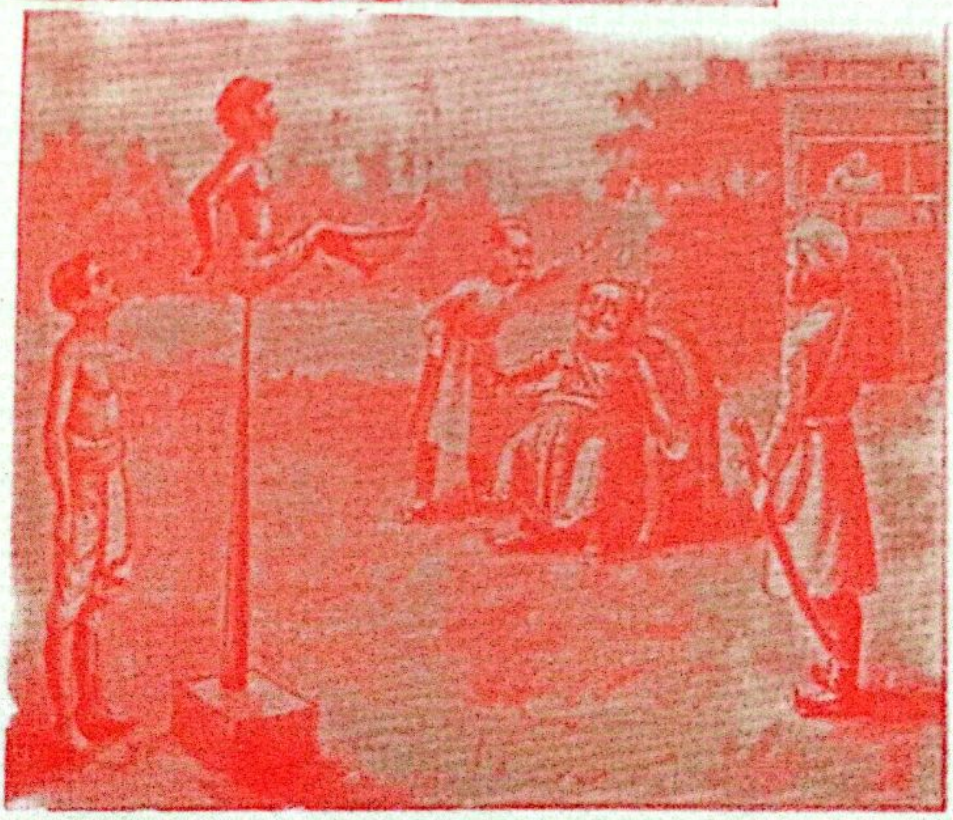

পৃষ্ঠা—২৭

—শূলে বিঁধে না—

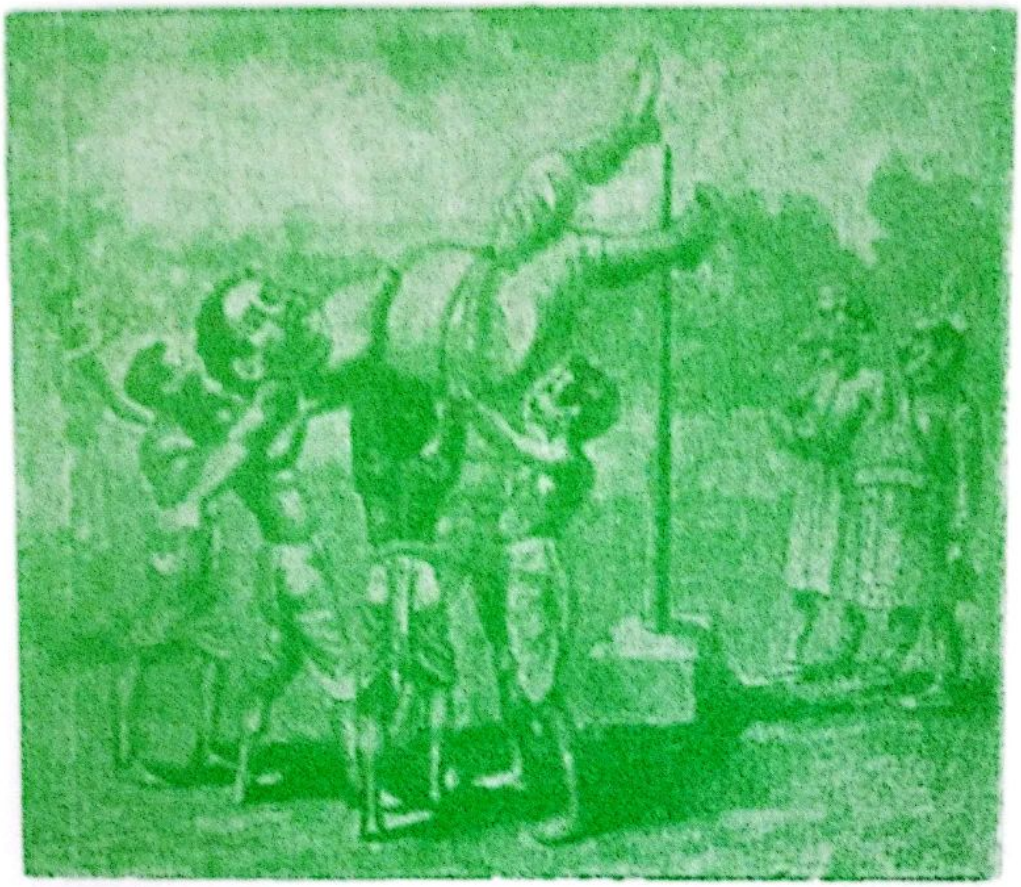

—শূলে তুলিতেছে—
হেঁইও।—হেঁইও।—

পৃষ্ঠা—২৯

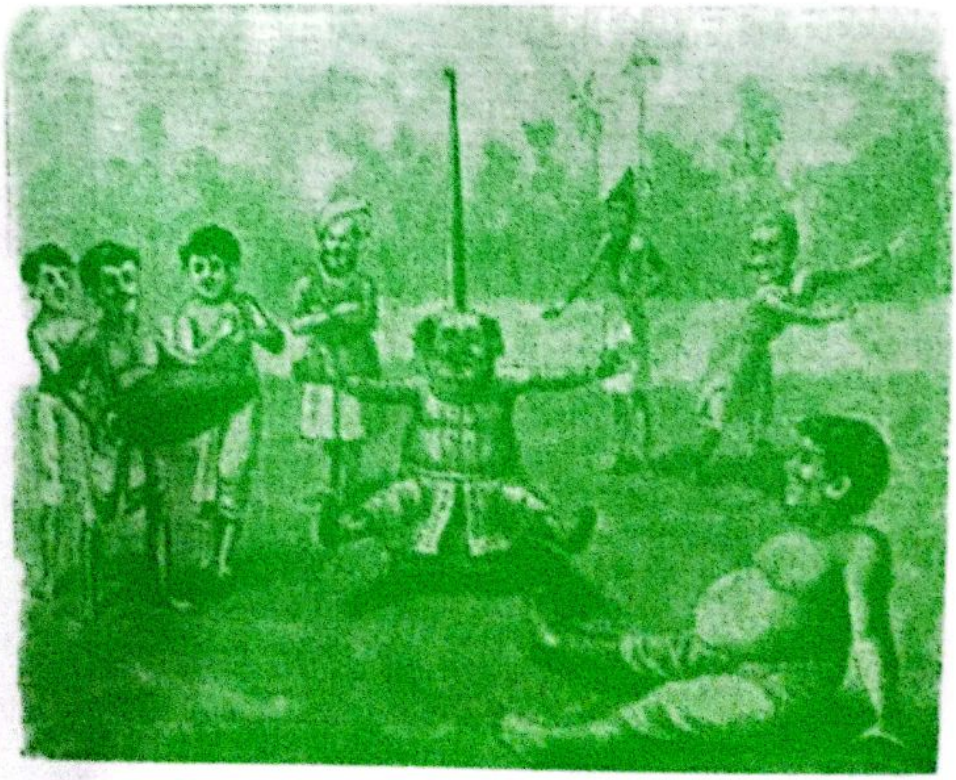

পৃষ্ঠা—৩১

—সশরীরে স্বর্গে গেলেন—

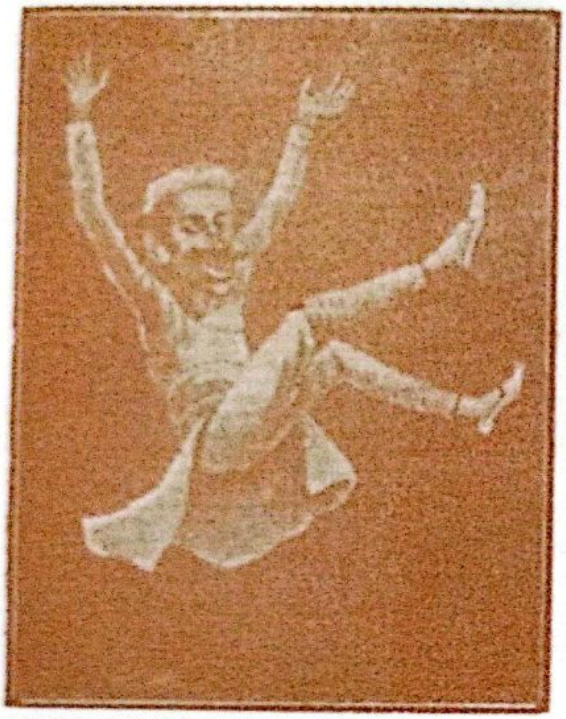

"—হে! হে! হে!"—

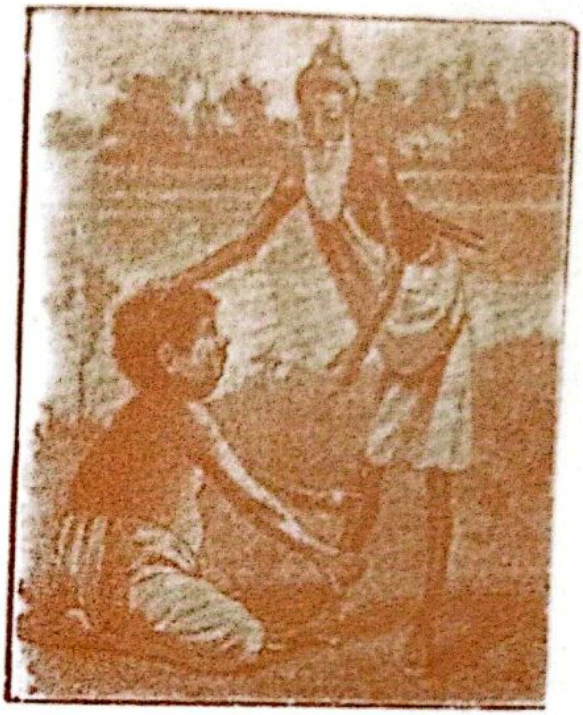

"এখন এ দেশ ছাড়িয়া চলুন।"

পৃষ্ঠা—৩২

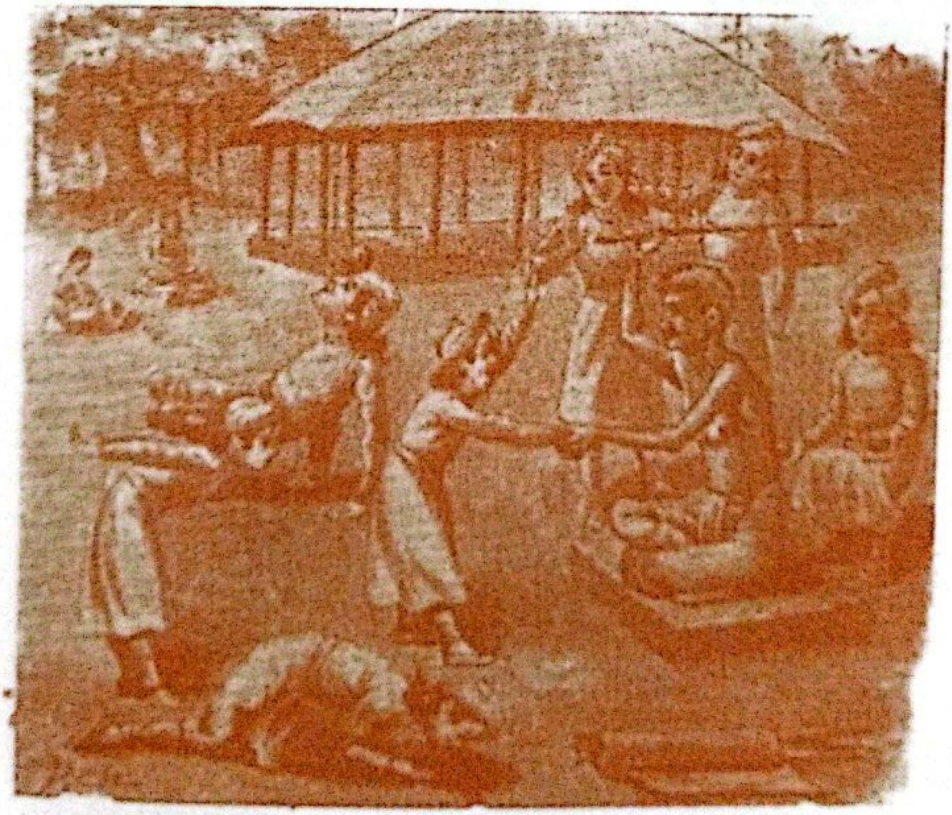

—রোজই সাজা পায়—

পৃষ্ঠা—৩৪

পৃষ্ঠা—৩৫

—চোরেরা জোড় হাত করিয়া থাকে—

—চ্যাঁ !—ভ্যা !—

পৃষ্ঠা—৩৫

পৃষ্ঠা—৩৬

—খুব ভালো ঘোড়ার ডিম—

পৃষ্ঠা—৩৭

—"ওই বাচ্চা গেল"—

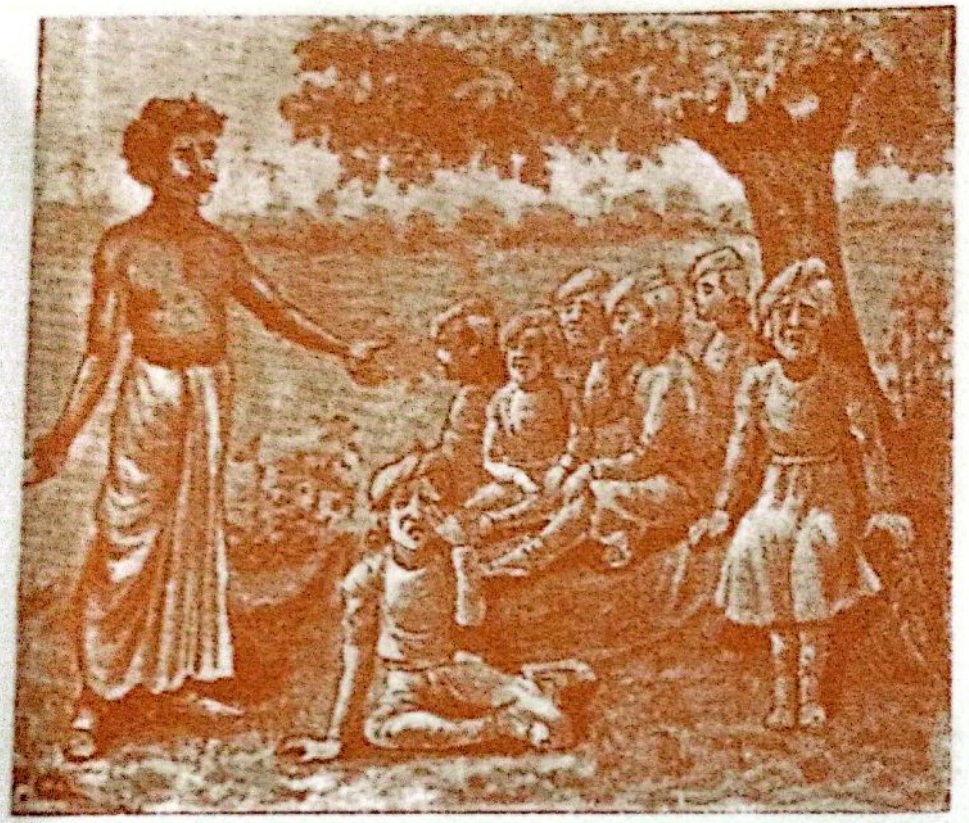

—হারাইয়া গিয়াছি—

পৃষ্ঠা—৩৮

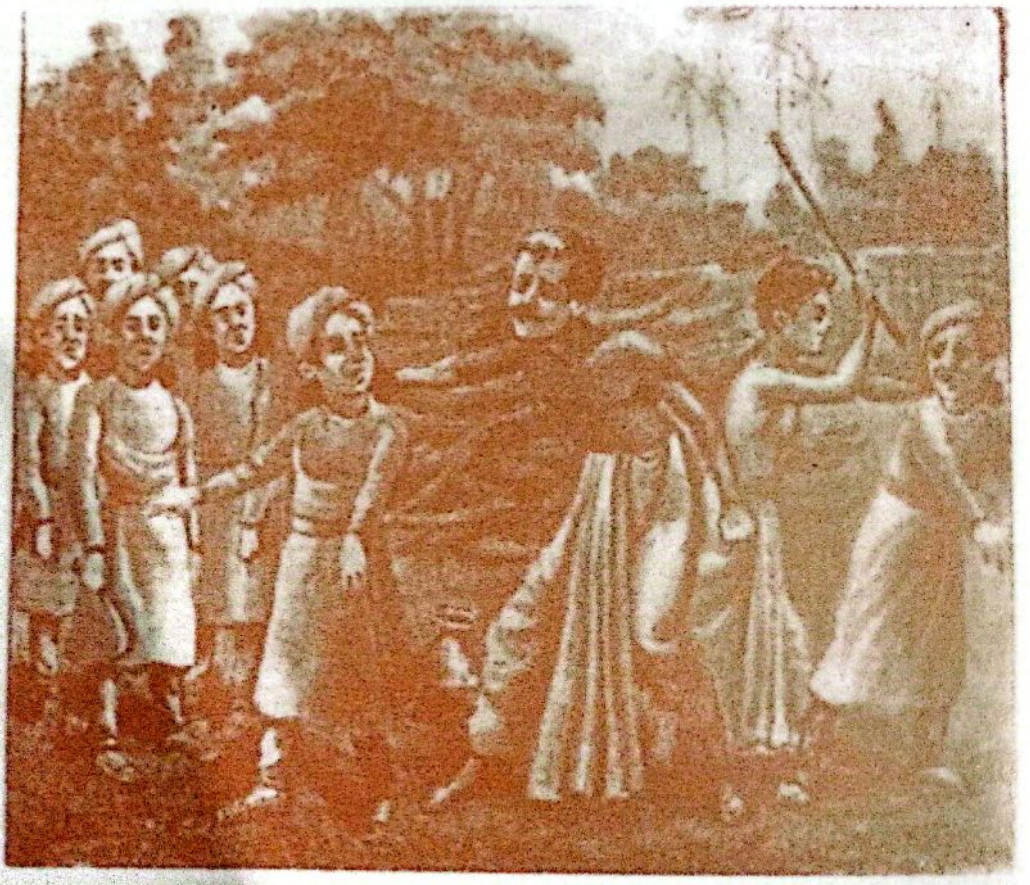

—দু—র করিয়া তাড়াইয়া দিলেন!—

পৃষ্ঠা—৪০

গিয়া—

উঁচু আসন দেখিয়া বসিস্,
বেশ মিষ্টি করিয়া কোকিলের স্বরে
কথা বলিস;
তবে, বেশি কথা যেন বলিস্ না,
হেঁট মুখে বসিয়া থাকিস,
খাইতে বসিয়া কিছু যেন
চাস্ না,
যা দিতে আসিবে, সবেতে
না না করিবি।

—বুঝিলি?"

ছেলে যে বুদ্ধিমান্ মা তো তা জানেন, কাজেই সাতবার করিয়া শিখাইয়া দিলেন।

পাছে বা ভুল-টুল হইয়া যায়! ভয়ে ছেলে, চৌদ্দবার করিয়া মনে মনে মুখস্থ করিতে করিতে চলিল,—

"—মা বলিয়া দিয়াছেন—
কিছুমিছু কিনিয়া নিয়া যাব।
মা বলিয়া দিয়াছেন—
উঁচু আসন দেখিয়া তবে বস্‌ব।
মা বলিয়া দিয়াছেন,—
কোকিলের স্বরে মিষ্টি কথা কইব।
—না না, বেশি কথা-টথা কইব না,
হেঁটমুখে বেশ চুপটি করিয়া বসে থাক্‌ব।
আর,—
খেতে বসে কিচ্ছু চাইব না।
দিতে এলে, না না না না
বলব।"

খুব ভাল করিয়া মুখস্থ করিতে করিতে নূতন জামাই, শ্বশুরবাড়ি চলিলেন।

(২)

যাইতে যাইতে, অনেক পথ গিয়া, এক, খুব বড় বাজার। অনেক দোকান। দেখিয়া নূতন জামাই ভারি খুশী। ভাবিলেন—, "পথেই তো চমৎকার বাজার। বাঃ! তবে আর কি? মা বলিয়া দিয়াছেন কিছুমিছু নিতে, তা এইখানেই কিনিয়া নিলে হয়!" আর ভাবিলেন,—"খুব কিন্তু ভাল দেখিয়া নিতে হইবে।" ভাবিয়াই, খুব খুশী নূতন জামাই, এক দোকানদারের কাছে গিয়া চাহিলেন,—"ভাই আমাকে কিছুমিছু দাও তো। খুব ভাল দেখিয়া কিন্তু দিও।"

দোকানদার, শুনিয়াই অবাক! কিছুমিছু আবার কি! কিছুমিছু কাহাকে বলে সে কখনও নাম শুনে নাই। বড়ই ভাবনায় পড়িয়া গেল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে বলিল,—"মহাশয়, আমার এখানে তো নাই। ঐ যে,—ঐ দোকানটায় দেখুন দেখি—"

সে এক খুব বড় দোকান। জামাই, সেইখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কিছুমিছু আছে?"

সে দোকানদার তো শুনিয়া কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল। সে ঢের জিনিস বেচে। মস্ত দোকান। ভাবিল,—"তাই তো, কিছুমিছু;— খুব দামী টামী জিনিস হইবে বোধ হয়।"

তা তার দোকানে তো আর তাহা নাই। কি করিবে? বলিল,—"মহাশয়, তাই তো, আমার দোকানে তো তাহা নাই।" মনে মনে দোকানদারটির ভারি দুঃখ হইতে লাগিল—"ওঃ! থাকিলে আজ কি লাভটা-ই করিয়া লইতাম!"

বড় দোকানেই নাই, তবে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সমস্ত দোকান খুঁজিয়া, জামাই, কোথাও কিছুমিছু পাইলেন না, কোন দোকানেই কিছুমিছু নাই।

তা কি কখনও থাকে? সত্য সত্যই কিছুমিছু তো আর একটা, জিনিস নয়?

—মা কিনা বলিয়া দিয়াছিলেন,—"যা হোক কিছুমিছু কিনিয়া নিয়া যাস"— ছেলে মনে করিয়াছে, যে, 'কিছুমিছু বুঝি খুব একটা ভাল জিনিস! আর,

দোকানদারেরা তো মনে করিতেছে যে,—"ওঃ! কখনও কেউ আসিয়া চায় নাই,—কিছুমিছু জিনিসটা বোধ হয় খু—বই ভারি দামী রকম জিনিস!—"

কিছুমিছু পাওয়া গেল না! জামাইয়ের মনে, ভারি কষ্ট হইল। জামাইয়ের তখন বাজারটার উপর ভয়ানক রাগ হইয়া গিয়াছে—, "কি, এটা একটা আবার বাজার! সকল দোকান খুঁজিয়া কিছুমিছু পাইলাম না! কি করিয়া এখন শ্বশুরবাড়ি যাইব?"

রাগে, জামাইয়ের ভারি কান্না আসিতে লাগিল।

তা হইবে না? কিছুমিছু পাওয়া গেল না, কেমন করিয়া শ্বশুরবাড়ি যাইবেন? কাঁদ কাঁদ হইয়া, জামাই, যা—ন।

যাইতেই,—পথে, এক ঝাঁকামাথায় দোকানীর সঙ্গে দেখা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, তোমার কাছে কিছুমিছু আছে?"

সে লোকটি ছিল ভারি চালাক। শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল যে, লোকটি তো ভারি বোকা! ভাবিল,—"বাঃ! বেশ তো! ইহাকে তো আচ্ছা-রকম ঠকাইতে পারিব! ভারি মজা!!"—বলিল, —"হাঁ হাঁ, কিছুমিছু আছে বৈ কি? ঢের কিছুমিছু আছে। এই তো কিছুমিছু নিয়াই তো সবে বাজারে আসিতেছি। তা মহাশয়, খুবই ভাল ভাল কিছুমিছু।"

জামাই তো মহা খুশী! কিছুমিছু পাইয়াছেন কিনা? আর তাতে খুবই ভাল কিছুমিছু! আনন্দ আর ধরে না!

ভারি খুশী হইয়া বলিলেন,—"ভাই, ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা। নহিলে কি মুশকিলেই পড়িতাম! সারা দোকান খুঁজিয়া কোথাও কিছুমিছু পাইলাম না।"

দোকানী বলিল,—"হাঁ হাঁ! ঠিক; ঠিক তো! তা, কি করিয়া পাইবেন? কিছুমিছু খুব উৎকৃষ্ট জিনিস কিনা?—খু—বই ভাল। আর কোথাও তো পাওয়া যায় না। এই যা' এক আমিই নিয়া আসি। দেখুন না, কি চমৎকার জিনিস!"

জামাই তো আরও, ভা—রি খুশী।

দোকানী, আস্তে আস্তে ঝাঁকা নামাইল। বলিল—"এই যে দেখিতেছেন আমার ঝাঁকায়,—এই যে, এইগুলি স—ব কিছুমিছু। এ আর কোথাও পাইবেন না। আজকাল কিছুমিছুগুলি যে, মহাশয়, খু—ব টাট্‌কা।"

শুনিয়া, জামাই, আরও খুশী!
দোকানীর, ঝাঁকা-ভরা ছিল সব—

মানকচু!

বোকা জামাই মানকচুগুলিও চিনেন না! দেখিয়া ভাবিলেন,—"বাঃ—"—

খুবই ভাল ভাল কিছুমিছু কিনা? আ—র মনে করিলেন, "—তা'ই তো। জিনিসটা যা' মা বলিয়া দিয়াছেন, কিছুমিছু জিনিসটা তো বড়ই ভাল। এমন চমৎকার প্রকাণ্ড বাজার, এমন বাজারে যখন এক দোকানে বৈ আর কোথাও নাই,—এমন জিনিস শ্বশুরবাড়ি নিয়া গেলে তারা কত খুসীই হইবে। তাই তো! না পাইলে কি বোকাই হইতাম।"

আহ্লাদে আটখানা জামাই, ভারি খুশী হইয়া কিছুমিছুওয়ালাকে বলিলেন, —"ভাই, তা, কিছুমিছু যে দিবে ভাই, খুব ভাল দেখিয়া দিও। আমি শ্বশুরবাড়ি যাইতেছি কিনা?—এই প্রথম। ভাল দেখিয়া না দিলে কিন্তু ভাই ভারি নিন্দা হইবে। তাই বুঝিয়া, ভাই, খু—ব ভাল দেখিয়া দাও।"

দোকানী হাসিয়া বলিল,—"আহা আহা কুটুমবাড়ি নিয়া যাইবেন? বলেন কি! তা কি কখনও, খারাপ দেওয়া যায়! তা এই তো, আচ্ছা,—এইটা,—না না,—এই নিন। এই যে কিছুমিছু, এম—ন জিনিসটি দিলাম, যে, মহাশয়, খাইলে আর ভুলিতে পারিবেন না;—সা-ত দি-ন পর্যন্ত মুখ চুলকাইতে থাকিবে।"

জামাইয়ের তো আনন্দে তখনি মুখ চুলকায় আর কি!—"ও। এম—ন জিনিষ! — —নিয়া গেলে তা কি খুশীই হইবে!!"

দোকানী তখন মনে মনে খুব হাসিয়া, দিব্য করিয়া বাছিয়া টাছিয়া, বেশ করিয়া একটি মানকচু জামাইয়ের ঘাড়ে তুলিয়া দিল। বলিল,—"দেখুন তো কেমন জিনিসটি দিয়াছি।"

জামাই বলিলেন,—"বাঃ? ভাই, ভারীও তো খুব! তা ভাই, শ্বশুরবাড়ি নিয়া যাইব, একটু ভারী সারি না হইলে কি চলে? দোকানী ভাই, তুমি বড়ই ভাল মানুষ; তা ভাই, আমাকে ঠকাও-টকাও নি তো?...

জামাই, টাকাটি দিলেন।

দোকানী কোন রকমে হাসি-টাসি চাপিয়া জিভ টিভ কাটিয়া বলিল, "সে কি, সে কি! বলেন কি! আহা আপনি কুটুমবাড়ি জিনিস নিয়া যাইবেন, তাতে কি ঠকাইতে পারি!—

—বলেন কি!

—এ যা জিনিসটি দিলাম, মহাশয়, একেবারে——ঝাঁকার সব জিনিসের সেরা! এমন জিনিস কি আর হয়?—"

জামাই তো বেজায় খুশী! আনন্দ কে দেখে! খুব আহ্লাদে মনের সুখে জামাই কিছুমিছু ঘাড়ে নিয়া, খুব স্ফূর্তিতে, প্রথম শ্বশুরবাড়ি চলিলেন।

জামাই চলিয়া যাইতেই কিছুমিছুওয়ালা আর হাসি রাখিতে পারে না! সে তাড়াতাড়ি ভাবিল—"দেখি, দেখি, টাকাটা যে দিয়া গেল, টাকাটা ভাল তো?

—মেকি টেকি নয় তো?"

বাজাইয়া দেখে যে, না,—বেশ ঠিক আছে।

"আ—র তখন তাহার হাসি!!"

হাসিতে দেখিয়া আর সব দোকানদারেরা জিজ্ঞাসা করিল,—"ও হে, শোন শোন, ভাই, কথাটা কি?—"

কচুওয়ালা হাসিতে হাসিতে জামাইয়ের কথা সব বলিল।

শুনিয়া দোকানদারেরা বলিল,—

—"ওঃ! তাই নাকি?

—লোকটা বোকা?

—তাই তো!" "অ্যাঁ!

—বটে!—"

তখন, যত দোকানদার, হাসিতে হাসিতে তাহারাও পেট ফাটিয়া মরে আর কি!

(৩)

এদিকে যাইতে যাইতে, কিছুমিছু নিয়া জামাই তো শ্বশুরবাড়ি গিয়াছেন।

খুব ভারী কিনা? এক এক জায়গায় নামাইয়া জিরান, আবার নিয়া হাঁটেন, এই রকম করিয়া গিয়া তো উঠিয়াছেন।

বাহিরবাড়িতে সাড়া শুনিয়া শ্যালা-সম্বন্ধী শ্যালীরা সকলে তখনি ছুটিয়া আসিয়াছেন।

"নূতন জামাই আসিয়াছেন! নূতন জামাই আসিয়াছেন!"

"—অ্যাঁঃ!—ও কি?

নূতন জামাইয়ের ঘাড়ে ওটা কি?"

এতপথ এতবড় মানকচু ঘাড়ে করিয়া নিয়া আসিতে, জামাই কি আর আছেন? তবু জামাইয়ের মুখে হাসি ধরে না। মনে মনে ভাবিতেছেন,—"এইবার এঁরা যে খুশী হইবেন!—" তাড়াতাড়ি শ্যালা-সম্বন্ধীদের সাম্‌নে আসিয়া মানকচু নামাইয়া, বলিলেন—"—এই নিন।"

সকলে অবাক!—"এ কি!"

জামাই বলিলেন,—"এ কিছুমিছু। তা যেমন দাম, তেমনি ভারী। আর তেমনি খুব ভাল জিনিস। টাট্‌কাও খুব। সমস্ত দোকান খুঁজিয়া পাওয়া কি যায়?—শেষে অনেক কষ্টে কিছুমিছু আনিয়াছি। এ খুব ভাল। খাইলে সাতদিন পর্যন্ত মুখ চুলকাইতে থাকিবে। ভুলিতে পারিবেন না। এ ভা—রি উৎকৃষ্ট জিনিস!"

জামাইয়ের কথা শুনিয়া শ্যালা-শ্যালীরা ভাবিলেন,—"বাঃ!—নূতন জামাই বেশ তো চালাক চতুর! বেশ ঠাট্টা-তামাশা করিতে জানেন!"

তখন শ্যালা-শ্যালীদের মধ্যে নূতন জামাইয়ের বুদ্ধির খুব প্রশংসা হইতে লাগিল। আর, খুবই তাঁহার নাম পড়িয়া গেল!

সকলেই, বড়ই খুশী হইলেন।

(৪)

তখন, খু—ব আদর করিয়া, শ্যালা-শ্যালীরা সকলে, "আসুন", "আসুন" করিয়া জামাইকে বসিবার জন্য সদর ঘরে নিয়া গেলেন।

সেখানে ঘরের মধ্যে পরিষ্কার বিছানা পাতা। পরিষ্কার ফরাস।

দেখিয়াই জামাইয়ের মনে হইল,—"ও হো! মা তো বলিয়া দিয়াছেন উঁচু

দেখিয়া বসিতে!" জামাই ভারি ভাবনায় পড়িয়া গেলেন। উঁচু কোথাও দেখেন না। তাই তো! জামাই, খুঁজিতে বাহির হইলেন।

এদিকে ওদিকে খোঁজেন, বাড়ির ধারের মাঠে শটির জঙ্গলের কাছে ছিল এক মস্ত উই-ঢিপি; খুঁজিতে খুঁজিতে সেইটি দেখিয়াই ভাবিলেন,—"বাঃ! মা যা বলিয়া দিয়াছেন, ঠিক তো!

—এই তো উঁচু জায়গা!"

তাড়াতাড়ি গিয়া, তাহার উপরে বসিলেন।

জুতা টুতা খুলিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া, বেশ জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন।

কতক্ষণ যায়। জামাই আর আসেন না। শ্যালা-সম্বন্ধীরা ভাবিলেন, তাই তো, জামাই কোথায় গেলেন? এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে, গিয়া দেখেন, জামাই, উই-ঢিপির উপর বসিয়া আছেন!

বলিলেন,—"এ কি, এখানে কেন? এখানে কেন? বাড়ি আসুন।"

জামাই বলিলেন,—

"কেন এই তো সুন্দর বসিয়াছি।
ঘরে তো আর উঁচু আসন নাই, কোথায় বসিব?"

শ্যালা-সম্বন্ধীরা বলেন,—"তাই তো! জামাইয়ের যোগ্য আসন তো আমরা কিছুই দেই নাই!"

সকলে ভাবিলেন,—"জামাই তো বেশ
বুদ্ধিমান্!"

সকলে মনে মনে খুব খুশী হইলেন; কেন না—জামাইয়ের এম—ন বুদ্ধিশুদ্ধি। আর খুব লজ্জাও পাইলেন; কেন না,—

ভাল আসন দেওয়া হয় নাই!

সকলে অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া "ঘাট হইয়াছে", "মাপ করুন", বলিয়া, তখনি জামাইকে আর এক ঘরে নিয়া গেলেন, সেখানে পালঙ্কের উপর তোশক, গদি, বালিশ, এই সব দিয়া, ভাল করিয়া খুব উঁচু আসন করিয়া দিলেন।

নূতন জামাই, আর কখনও আসেন নাই; আদর যত্নের পাছে কোন ত্রুটি হয়,—বাপ্‌রে! সে কিন্তু ভারি লজ্জার কথা! তা হইলে কি আর নিন্দার সীমা আছে?

তা জামাই সেই ঘরে আছেন। এখন বেশ উঁচু জায়গা হইয়াছে। জামাইয়ের খাওয়া-দাওয়া তখনো হয় নাই ;শ্যালা-শ্যালীরা ব্যস্ত হইয়া দেখিতে গেলেন, পাক সাকের কতদূর কি হইল।

নূতন জামাইয়ের জন্য রান্না,

কত কি আয়োজন হইতেছে।

(৫)

জামাই একা বসিয়া আছেন! কতক্ষণ যায়। অনেকগুলি বালিশ-গদি-তোষকের উপর বসিয়া আছেন কিনা? খুব উঁচু হইলে কি হইবে? ভাল করিয়া বসিতে পারেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। না, কিছুতেই ঠিক হইয়া বসিতে পারেন না। এদিক ওদিক কাৎ হইয়া পড়েন। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"না! আগেকার সেইখানটাই বেশ ভাল ছিল। এখানে তো দেখিতেছি ভাল রকম বসাও যায় না।"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এটা ওটা দেখেন। দেখিতে দেখিতে একটা উঁচু মাচা দেখিতে পাইয়া, মনে করিলেন,—"তাই তো, বাঃ! ওখানটা তো আরও উঁচু, ঐখানে গিয়াই বসি না কেন? শ্যালা-শ্যালীরা আসিয়া দেখিলে, আরও ভাল মনে করিবে।" ভাবিয়া জামাই,—"বাঁচিলাম!"—মনে করিয়া সেই মাচার উপরে গিয়া উঠিয়া, পায়ের উপর পা তুলিয়া, বেশ ভাল রকম ঠিক হইয়া বসিয়া আছেন।

এদিকে পাক সাক সব হইয়া গিয়াছে। শ্যালা-সম্বন্ধীরা জামাইকে ডাকিতে আসিয়াছেন। আসিয়া, জামাইকে খুঁজিয়া পান না,

সকল ভাই ডাকিতে লাগিলেন।

"ঐ যাঃ"—জামাইয়ের তো তখন মনে পড়িয়া গিয়াছে,—"ওঃ—হোঃ! ভুলিয়া তো গিয়াছি!—কোকিলের স্বরে কথা কওয়া তো হয় নাই।—

অ্যাঃ!—"

তাই তো!—কি করিয়াছেন!

তা, কি করিবেন?—ভাবিলেন, "আচ্ছা, এখন হইতে তবে কোকিলের স্বরে কথা বলি।"

বলিলেন—

—"কু—হুঃ!"

"কু—হুঃ" শুনিয়া শ্যালা-সম্বন্ধীরা তো আরও ব্যস্ত হইয়া গেলেন। তাই তো, কি যেন শব্দ শুনেন, অথচ জামাইকে কোথাও খুঁজিয়া পান না। আবার ডাকিতে লাগিলেন।

জামাই মাচার উপর হইতে উত্তর দিতেছেন,—

"—কু—হুঃ!—

কু—উ—উ

—হুঃ!—"

শ্যালা-সম্বন্ধীরা বুঝিতে পারেন না যে, কোথা থেকে অমন কুহু কুহু শব্দ আসে। সকলে খুঁজিতে লাগিলেন।

তখন, সে ভারি মজা!!

এক একজন বুদ্ধিতে একেবারে খুবই সরেস কিনা? ভাবেন,—"তাই তো! ব্যাপার কি?"—ঘরের এদিক ওদিক, এ-কোণ ও-কোণ, পালঙ্কের নীচে, তোশকের মধ্যে, আশে পাশে সব দিকে খুঁজিয়া দেখেন,—কোথাও জামাইকে দেখিতে পান না।

ভারি চিন্তায় পড়িয়া গেলেন।

জামাই দেখিলেন,—"তাই তো, কখন বা খাইতে যাইব; বেজায় ক্ষুধাও পাইয়াছে। তা, আমাকে তো দেখিতেছি ইহারা খুঁজিয়াও পাইল না—"

জামাই, তখন,—

খুব জোরে বলিলেন,—

"কু—হুঃ!!"

"ওরে বাবা!—কি রে!!"—

শ্যালা-সম্বন্ধীরা সকলে চমকিয়া গিয়া সেইদিকে উপরে চাহিয়া দেখেন,—

"ও হোঃ! জামাই তো ঐ যে ঐখানে!"

তাঁহারা ভারি খুশী হইয়া গেলেন। ভাবিলেন,—"বাঃ! জামাই তো—ভারি আমুদে'!"

তখন হাসি হাসি মুখে ভারি খুসী হইয়া, তাঁহারা, জামাইকে বলিলেন,—"আসুন, চলুন, পাক সাক অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে; আমরা কত করিয়া খুঁজিতেছি। আসুন।"

*　　*　　*　　*

জামাই আর তখন কথাবার্তা বলেন না। চুপ করিয়া মাচার উপরে বসিয়া আছেন। তখন মনে পড়িয়া গিয়াছে কিনা, যে, বেশি কথা তো কইবেন না!—আর, হেঁটমুখে বেশ চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিবেন। আর কথাবার্তা বলেন না। হেঁট মুখে চু—পটি করিয়া বসিয়া আছেন।

শ্যালা-সম্বন্ধীরা কত ডাকেন, জামাইয়ের আর সাড়া শব্দ নাই। অনেকক্ষণ ডাকিলেন। কেহ চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিলেন। কেহ কাছে গিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জামাই আর কথা কন না। মাথাও তোলেন না।

শেষে শ্যালা-সম্বন্ধীরা সকলে মনে করিলেন,—"ভাই, হয়তো, রান্না-বান্নার অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, জামাই বোধ হয় সেই জন্য রাগ করিয়াছেন।" তাঁহারা সকল ভাইয়ে গিয়া, কত সাধাসাধি করিয়া, অনে—ক করিয়া জামাইকে নামাইয়া আনিলেন। আনিয়া, তাঁহাকে নিয়া খাবার জায়গায় গেলেন।

জামাই গেলেন।

খাবার জায়গায় গিয়া জামাই তেমনি চু—পটি করিয়া খাইতে বসিলেন। কোনই কথা বলেন না। শুধু, মনে মনে কেবল ভাবিতেছেন,—"মা বলিয়া দিয়াছেন,—'কিছু যেন চা'স্ না',—

—কিছু কিন্তু চাইব-টাইব না!"

(৬)

জামাই খাইতে বসিয়াছেন; শ্যালা-শ্যালীরা সকলে বলিতেছেন,—"এটা খান, ওটা খান, এটা একটু মুখে দিয়া দেখুন, ওটা আর একটু আনিয়া দি?"

জামাই ওদিকে, কিছু খাইতেছেন না। বাটিতে বাটিতে কত কি। কেবল একটু একটু মুখে দিয়া দিয়া দেখিতেছেন। এ দিকে পেটে খুবই ক্ষুধা; কিন্তু কিছুই বেশি খাইতেছেন না। পাছে, ফুরাইয়া যায়। আবার বা চাইতে হয়! কিছু কিনা চাইবেন না? ভয়ে ভয়ে খাইতেছেন।

সকলে মনে করিতেছেন,—"আহা, তাই তো, নূতন জামাই বড়ই তো লাজুক। কিছুই খাইতেছেন না। হইবে না? এমন জামাই কি আর হয়?"

জামাই কিছুই খাইলেন না। স—বই পড়িয়া রহিল। শেষে, শাশুড়ী মিষ্টান্ন নিয়া আসিলেন। জামাই মনে করিলেন,—হাঁ, এইবার তো আমার না না করিতে হইবে!—" শাশুড়ী মিষ্টান্ন নিয়া আসিতেই, জামাই একেবারে দু হাতে—"না না না না না না না না না না" করিয়া উঠিলেন।

জামাই কিছুই খান নাই দেখিয়া, শাশুড়ী তবুও থালে একটু দিলেন।

জামাই তো প্রাণপণে "না না" "না না" "না না"-ই করিতেছেন। শ্যালা-শ্যালীরা বলিলেন,—"না না, খান। কিছুই খাইলেন না; যোগাড়ও তো কিছু করিতে পারি নাই। একটু খান! না খাইলে কি, হয়?"

কি করিবেন, অনেক বলিতে বলিতে, জামাই একটু মুখে দিলেন।

মুখে দিয়াই দেখিলেন—"অ্যাঁ!!—বাঃ!

এ তো ভারি চমৎকার জিনিস!—

—অ্যাঁ—!"—

কিন্তু, আর তো চাইবেন না! জামাইয়ের মুখ বন্ধ! এদিকে চাইবারও ভারি ইচ্ছা। কি করেন? ভাবিতেছেন,—"কি করিলে আর একটু পাই!"— জামাইয়ের মন বড়ই আন্‌চান্ করিতে লাগিল। আর চাইতেও পারেন না! কি করিবেন, কো—ন র—কমে, ভারি মনের দুঃখে থালে যেটুকু ছিল সেইটুকু খাইয়া উঠিলেন।

উঠিয়া গিয়া, জামাই আঁচাইলেন।

আঁচাইলে কি হইবে? জিভে যে মিষ্টান্নের স্বাদ লাগিয়াছে তা তো আর যায় না।

কেবলই ভাবিতেছেন,—"অ্যাঁ, কি জিনিসটাই খাইলাম!"

জামাই আর কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারিতেছেন না।

(৭)

আছেন। তাহার পর তো, রাত্রি হইল। জামাই শুইতে গিয়াছেন। জামাইয়ের আর ঘুম আসে না।.রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। সকলে ঘুমাইয়াছে। জামাই কেবলি ভাবিতেছেন,—"কি জিনিসটাই খাইলাম! আহা, কি চমৎকার লাগিল!

—আর একটু যদি দিত!

— তাই তো, জিনিসটা কি?—"

ভাবিতে ভাবিতে জামাইয়ের হঠাৎ মনে হইল,—"ও হো! কিছুমিছু দিয়া রাঁধে নাই তো?—অ্যাঁ—অ্যাঁ— —তাই তো!—"

আর কোথায় যায়! জামাই তখনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন,—"ঠিক! এ ঠিক কিছুমিছু! আঃ! কি করিয়াছি!"...

ভাবিলেন,—"তা, যখন রাঁধিয়াছেন, তখন, রান্নাঘরে কি আর কিছু নাই? এমন জিনিস, কিছু কি আর রাখে নাই?"—জামাই আর থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া আস্তে, আস্তে, আস্তে রান্নাঘরে দেখিতে গেলেন।

রান্নাঘরে গিয়া, এ হাঁড়ি খোঁজেন ও হাঁড়ি খোঁজেন। কোন হাঁড়িতেই পান না। শেষে একটা হাঁড়িতে মিষ্টান্নের গন্ধ। গন্ধ পাইয়া, ভারি আহ্লাদে, আর লোভে, জামাই, সেই হাঁড়ির মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া দিলেন!—ওঃ! সে কি আনন্দ! চোখ বুঁজিয়া তখন ভাবেন,—"এইবার তো পাইয়াছি!"

কিন্তু, দেখেন, কিছুই নাই। হাঁড়িতে একটুও মিষ্টান্ন ছিল না! ভারি রাগ করিয়া, জামাই, মাথা বাহির করিতে যান। আর মাথা বাহির হয় না।

কত চেষ্টা, হাঁড়ি ধরিয়া কত টানাটানি। কিছুতেই আর হাঁড়ি খোলে না!

কি মুশকিল! হাঁড়ি-ঢাকা মুখে অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পান না! এদিকে যাইতে যাইতে রান্নাঘরে এটা পায়ে ঠক্ করিয়া ঠেকে। ওদিকে যাইতে ওটাতে মাথার হাঁড়ি লাগিয়া খট্ করিয়া শব্দ হয়। এদিকে যান্—ঠক্, ওদিকে যান,—ঠন্!—ভারি বিপদ! পিছন দিক যাইতে...ঝন্ ঝন্ ঝনা—ৎ করিয়া বাসনপত্র সব পড়িয়া গেল!!—

"—ও কি রে! কে রে রান্নাঘরে! ও কিসের শব্দ!—বুঝি চোর!

—চোর!"—সম্বন্ধীরা সব জাগিয়া পড়িলেন; লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া সকলে দৌড়িয়া আসিলেন—"চোর! চোর! রান্নাঘরে চোর!—"

গোল পড়িয়া গেল!

জামাই আর দিশা না পাইয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে যাইবেন; হাঁড়ি-ঢাকা মুখে ছুটিয়া যাইতে উঠানে ঘুরিয়া পড়িয়া আছাড় খাইয়া-'ভ্যা!—অ্যা—অ্যা"—করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সম্বন্ধীরা তখন—"চোর পলাইল! চোর পলাইল!" শব্দ করিয়া ভয়ানক রকম জোরে সকলে লাঠি হাঁকিলেন!

—দুম—

খট,—

খটাং!!—

একটা পিঠে একটা হাঁড়ির উপর! জামাইয়ের মুখের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়া কাণাটা গলায় আটকাইয়া রহিল!

জামাই তো,—"ভ্যা!—অ্যা—অ্যা।—"

হুড়্মুড়্ করিয়া চোর ধরিতে গিয়া, সম্বন্ধীরা,—

"—অ্যাঁ—"

চিনিলেন, এ তো চোর নয়! এ তো—জামাই!!—

আ—র তখন!!!—

লাটি ফাটি ফেলিয়া, শ্যালা-সম্বন্ধীরা—

—"হায় হায় কি করিয়াছি!"—ভাবিয়া কে কোন্ দিকে পলাইবেন পথ পান না।—

দে ছুট!—

জামাই, "ভ্যা—" করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, পিছন পথ দিয়া, কোনও রকমে বাড়ির দিকে চলিলেন।

(৮)

যাইতে যাইতে, ভোর হইয়া গেল। অল্প অল্প রোদ কেবল উঠিয়াছে। মা পুকুরঘাটে জল নিতে আসিয়াছেন। মাকে দেখিতে পাইয়া জামাই "ভ্যা—অ্যা—অ্যা!"—করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মা, ফিরিয়া—দেখেন,—

একি!—"ষা'ঠ্ ষা'ঠ্ ষা'ঠ্; —একি! কি হইয়াছে বল্!"

হাঁড়ির কানাটা গলায় তখনো তেমনি রহিয়াছে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া জামাই সব কথা বলিলেন।

শুনিয়া মা তো হাসিও রাখিতে পারেন না, ছেলের দুঃখে দুঃখও সাম্‌লাইতে পারেন না। বলিলেন,—"সর্বনাশ!—কি করিয়াছিস্—কাঁদিস না; ষা'ঠ্, ষা'ঠ্ ষা'ঠ্; চুপ কর্ চুপ কর্। বলিয়া দিলাম কি, আর করিয়া বা আসিলি কি! যাক্; চু—প্! চু—প্! চুপি চুপি বাড়ি চল্; এ কথা যেন আর কাউকে বলিস্ না!—"

ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে মার সঙ্গে বাড়ি চলিল।

উপদেশ

[সার কথা]

১। ভাল করে বুঝতে হয় উপদেশের বাণী।
তা না করেই জামা'য়ের শাস্তি এতখানি!

২। মুখস্থ করলেই হয়? কিছু বুঝা চাই।
তা না হলে বিপদ হতে পারে সর্বদাই!

৩। জিভের লোভ, সবখানেই, সাম্‌লাতে হয় আগে।
তা না হলে দেখলে তো স্বাদ কেমন মজা লাগে?

৪। বুদ্ধি যা হোক খরচ করে ভেবে করো কাজ,
তা না হলে, দেখলে কেমন, পেতে হল লাজ?

৫। বুদ্ধি একটু চাই-ই। তা যেমন হোক না; সে!
নয় কি?—
না হলে, তার সকল কাজে হাজার লোক হাসে!!

আ'ক

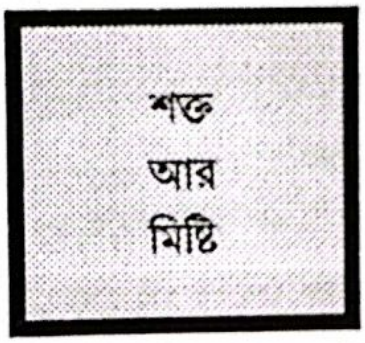

"অ্যাঁ"

আ'ক্

কত মাণিক ছড়িয়ে দে' যার হাসির সাথে সাথে,
হেসে হেসে বেঁটে দে' যায় সবার সাতে পাতে।

*　　*　　*　　*

বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান জোয়ান ছিল দুই,
মালশাটে এক এক জোয়ান কাঁপিয়ে দিত ভুঁই।
ভাব্‌তো দু'য়ে "আমার মত জোয়ান কি আর আছে।"
হো। হো।
কত হাজার জোয়ান তেমন গিলে ফেল্লে মাছে।
'সোনার কাকন সোনার কাকন' সবাই নাকি কয়,
সোনার কাকন পেলেই কি আর লোকে বড় হয়?
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, তারা সোনার কাকন পেল,
হোঃ। হোঃ।
—কর্মদোষে,—
যেমন ছিল আগে তারা, শেষেও তাই র'ল।।
ভূতের ধনের ঘড়া, কে যে, কেমন করে পেলেন,
কার কাছে সে ঘড়া রেখে কবে তীর্থে গেলেন?
ঘড়ার লোভে বেগে শেষে কর্‌ল কি সে কাজ,
পড়ল নেমে—ভূতের কিল, কিল নয় তো, বাজ।
ওহো। এ সব লুকিয়ে ছিল সাঁঝে,
ওই আক্-এর ক্ষেতের মাঝে।।

—"কা'র কলসীতে তেল বেশী"— পৃষ্ঠা—৪১

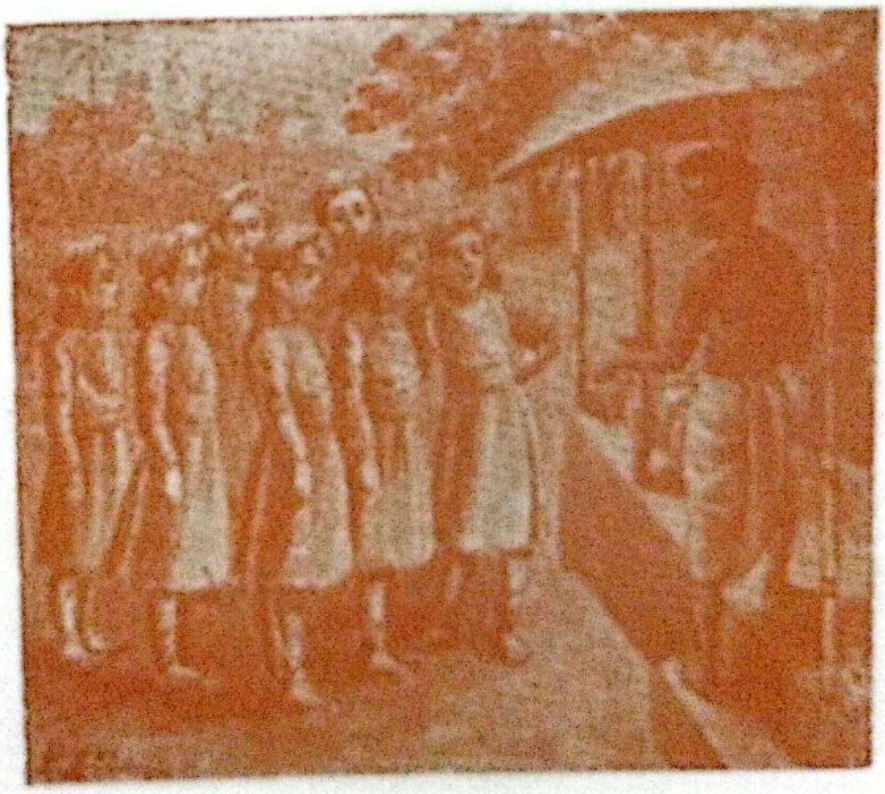

পৃষ্ঠা—৪২

"—অমন আগে পাছে হইল কেন?"—

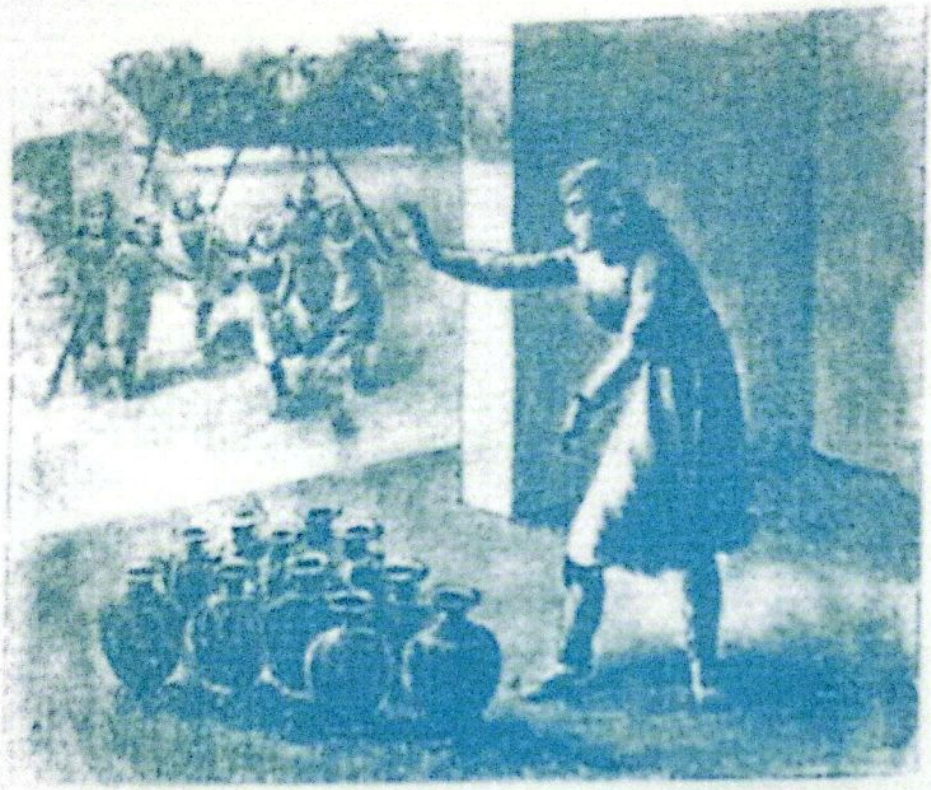

—"এই যে, এই যে চোর, ধরিয়াছি। পৃষ্ঠা—৪৩

—"দেখি পাজি ইঁদুর কোথা দিয়ে যায়!"— পৃষ্ঠা—৪৪

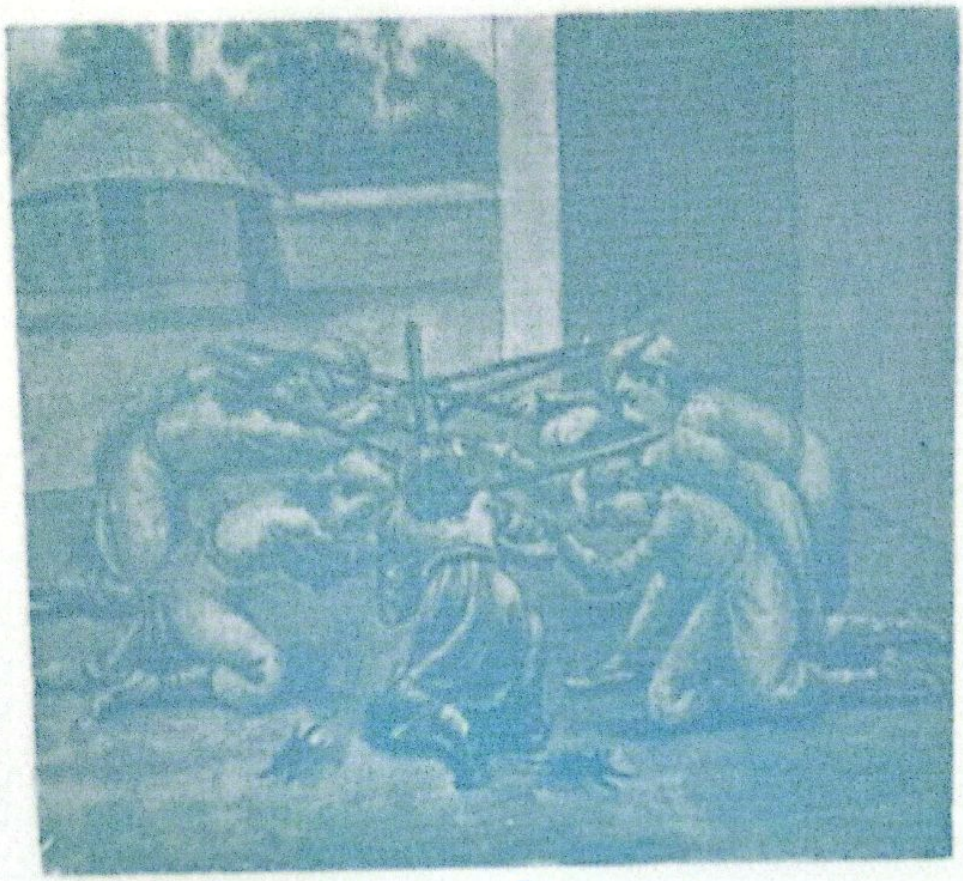

—"পাজি ইঁদুর যাবি কোথায়!"—

পৃষ্ঠা—৪৪

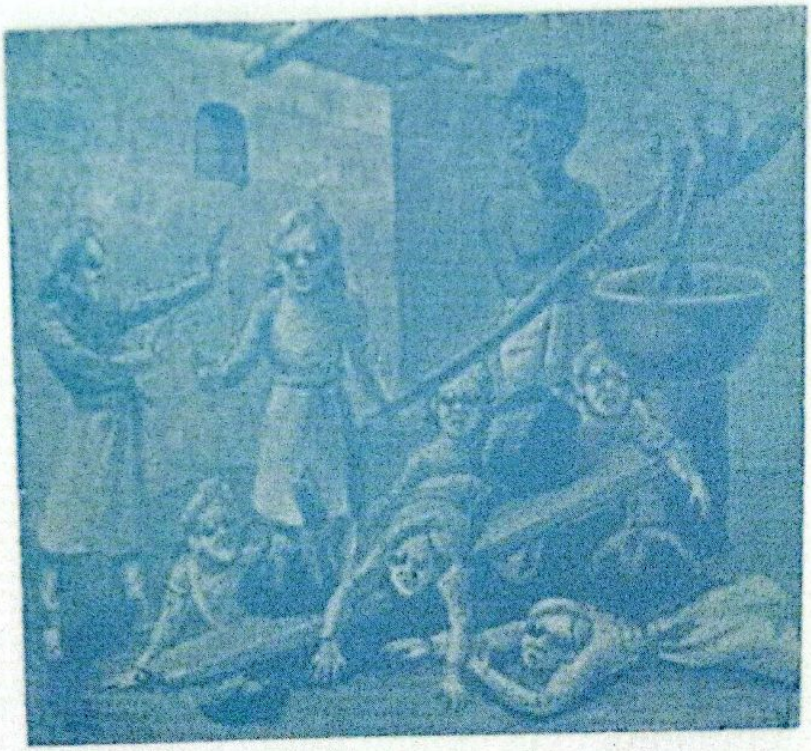

—সব তো গিয়েছে!

পৃষ্ঠা—৪৫

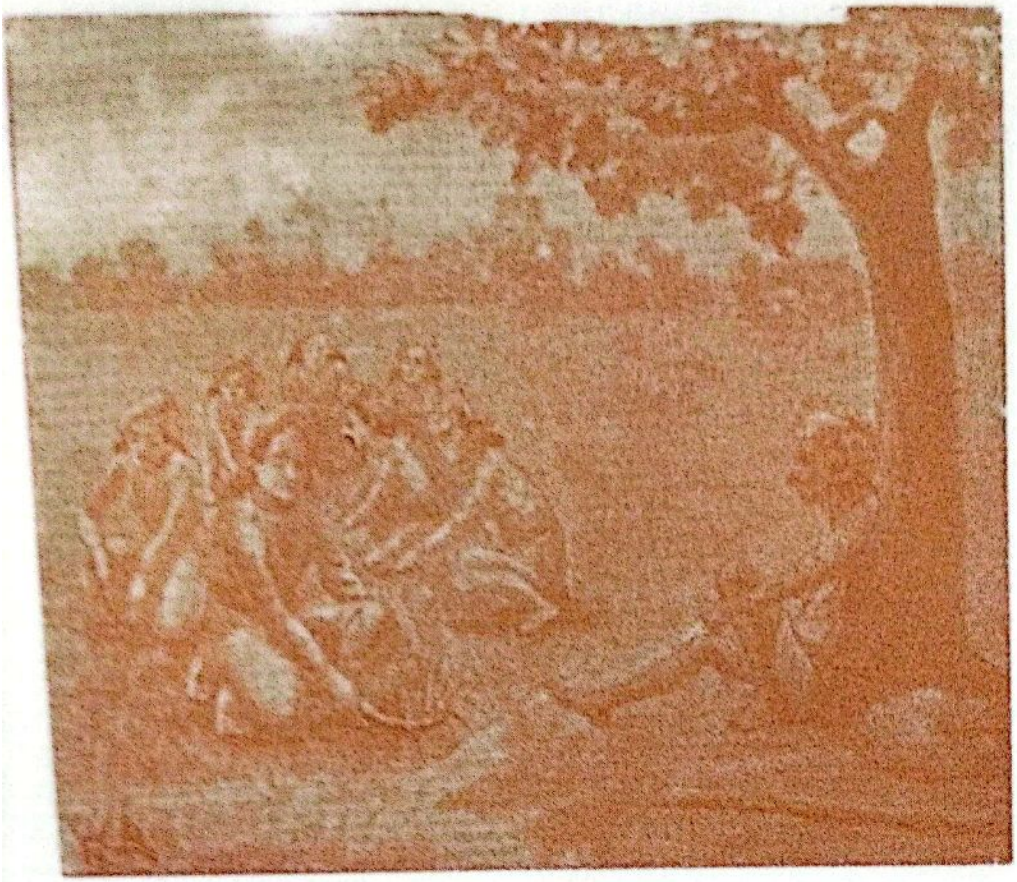

পৃষ্ঠা—৪৬

—খুশী হইয়া ঘাস কাটিতে লাগিল—

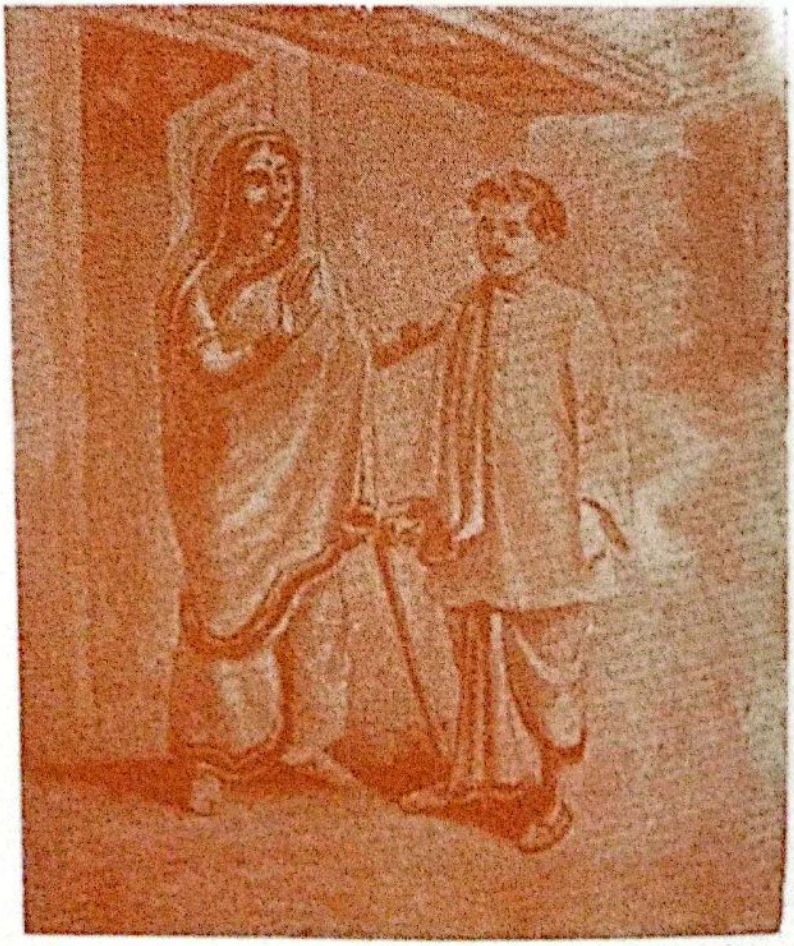

পৃষ্ঠা—৪৮

—এই প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাইতেছেন—

—"ঝাঁকার সব জিনিষের সেরা" পৃষ্ঠা—৫৩

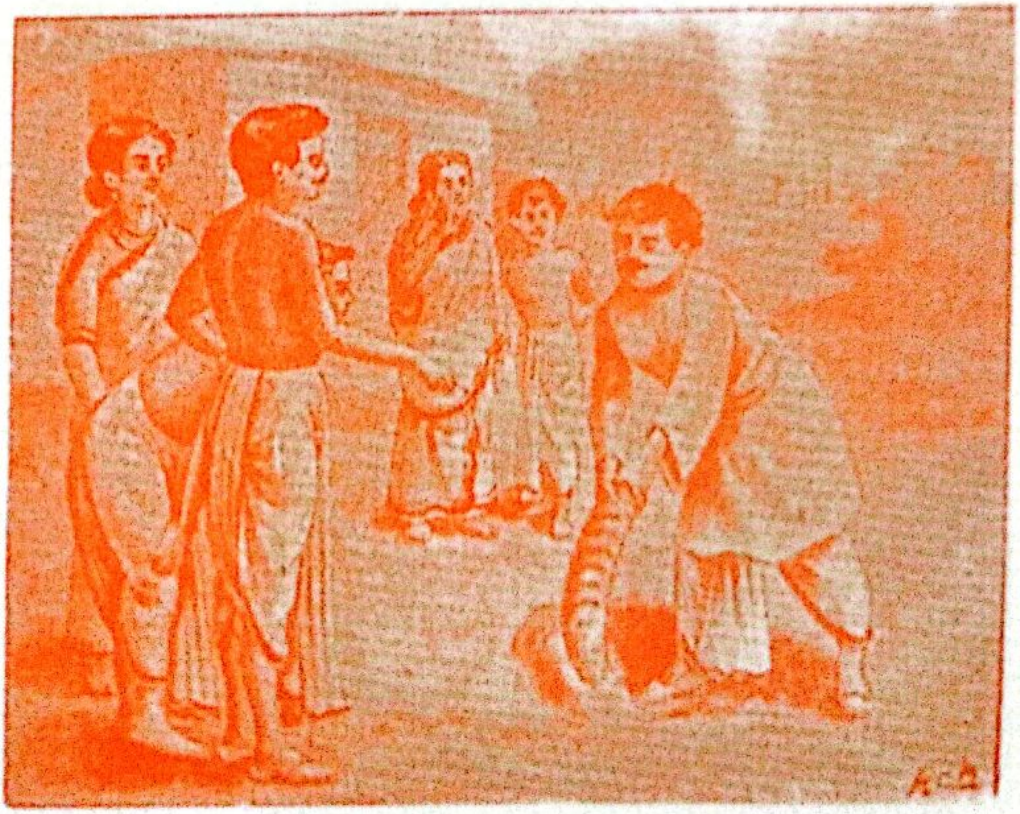

—"এই নিন্"— পৃষ্ঠা—৫৪

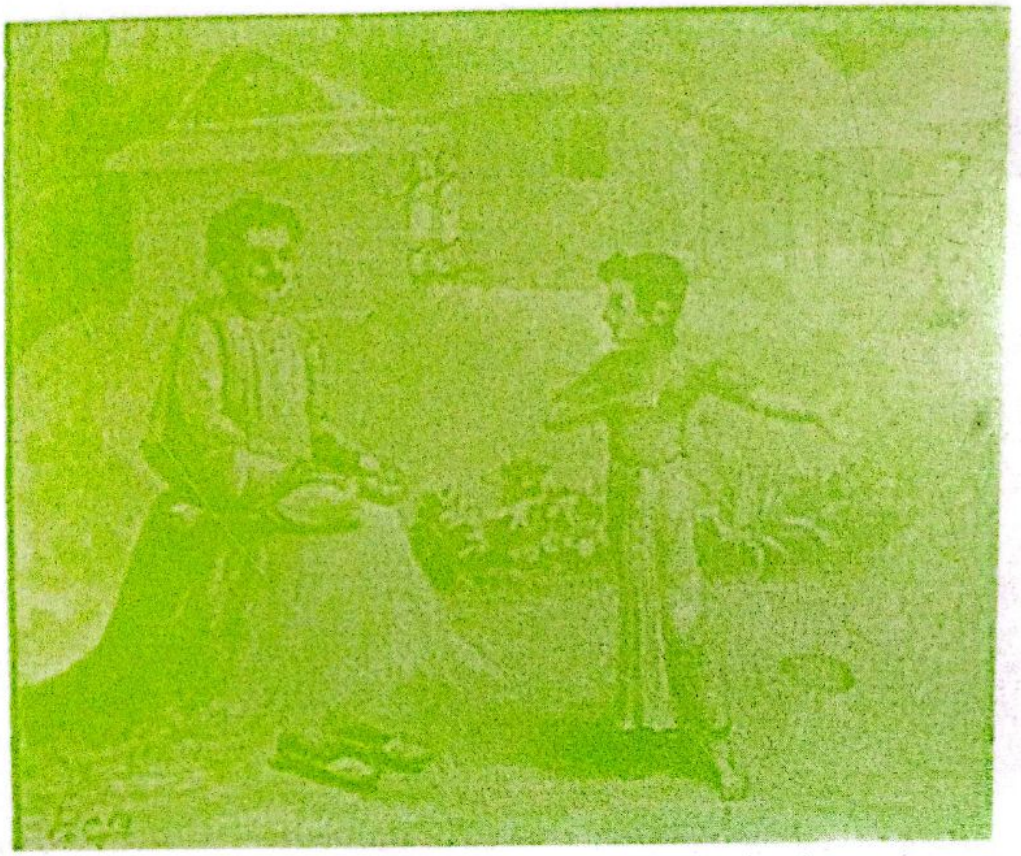

—বসিয়া আছেন!— পৃষ্ঠা—৫৫

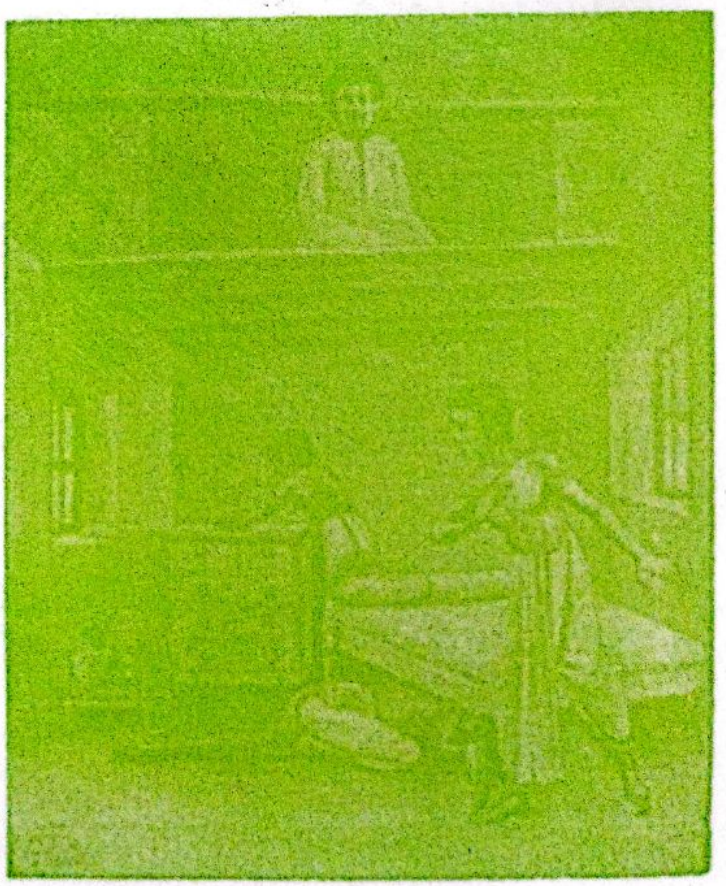

—"কু—উ—উ—হুঃ!"— পৃষ্ঠা—৫৭

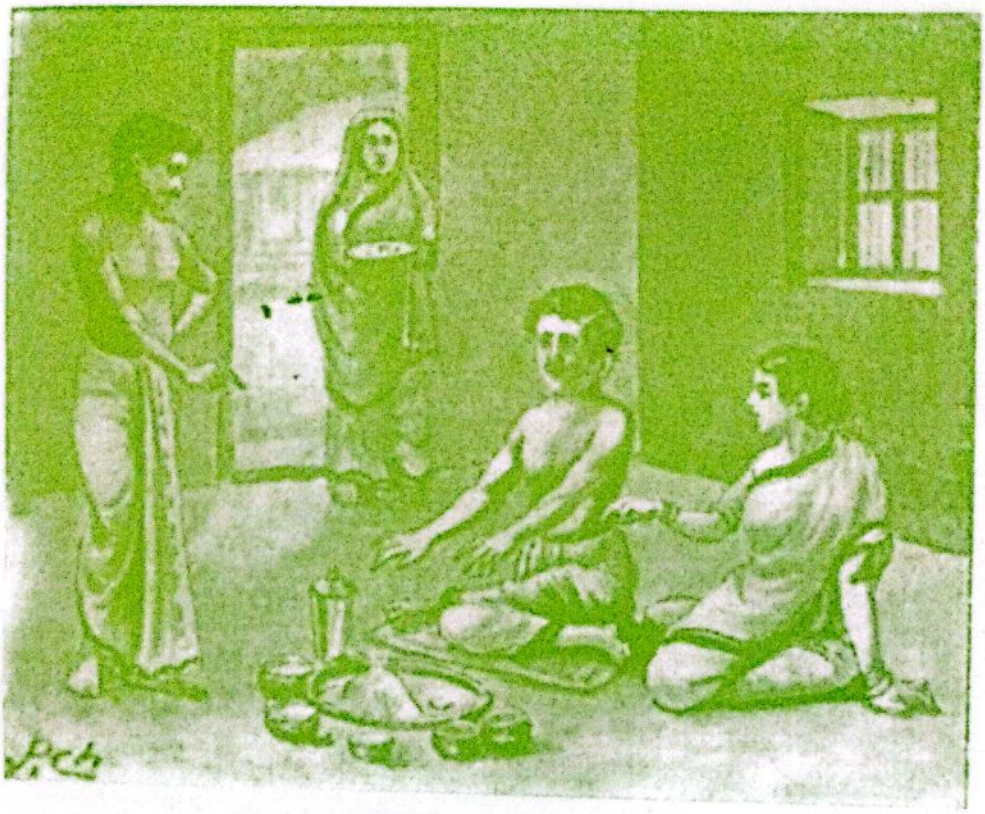

—"না না না না না না না না না না"— পৃষ্ঠা—৫৯

—এ তো—জামাই!! পৃষ্ঠা—৬১

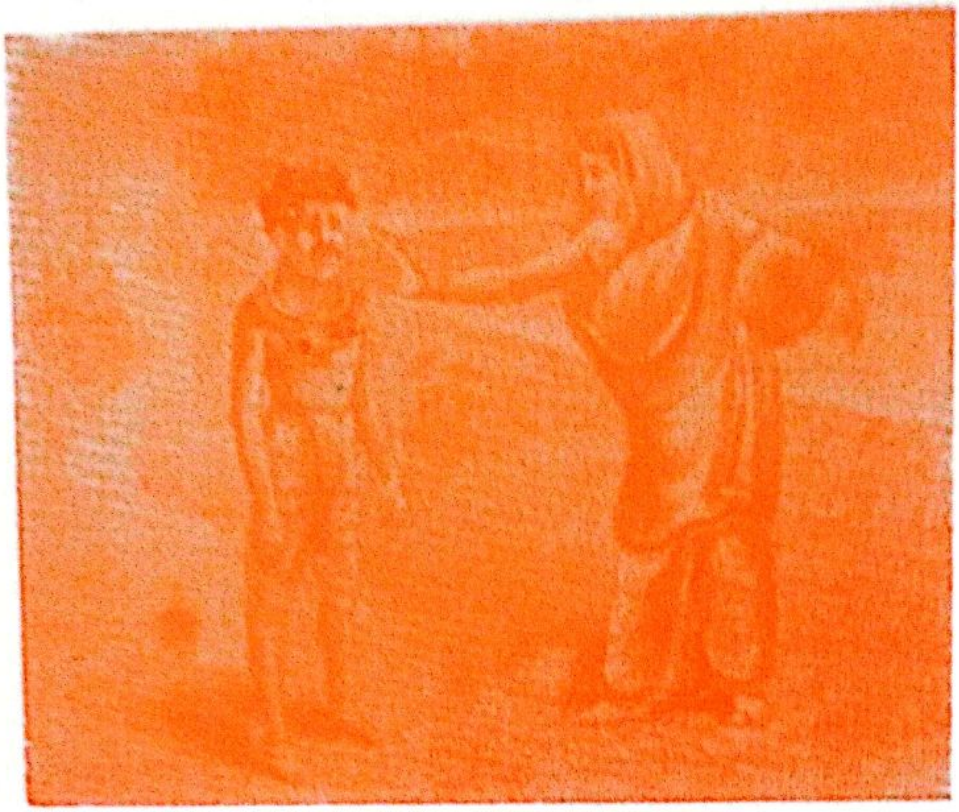

"—ভ্যা—অ্যা—অ্যা—।"
—"চু—প্! চুপ্!"—

পৃষ্ঠা—৬২

—বাইশ-জোয়ান—

তেইশ-জোয়ান—

পৃষ্ঠা—৬৫

বাইশ-জোয়ান আর তেইশ-জোয়ান

এক ছিল বাইশ-জোয়ান, আর এক ছিল তেইশ-জোয়ান।

বাইশ-জোয়ান খায় বাইশ মন চা'লের ভাত। তেইশ-জোয়ান খায় তেইশ মন চা'লের ভাত।

বাইশ-জোয়ানের গায়ে বাইশ জন জোয়ানের জোর। তেইশ-জোয়ানের গায়ে তেইশ জন জোয়ানের বল। দুই জোয়ান দুই দেশে থাকে।

বাইশ-জোয়ান রাজবাড়ির দুই পাগলা হাতী দুই পাশে নিয়া চলে; আর, দুই গোঁফে ই—য়া—চাড়া দেয়। তেইশ-জোয়ান দেশের যত বাঘ মোষ এক ঘাটে নিয়া জল খাওয়ায়; আর, নাক ডাকাইয়া ঘুম যায়।

বাইশ-জোয়ান ভাবে,—"আমার মত জোয়ান নাই।"

তেইশ-জোয়ান জানে,—"আমার মত জোয়ান নাই।"

(২)

একদিন বাইশ-জোয়ান শুনিতে পাইল,—তেইশ-জোয়ান বলিয়া কোন্ দেশে কোথায় নাকি এক জোয়ান আছে।

শুনিয়া সে বলিল,—"বটে! আমার উপর এক-জোয়ান বেশি!—হেন নাম করিয়া বেড়ায়, এমন লোকটা কে হে ?—দেখিতে হয়!"

তখনি গোঁফে দু—ই চাড়া দিয়া বুকে তাল ঠুকিয়া—কিসের খাওয়া দাওয়া—মনখানেক চা'ল, অর্ধেকটাক পুকুরের জল গালে ফেলিয়া দিয়া, মালসাটে মাটি কাঁপাইয়া বাইশ-জোয়ান, তেইশ-জোয়ানের মাথাটা নিতে চলিল।

যাইতেই, শহরের পাশে এক দোকানে চৌদ্দমনী প্রকাণ্ড এক বস্তা ছাতু ছিল, বাইশ-জোয়ান ছাতুর সেই বস্তাটা টান দিয়া তুলিয়া নিয়া, পিঠে ফেলিয়া চলিল।

রাস্তায় কোথাও জল টল খাইতে হইলে, আবার কোথায় কি খুঁজিবে? এখন শুধু একটু চা'ল জল মুখে দিয়া চলিল বৈ তো নয়?

যায়। ভয়ানক রৌদ্র। পাহাড় পর্বত মাঠ পার হইয়া চলিতে চলিতে অনেক দূরে, একখানে গিয়া শুনিল, অমুক গ্রামে তেইশ-জোয়ানের বাড়ি। সাত হাজার সাতটা মোষ তাড়াইয়া নিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া, সাতদিন হইতে তেইশ-জোয়ান আপন ঘরে ঘুমায়।

শুনিয়া, বাইশ-জোয়ান বলিল,—"তা বেশ্।—আচ্ছা;আজকের দিনটা ঘুমাইয়া নিক্। জন্মশোধ আরামটা আজ করিয়া নিক্ না!" বলিয়াই ভাবিল,—"হাঁ। ততক্ষণে আমি জলযোগটা সারিয়া লই। রৌদ্রে একটুকু ঘুরিয়াছি, যাহোক একটু আরাম করা যাক।"

দূরে প্রকাণ্ড এক পুকুর দেখা যাইতেছিল। বাইশ-জোয়ান, সেই দিকে চলিল।

সেখানে আর কিছুই ছিল না। কিসে করিয়া ছাতু মাখা যায়? এক ঝাঁকিতে বাইশ-জোয়ান, ছাতুর বস্তার সবটা ছাতু পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর, এক চুমুকে পুকুরের সবটা জল খাইয়া লইল!

যা হোক কোনরূপ জলযোগ হইল। একটুকু বিশ্রামও চাই। পুকুর-পাড়ে দিব্য ঘাস। ঘাসের উপরে প্রকাণ্ড শরীরটা সটান করিয়া দিয়া, কুঁদো কাঠের মত হাতটা মাথার নিচে ফেলিয়া, আরামে শুইয়া গোঁফে তা দিতে দিতে বাইশ-জোয়ান ঘুমাইয়া পড়িল।

এক বুনো হাতী রোজ সেই পুকুরে জল খাইতে আসিত। আজ জল খাইতে আসিয়া দেখে, পুকুরে একটুকুও জল নাই! হাতীর ভয়ানক রাগ হইয়া গেল! ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে, বাইশ-জোয়ানের, পাহাড়ের মত উঁচু ভুঁড়িটা দেখিতে পাইল। হাতী গিয়া তাহার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া রাগে গর্জিতে লাগিল।

হাতীর পায়ের চাপে বাইশ-জোয়ানের পেটের সমস্ত জল বাহির হইয়া গেল। যাইতেই, বাইশ জোয়ান জাগিয়া দেখে—এ কি, একটা হাতী পেটের উপর দাঁড়াইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে। ভারি বিরক্ত হইয়া গিয়া বাইশ-জোয়ান, এ—ক চাপড়ে হাতীটাকে কাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

চাপড় খাইয়া হাতীটা মশার মত মরিয়া পড়িয়া রহিল।
আর উঠিল না।

(৬)

যখন, বাইশ-জোয়ানের ঘুম ভাঙিয়াছে, তখন ভোর।

বাইশ-জোয়ান, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, প্রকাণ্ড একটা আমগাছের ডাল ভাঙিয়া নিয়া দাঁতন করিতে করিতে, তেইশ-জোয়ানের বাড়ির দিকে ছুটিল।

কতদূর গিয়াই, তেইশ-জোয়ানের বাড়ি।

বাইশ-জোয়ান উঠানে দাঁড়াইয়া, বুকে তাল ঠুকিয়া হাঁক ছাড়িল, "কোথায়! বড় নাকি কি এক জোয়ান এ বাড়িতে থাকিস্?—বাহির হইয়া আয়!"

তাহার হাঁক শুনিয়া, কেহই সাড়া দিল না।

বাইশ-জোয়ান, লাথিতে মাটি কাঁপাইয়া, দাঁত কড়্মড়্ করিয়া গর্জিয়া উঠিল।

তবুও কোন সাড়া নাই। অনেক ডাকাডাকির পর, ছোট একটি মেয়ে মুড়ি খাইতে খাইতে খেল্না হাতে করিয়া আসিয়া, তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"ওমা! মানুষ? আমি মনে করিয়াছিলাম বুঝি ও-ই বাড়ির হুলো বিড়ালটা। রোজ আসিয়া মাটি আঁচড়ায় আর আমাদের বিড়ালটার সঙ্গে ঝগড়া করে।

—তা, মানুষ। তুমি কি চাও?"

বাইশ জোয়ান, মেয়েটির কথা শুনিয়াই, উঠানে যে তালগাছ ছিল, সেই তালগাছ ধরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল,—"অ্যাঁ!—আমি হেন জোয়ান এতক্ষণ হাঁকডাক করিতেছি, তা মনে করিল কি না বিড়াল!"—বলিল,—"কি একটা নাকি জোয়ান এখানে আছে? তুই নাকি, তারি মেয়ে?"

মেয়েটি বলিল,—"হ্যাঁ। ও গো মানুষ, তা তুমি অমন করিয়া তালগাছটি ধরিয়া দাঁড়াইও না।"

বাইশ-জোয়ান বলিল,—

—'কেন, এটি দিয়া আমি লাঠি তৈয়ার করিব।"

মেয়েটি বলিল,—"না না।—তারি তুমি লাঠি তৈয়ার করিবে। ওগুলি দিয়া আমার বাবা দাঁত-খড়্কে' করে।"

শুনিয়া, বাইশ-জোয়ান তালগাছটি চাহিয়া দেখিয়া ভাবিল,—

—"বাবা! এইটে দিয়া দাঁত-খড়্‌কে' করে!"

বলিল, —"তোর বাবা কোথায়?"

মেয়েটি বলিল,—"বাবা বাড়ীতে নাই। হাত মুখ ধুইতে নদীতে গিয়াছে!"

বাইশ-জোয়ান নদীর দিকে চলিল।

(৪)

যাইতে যাইতে, নদীর ধারে গিয়া, বাইশ-জোয়ান দেখিতে পাইল, প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, ডাল-পালায় রাজ্য ছাইয়া, সর্‌-সর্‌ করিয়া নদীর পাড় দিয়া চলিয়া যাইতেছে। দেখিয়া বাইশ-জোয়ান ভাবিল,—"গাছ কখনও ওরকম করিয়া চলে না। এ নিশ্চয় তেইশ-জোয়ান। ঐ গাছ্‌ লইয়া যাইতেছে।"

সত্যই, তেইশ-জোয়ান দাঁতন করিবার জন্য বটগাছ লইয়া যাইতেছিল। বাইশ-জোয়ান খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়া, পিছন হইতে বটগাছ টানিয়া ধরিল।

তেইশ-জোয়ান চলিয়া যাইতে যাইতে একটু চোক তুলিয়া, বলিল, —"কে হে?"

বাইশ-জোয়ান প্রাণপণে গাছ টানিয়া ধরিয়া বলিল,—"আমি বাইশ-জোয়ান।"

তেইশ-জোয়ান বলিল,—"কি চাও?"

বাইশ-জোয়ান বলিল,—"তোমার সঙ্গে লড়াই করিব।"

"—আচ্ছা।"

গাছটা কাঁৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া, তেইশ-জোয়ান হাত বাড়াইয়া দিল।

তখন, দুই জোয়ানে লড়াই।

ভয়ানক লড়াই হইতেছে। এমন সময়, এক বুড়ী কতকগুলি গাই দড়ি ধরিয়া টানিয়া নিয়া মাঠে দিতে যাইতেছে। পথে দেখে, দুইটা ছোক্‌রা খেলা করে!

বুড়ীর কাছে, বাইশ-জোয়ান তেইশ-জোয়ান হল কি না—ছোক্‌রা! আর তাহাদের লড়াই—হল কি না—খেলা!

বুড়ী বলিল,—"হাঁরে বাছারা, পথের মাঝে খেলা করিতেছিস, লোকজন যাইতেছে, কার পায়ের চাপনে মারা যাইবি; পথ ছাড়িয়া সরিয়া খেলা কর্‌।"

বাইশ-জোয়ান তেইশ-জোয়ান বলে,—"হাঃ। কে রে তুই বুড়ী? আমাদের লড়াই সবে জমিয়া উঠিয়াছে, এখন আমরা এখান থেকে সরিয়া যাই আর কি! আমরা পথ ছাড়িব না।"

বুড়ী বলিল,—"বটে, তোরা লড়াই করিতেছিস? তা বলিলেই হয়। আমি গরুগুলো পার করিয়া নিয়া যাই তোরা লড়াই করিতে থাক্।"

বলিয়া, বুড়ী, দুই জোয়ানকে কাঁধের উপর তুলিয়া রাখিয়া, গরুগুলি পথ পার করিয়া নিয়া চলিল।

যায়।

দুই জোয়ান যে তাহার কাঁধের উপর লড়াই করিতেছে তা আর বুড়ীর মনেই নাই।

আর নামাইয়া দেওয়াও হয় নাই।

যাইতেছে। এমন সময় বুড়ীর ছেলে মাঠ হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড়িয়া মার কাছে আসিল,—"মা, আমার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে; আজ আর আমি মোষ চরাইতে পারিব না।"

বুড়ীর ছেলে, মোষ চরাইতেছিল।

বুড়ী বলিল,—"তা, মোষগুলি কোথায় রাখিয়া আসিলি?"

ছেলে বলিল,—"কেন,—এই তো ট্যাকে করিয়া গুঁজিয়া আনিয়াছি।"

বুড়ী দাঁড়াইল।

বুড়ী গণিয়া দেখিল, হাঁ সবগুলি মোষই আছে। আর দেখিল, ছেলের ভয়ানক জ্বর; শীতে কাঁপিতেছে। মোষগুলি তখনি ট্যাঁকে রাখিয়া দিয়া, বুড়ী, "ষাঠ্ ষাঠ্" করিয়া ছেলেকে আঁচলের কোণে বাঁধিয়া পিঠে ফেলিয়া নিয়া চলিল।

যায়।— — —

দুই জোয়ান বুড়ীর কাঁধের উপর লড়াই করিতেছে আর গাইগুলি নিয়া বুড়ী মাঠ দিয়া যাইতেছে। বুড়ীর পিঠে ছেলেটা, আঁচলের পুঁটলির ভিতরে জ্বরে কাঁপিতেছে, আর, বেজায় কোঁকাইতেছে।

সেই শব্দে এক চিল, উপর হইতে দেখিতে পাইল, কি একটা যেন মাটি দিয়া

নড়িয়া চড়িয়া যাইতেছে। চিঁ চিঁ শুনিয়া মনে করিল, ইঁদুরের বাচ্চা টাচ্চা হইবে। আর অমনি চিলটা এক ছোঁ মারিয়া গরু-টরু সব সুদ্ধ বুড়ীকে আকাশে তুলিয়া নিয়া গেল।

যাক্!

(৫)

কতক্ষণ পর রাত্রি হইল। পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সুন্দর জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না যেন ফিনিক্ ফুটিতেছে। বাগানে গাছপালা হাসিয়া উঠিয়াছে। গাছে গাছে ফুলের রাশি ফুটিয়া হাসিতেছে। সে হাসি বাতাসে যেন লুটোপুটি খাইতেছে।

সেই দেশের রাজকন্যা, তাঁহার সখীকে নিয়া ছাদের উপরে গিয়া চাঁদের আলোতে ধবধবে সাদা মখমলের চাদর পাতিয়া, বসিয়াছেন।

রাজকন্যা শুনিতেছেন, সখী রূপকথা বলিতেছে।

ঝির্‌ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। পূর্ণিমার চাঁদ খল্‌খল্ করিয়া হাসিতেছে। রাজকন্যা মখমলের উপর গা ছড়াইয়া দিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন,—"দ্যাখ্ লো সই, চাঁদের যেন আজ আর হাসি ধরে না।"

বলিতেই,—পলক ফেলিয়া চোক রগ্‌ড়াইয়া রাজকন্যা বলিলেন, —"দ্যাখ্ তো সই, চোকে আমার কি পড়িল?"

সখী বলিল,—"আকাশ থেকে ধূলা বালি উড়িয়া পড়িয়াছে বোধ হয়।" সখী রাজকন্যার চোকে ফুঁ' দিয়া আঁচলের কাপড়ের ভাপ্‌না দিয়া বলিল,—"দেখি।"

দেখিয়া, সখী দেখিল ধূলা বালি তো নয়, কি যেন একটু, নড়ে চড়ে। ভাবিল, পোকা টোকা হইবে। চুলের গোড়া থেকে সোনার কাঁটা টানিয়া নিয়া, তাহা দিয়া আস্তে করিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

—সেগুলি সে—ই চিল, বুড়ী, বুড়ীর ছেলে, দুই জোয়ান আর গাইগুলি আর মোষগুলি! আকাশ দিয়া যাইতে যাইতে ভয়ানক ঝড়ের ঝট্‌কায় রাজকন্যার চোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল!

তখন কিন্তু, রাজকন্যা আর তাঁর সখীর কাছে দিব্য ঝির ঝিরে' বাতাস!

রাজকন্যার চোকের জলে হাবু-ডুবু খাইয়া, বুড়ী, মোষগুলি, গরুগুলি, দুই জোয়ান, সাঁতার কাটিয়া কাটিয়া হায়রান হইয়া পড়িয়াছে।

সেই হইতে রাজকন্যার চোকের একটু একটু অসুখ আর, সারে না। রাজার রাজকন্যা, চোকের এক ফোঁটা জল পড়িলেই রাজা অস্থির হইয়া যায়। তাতে চোখের অসুখ। কত চিকিৎসক আসিল ; কত ঔষধপত্র ; কিছুতেই কিছু না!

শেষে একজন আসিয়া বলিল—"মহারাজ, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে কপিলা গাইয়ের দুধ আনিয়া চোক ধোয়াইতে পারিলে রাজকন্যার অসুখ সারিবে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ রাম-সিংহ সিপাইকে পাঠাইলেন।

(৬)

যাইতে যাইতে যাইতে, প্রকাণ্ড এক ঢাল আর এক বল্লম নিয়া রাম-সিং সিপাই সাত সমুদ্র তের নদীর ধারে গিয়া, হাঁক ছাড়িল।—

"—হে-এ-এ-এ-ই হো!!!!—

কে আ-ছিস্ খেয়াঘাটে!

পা—র কর্!!!"

হাঁক ছাড়িতেই, এক তুষের নৌকা বাহিয়া সেই দেশের মশা মাঝি তাহাকে পার করিয়া নিতে আসিল!

দেখিয়া রাম-সিং এর মুখে আর কথা নাই! মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চুপ করিয়া তুষের নৌকায় উঠিয়া, রাম-সিং, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইল।

পার হইয়া, সেখান হইতে কপিলা গাইয়ের দুধ নিয়া, আবার তেমনি করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল।

আসিলে, সেই দুধ দিয়া চোক ধোয়াইতেই রাজকন্যার চোক ভাল হইল।

রাম-সিং বলিল,—"মহারাজ, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে এক অদ্ভুত জিনিস দেখিয়া আসিলাম।"

রাজা, আর, সকলে বলিলেন,—"কি?—কি?"

রাম-সিং বলিল,—"মহারাজ, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"বটে!

—তবে সে কাঁকুড় আমার রাজ্যে

আনিতে হবে।"

রাজা তখনই হুকুম করিলেন; যত সৈন্য সামন্ত সব আসিয়া পড়িল। রাজার বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি দেখিবার ইচ্ছা হইল; সকল সৈন্য সামন্ত নিয়া রাজা কাঁকুড় আনিতে চলিলেন।

সেই মশা মাছির তুবের নৌকা।

সেই নৌকাতেই রাজা সৈন্য সামন্ত সব নিয়া তের নদী সাত সমুদ্র পার হইলেন।

পার হইতেই, সমুদ্রের পাড়ে, সেই তের হাত বীচির বার হাত কাঁকুড়!

কাঁকুড়ের চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতেই সন্ধ্যা হইল! বীচি আর দেখা হইল না, সকলের বড়ই ক্ষুধা পাইয়া গেল। রাজা হুকুম দিলেন,—"কাঁকুড় কাট।"

কাঁকুড় একটু কাটিয়া, যত লোকজন সহ রাজা, পরিতোষ হইয়া ভোজন করিলেন।

অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, রাজা, সকল সৈন্য সামন্ত লইয়া, রাত্রে সেই কাঁকুড়ের ভিতরেই শুইয়া রহিলেন!

থাকুন। সেই রাত্রে, কখন ঝড়ে উড়াইয়া নিয়া, কাঁকুড়, সমুদ্রে ফেলিয়াছে; এক রাঘব-বোয়াল মাছ, দেখিতে পাইয়া, টুপ্ করিয়া কাঁকুড়টি গিলিয়া ফেলিল!

যায় কতক দিন! রাজা মাছের পেটে সেই কাঁকুড়ের ভিতরেই আছেন! সৈন্য সামন্ত সব নিয়া কাঁকুড়ের ভিতরে এদিক থেকে ওদিক—তের হাত বীচি কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, খোঁজেন। খুঁজিয়া আর শেষ পান না। অনেক খুঁজিতেছেন। ক্ষুধা পাইলে একটু কাঁকুড় কাটিয়া নিলেই হইল।

মাছে যে কাঁকুড় গিলিয়াছে, রাজা তাহা জানিতেই পারেন নাই।

এইরূপে তো রাজা আছেন

হঠাৎ একদিন, রাঘব-বোয়াল মাছটা এক জেলের জালে ধরা পড়িল। মাছটা দেখিয়া জেলে বড়ই খুসী! মাছ নিয়া জেলে বাড়ি গিয়া জেলেনীকে

বলিল,—"মাছটা কাট, আজ্‌কে দুবেলার খাওয়া চলিবে।"

জেলেনী মাছ কাটিতে বসিল।

মাছ কাটিতে কাটিতে, মাছের পেটের ভিতর হইতে কাঁকুড়টি বাহির হইয়া পড়িল। কাঁকুড় দেখিয়া জেলেনী বলিল,—"এটা আবার কি?"

জেলেকে ডাকিল,—"দেখ তো এসে!"

জেলে আসিয়া, দেখিয়া বলিল,—"এটা বোধ হয় একটা কাঁচা কাঁকুড়। বেশ্ তো! ভালই হইয়াছে। মাছের তরকারী হইল। তুই মাছ কোট্, আমি তরকারী কাটি।" বলিয়া জেলে ছুটিয়া গিয়া একখানা ছুরি নিয়া আসিয়া, কাঁকুড়টি কাটিল।

কাঁকুড়টি কাটিতেই অমনি তাহার ভিতর হইতে রাজা আর রাজার সৈন্য সামন্ত সব—ভুস্ ভুস্ করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

দেখিয়া, জেলেনী বলিল,—'ওমা! একি। কাঁকুড়টার মধ্যে কেবলি সব পিঁপ্‌ড়ে! —দূর ছাই, এটা দিয়া কি হইবে?"

জেলে জেলেনী, কাঁকুড়টা ফেলিয়া দিল।

তখন, রাজা, সৈন্য সামন্ত নিয়া সত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশ' সাতষট্টি বৎসরে দেশে ফিরিয়া গেলেন!

এখন বল তো!—

কে বড়?

উপদেশ

[সার কথা]

১। বড় বলে' মনে গর্ব যদি কারো হয়
একটু
বাইরে ঘুরে' এলেই পাবে
আপন পরিচয়।
শুধু
খুঁজে দেখ, কি আছে এই ভুবনখানি জুড়ে
অহঙ্কার ধূলার মত কোথায় যাবে উড়ে'!

২। ঘরে বসেই বড় হয়ো না, খুঁজে একটু দেখো,
যেখানে যা জানবে, তা' গেঁথে মনে রেখো।
মনে মনে ভাব যাদের—"বড় হয়েছি খুব"
দেখলে তারা, দেখতে পাবে
—কত যে রয়েছে বড় কোথায় কতরূপ!

৩। বড়র আরো বড় আছে এইটি জেনো সার,
কোথা যে তার শেষ সীমানা, নাই ঠিকানা তার!

ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী

এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী।

বড়ই গরীব।

ব্রাহ্মণের বিদ্যা সাধ্য খুব ছিল। কিন্তু থাকিলে কি হবে?—

ব্রাহ্মণ ছিলেন বেজায়

কুঁড়ে'।

আর,

ব্রাহ্মণীটি ছিলেন বেজায়

কুঁদুলে'।

দুজনে আছেন।

ভিক্ষা-সিক্ষা না করিলে দিন চলে না।—তবু, ব্রাহ্মণ দুই দিন ভিক্ষায় যান তো, পাঁচদিন যান না।

কাজেই, ব্রাহ্মণীও দুই দিন উননে হাঁড়ি চড়ান তো, পাঁচ দিন চড়ানোই হয় না।

ব্রাহ্মণ ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া ঘুমান আর রোজই স্বপ্ন দেখেন। যেন—রাজবাড়ির হাতী, ঘোড়া, লোক, জন, সিপাই, শান্ত্রী, সব সমস্ত জৌলুস করিয়া আসিয়া, মহা আদর করিয়া তাঁহাকে চৌদোলে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। সেখানে রাজার ডান পাশে, সোনার সিংহাসনে, ব্রাহ্মণ রাজপণ্ডিত হইয়া বসিয়াছেন!

তিনি খুব মস্ত বড় পণ্ডিত কি না!

ব্রাহ্মণী, হাঁড়িতে ফোড়ন চাপাইয়া, এটা ওটা ছুতা ধরিয়া পাড়ার লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঝগড়া করিতে যান। আসিয়া দেখেন যে, ফোড়নের তেল জ্বলিয়া গিয়াছে, উননের জ্বাল নিবিয়া গিয়াছে! আর তখন, খ্যাংরা হাতে ব্রাহ্মণী গর্জিয়া উঠেন; চেঁচাইয়া বাড়ি মাথায় করিয়া তুলেন।

ব্রাহ্মণীর গলার আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই জাগিয়া ব্রাহ্মণ দেখেন,—ও বাবা!—

—খ্যাংরা হাতে রণচণ্ডী ব্রাহ্মণী!

ব্রাহ্মণ বলেন,—"কি আপদ্!"

তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে মহা ঝগড়া বাধিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ বলেন,—"কি! সবে আমি রাজবাড়ির রাজ-পণ্ডিত হইতে যাইতেছিলাম, তুই চেঁচাইয়া সব মাটি করিলি!"

ব্রাহ্মণী বলেন,—"কি! আমি গেলাম পাড়ার লোকের কত বড় বাড়্ হইয়াছে তাই একবার দেখিতে, তা এমনি কুঁড়ে, যে, উননের জ্বালটাও দিতে পারেন না। কেবল ঘুমাইয়া কাটান! খাও এখন ছাই।"

ব্রাহ্মণী গিয়া, হাঁড়িকুঁড়িগুলি আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

এই রকম রোজ।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কোন্দলে পাড়ার লোক আর তিষ্ঠিতে পারে না!

(২)

একদিন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, খুব ঝগড়া।

শেষে, ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"কি! রোজ উনি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া পণ্ডিত হইবেন, আর আমি একটু ঝগড়া করিতেও যাইতে পাইব না! ভারি তো পণ্ডিত! থাক তবে নিয়া তোমার পণ্ডিতি।—দেখি কে রাঁধে!" ব্রাহ্মণী তখনি উননে লাথি মারিয়া, হাঁড়িকুঁড়ি সব নিয়া, একেবারে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কি! রোজ আমি রাজার পণ্ডিত হইতে যাই, আর রোজ তুই মাটি করিস! ভারি তো তোর রান্না আর তোর হাঁড়িকুঁড়ি! আমি এখনি রাজবাড়ী চলিলাম।—দ্যাখ্!"

পোঁটলা পুঁটলি লইয়া, রাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, তখন চলিয়া গেলেন।

(৩)

যান। যাইতে যাইতে যাইতে, পথ আর যেন ফুরাইতে চায় না! বেজায় কুঁড়ে কি না! আসিয়াছেন কিন্তু অল্পই দূর, তাহাতেই হাঁপাইয়া পড়িয়াছেন।

তাহার উপর, ক্ষুধাও পাইয়াছে খুব। ভাবিতে লাগিলেন,—"নাঃ, বাড়িতেই বেশ্ ভাল ছিলাম। কেনই বা ঝগড়া করিয়া আসিলাম! রাজবাড়ি সেই কোথায়।—কত দূর—! বাড়িতে এতক্ষণে ব্রাহ্মণী গালিমন্দ দিক যাই দিক, চারিটি খাইয়া দিব্য ঘুমাইতাম। এ কি মুশকিল! কত পথ এখন চলিতে হইবে তার ঠিকানা নাই—"

ব্রাহ্মণের বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল।

না, শেষে কান্না আসিতে লাগিল!

কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণ, যাইতেছেন।

সেই সময় আকাশ-পথ দিয়া, সোনার সিংহাসনে, শিব পার্বতী কৈলাসে চলিয়াছেন।

আকাশের তারা, পাতালের বালু গণিতে গণিতে যান।

নীচে চাহিতে, কে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে দেখিয়া পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

—"আহা, কে ঐ কাঁদিতে কাঁদিতে যায়?"

শিব বলিলেন,—"ও এক ব্রাহ্মণ।"

পার্বতী বলিলেন,—"আহা, বুঝি ব্রাহ্মণ, বড়ই দুঃখী। এমন দুঃখীকে দয়া না করিলে আর কা'কে করিবেন? কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে, আহা, উহার দুঃখ দূর হয় এমন কিছু করিলে হয় না? ধন হোক, জন হোক, উহাকে কিছু দিন্।"

শিব বলিলেন,—পার্বতী, কি উহাকে দিব? উহার অদৃষ্টে কিছুই নাই। দিলেও, ও তাহা পাইবে না।"

পার্বতী বলিলেন,—"সে কি! দিলেও পাইবে না? না, তবে উহাকে কিছু দিতেই হইবে।"

শিব বলিলেন,—"আচ্ছা; দেখ।"

ব্রাহ্মণ যাইতেছেন, এমন সময় শিব, ব্রাহ্মণের সাম্‌নে রাস্তার উপর এক থলে' মোহর ফেলিয়া রাখিলেন।

এদিকে, যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন,—"নাঃ, আর পারি না। রাজবাড়ি এত দূরে তা কে জানিত? তা হইলে কি আর এত পথ হাঁটিয়া আসিতে যাইতাম?

বাড়িতে থাকিলে এতক্ষণ দিব্য চোক বুজিয়া এই রকম করিয়া ঘুমাইতাম আর, হাতী, ঘোড়া, লোকজন, চৌদোল আসিয়া একেবারে সিংহাসনে নিয়া দিয়া আসিত! কে যাইত এত হাঙ্গামা করিতে?

—ব্রাহ্মণীই তো যত নষ্টের মূল।"

ভাবিয়া, ব্রাহ্মণ, বাড়িতে কি রকম করিয়া মনের সুখে চোক বুজিয়া ঘুমাইতেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। যাইতেই, থলেটা যেই পায়ে ঠেকিয়াছে, অমনি,—"দূর যা! ব্রাহ্মণী রোজ সব নষ্ট করিয়া ফেলে, আজ আবার এটা কি পথের মধ্যে,—পাথর না কি ডেলা, না ইঁট ফিট।" বলিয়াই লাথি দিয়া থলেটাকে সরাইয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। গিয়া, খানিকদূর যাইতেই ভাবিলেন,—"তাই তো আবার কি পায়ে ঠেকিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া মরিব, তার চেয়ে চোক চাহিয়া চলাই ভালো। রাস্তাটা এমন বিশ্রী তা কে জানে! দূর ছাই, আসিয়া কি হাঙ্গামাই করিয়াছি!"

ব্রাহ্মণ আবার চোক চাহিয়া চলিতে লাগিলেন।

শিব বলিলেন,—"পার্বতী, দেখিলে?"

দেখিয়া পার্বতী বড়ই আশ্চর্য হইলেন।

বলিলেন,—"মোহরের থলেটা ও বুঝিতে পারে নাই। আচ্ছা, উহার হাতে কিছু দেওয়া যাক্ না? তা হইলে নিশ্চয় ও পাইবে।"

শিব বলিলেন,—"আচ্ছা, চল।"

ব্রাহ্মণ এদিকে, এক আমগাছ দেখিতে পাইয়া, তাহার ছায়ায়, পোঁটলা পুটলি ফেলিয়া রাখিয়া দিব্য গাছটি ঠেস্ দিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন,—"বাঁচা গেল! যা হোক্ একটু ছায়া পাওয়া গিয়াছে। আঃ এইখানে একটু বিশ্রাম করিয়া লই।"

ব্রাহ্মণ, বিশ্রাম করিতে বসিয়া ভাবিতেছেন আর ঘুমে ঢুলু ঢুলু হইয়া পড়িতেছেন। ভাবিতেছেন,—"আহা, এখন যদি কোন দেবতা আসিয়া আমাকে এমন এক বর দিতেন যে, রাজ-বাড়িটা সর্‌সর করিয়া এইখানে চলিয়া আসিবে; আর না হয় তো, আমি ঘুমাইয়া থাকিতে থাকিতেই, সত্যই দেখিব যে—ঠিক রাজবাড়িতে গিয়া উঠিয়াছি! তা হইলে কি মজাই হইত!" ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ গাছে ঠেস্ দিয়াই,

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন!

সেই সময় শিব-পার্বতী গিয়া ডাকিলেন—"ব্রাহ্মণ!"

ব্রাহ্মণ চমকিয়া দেখেন্—সম্মুখে সত্যই দেবতা!!

শিব পার্বতী বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, তুমি বর চাহিতেছিলে, আচ্ছা, এই সোনার কাঁকনটি তোমাকে দিলাম, তিনবার যে তিন বর চাহিয়া কাঁকন মাটিতে ফেলিবে, সেই তিনবার তাহাই পাইবে।"

কাঁকন দিয়া, শিব-পার্বতী চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—"অ্যাঁ!—তবে নাকি আমি একটা দিগ্‌গজ লোক নই! আমি বর চাহিতেই দেবতা নিজে আসিয়া বর দিয়া গেলেন! বাঃ—তবে আর কে চায় রাজার রাজ-পণ্ডিতি? আমি—দেখ না, একেবারে রাজ্য চাইব! তখন কত পণ্ডিত আমার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিবে। আঃ! কে যায় আর রাজার বাড়ি! ব্রাহ্মণী ভাবে কি না, আমি একটা যে সে লোক।"—এইবার গিয়া ব্রাহ্মণীকে দেখাইব!"

তখনি ব্রাহ্মণ কাঁকন আর পোঁটলা-পুটলি লইয়া, ভারি স্ফূর্তিতে, ছুটিয়া বাড়ি চলিলেন।

(৪)

ব্রাহ্মণী তো কুঁড়ের দরজায় খ্যাংরা লইয়া বসিয়া আছেন। আর বলিতেছেন,—"বড় যেমন ব্রাহ্মণ রাগ করিয়া গিয়াছে, যদি রাজ-পণ্ডিত না হইয়াই ফিরে, তো ব্রাহ্মণের একদিন, কি, আমার খ্যাংরার একদিন।"

এমন সময় ব্রাহ্মণ হাঁপাইয়া আসিয়া উপস্থিত।

ব্রাহ্মণী তাঁহাকে দেখিয়াই একেবারে খ্যাংরা লইয়া ছুটিয়াছেন,—"কি। তবে নাকি বড় পণ্ডিত হইয়া আসিবেন। এই বুঝি, রাজপণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"ব্রাহ্মণী। দাঁড়া; শোন্ শোন্। তবে নাকি আমি যে সে লোক? এই দ্যাখ্, কি আনিয়াছি। স্বয়ং দেবতা আসিয়া আমাকে বর দিয়া গিয়াছেন, এই সোনার কাঁকন ফেলিয়া যা' চাইব, তাই পাইব!—

—এক বর নয়, ব্রাহ্মণী! তিন তিন বর! ব্রাহ্মণী, এইবার আমাদের সব দুঃখ ঘুচিল!"

ব্রাহ্মণী দেখিলেন,—অ্যাঁ! তাই তো! সোনার কাঁকন দেখিয়া ব্রাহ্মণী আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

তখন আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর, ঝগড়া নাই!

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"দেখ, তা যদি হয়, তবে—আগে আমার গহনা চাও।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দূর ছাই! গহনা নিয়া কি হইবে? রাজ্য চাই।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"তোমার মাথা চাই! আমার গহনাই যদি না হইল তো রাজ্য দিয়া কি হইবে? আগে আমার গহনা হউক, তারপর রাজ্য হইবে, তারপরে আর এক বরে সব চাইব এখন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দূর বোকা, আগে রাজ্য হোক, তারপর গহনা-টহনা সব হইবে এখন।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"কি! গহনা-টহনা সব হইবে এখন!—তোমার কথাই, আমি শুনি!" ব্রাহ্মণী এ—ক টানে ব্রাহ্মণের হাত হইতে কাঁকন কাড়িয়া নিয়া বলিলেন,—"আগে আমি গহনা চাইব! গহনা না হইলে আবার রাজ্য কি?"

ব্রাহ্মণ রাগিয়া গিয়া বলিলেন,—"কি! তবু গহনা চাইবি? তা হইবে না। আগে আমি রাজ্য চাইব।"

এদিকে ব্রাহ্মণী গহনা চাহিয়া কাঁকন ফেলিতে যান।

তখন ভয়ানক ঝগড়া।

ব্রাহ্মণ বলেন,—"আমি আনিলাম কাঁকন, তোর গহনা হইবে আগে? রাজ্য চা'!"—

ব্রাহ্মণী তখন বলেন,—"কি! ওঁর রাজ্য হইবে আগে আর, আমার গহনা হইবে না? ভারি তো কাঁকন আনিয়াছেন!—

—হোক তোমার মাথা!"—

ব্রাহ্মণী ভয়ানক রাগিয়া কাঁকন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

দিতেই,—"ওমা! এ কি!—এ কি হল গো! ওমা! কোথায় যাই গো!—কি হবে গো!" ব্রাহ্মণীর চীৎকার!

ব্রাহ্মণের সারা গায়ে তখনি বিশ গণ্ডা মাথা গজাইয়া উঠিয়াছে! ব্রাহ্মণ তো বিশ গণ্ডা মাথায় চল্লিশ গণ্ডা চোকে শরীরের দিকে চাহিয়া—হাউ মাউ করিয়া কান্না! "ও ব্রাহ্মণী! এ কি কর্‌লি!"

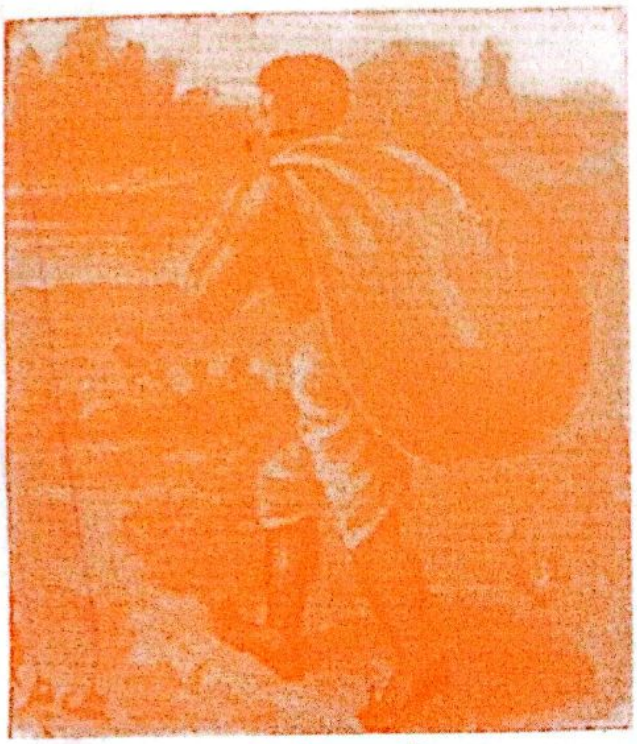

—মাথাটা নিতে চলিল—

পৃষ্ঠা—৬৫

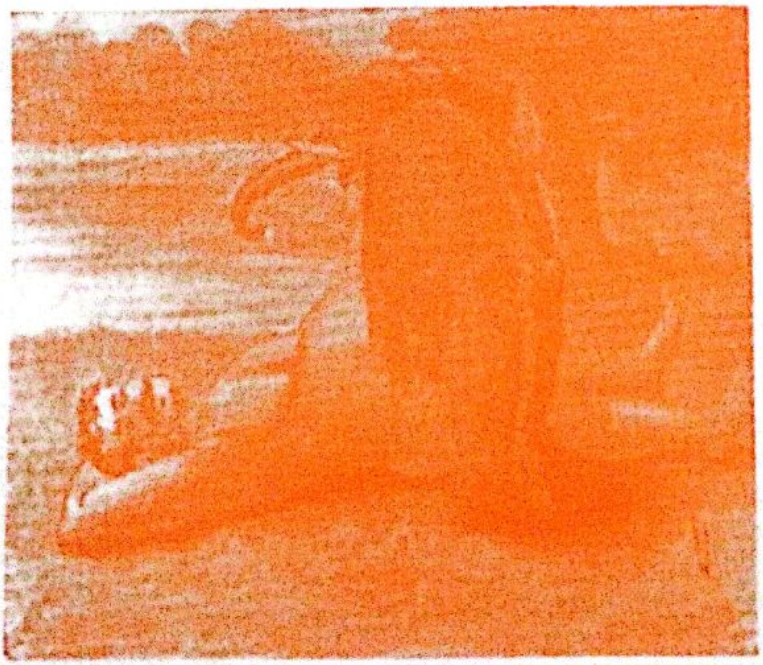

—দুই পা তুলিয়া দিয়া
রাগে গর্জ্জিতে লাগিল।

পৃষ্ঠা—৬৬

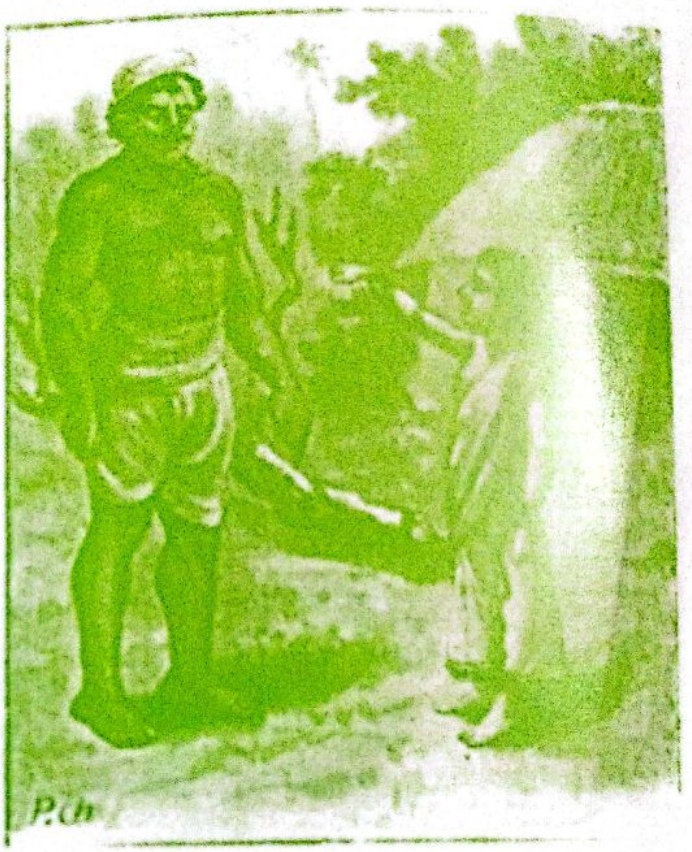

"—বুঝি ও—ই
বাড়ির বিড়ালটা!"—

পৃষ্ঠা—৬৭

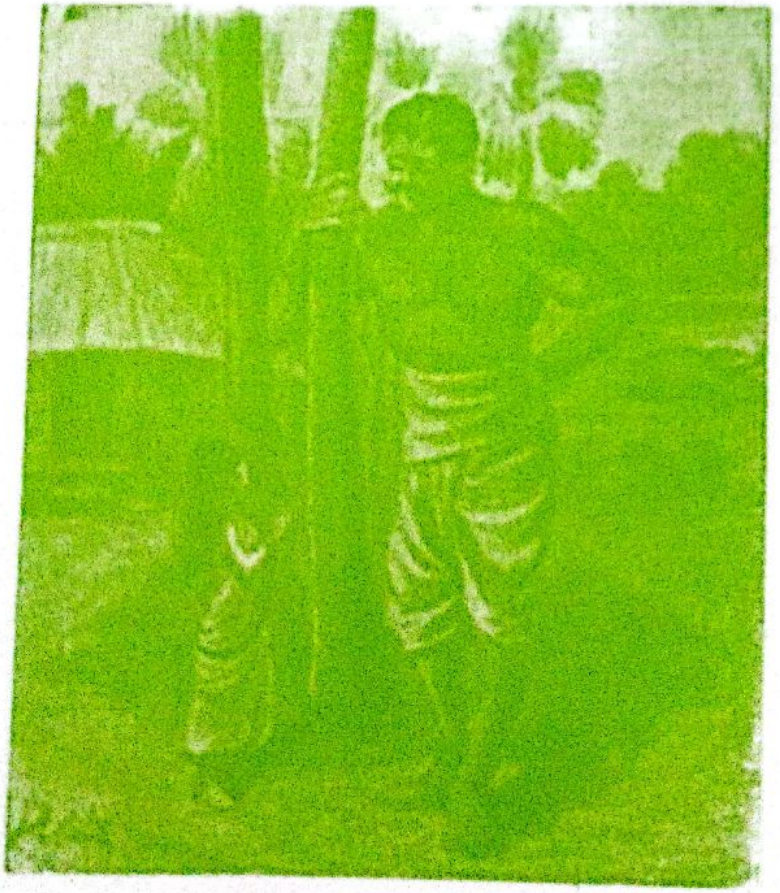

—"অমন করিয়া তালগাছ ধরিয়া দাঁড়াইও না!"—

পৃষ্ঠা—৬৭

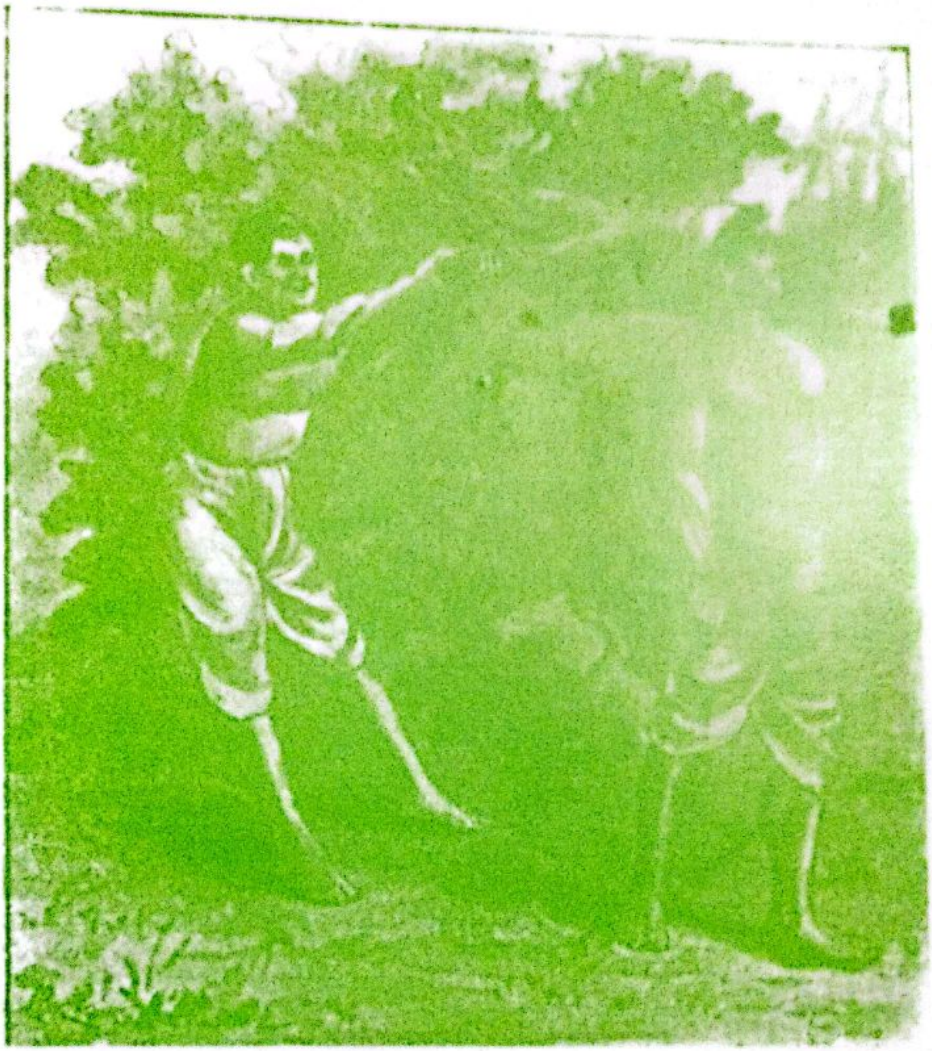

—"কে হে?"— পৃষ্ঠা—৬৮

—"হারে বাছা'রা,
সারিয়া খেলা কর"

পৃষ্ঠা—৬৮

CamScanner

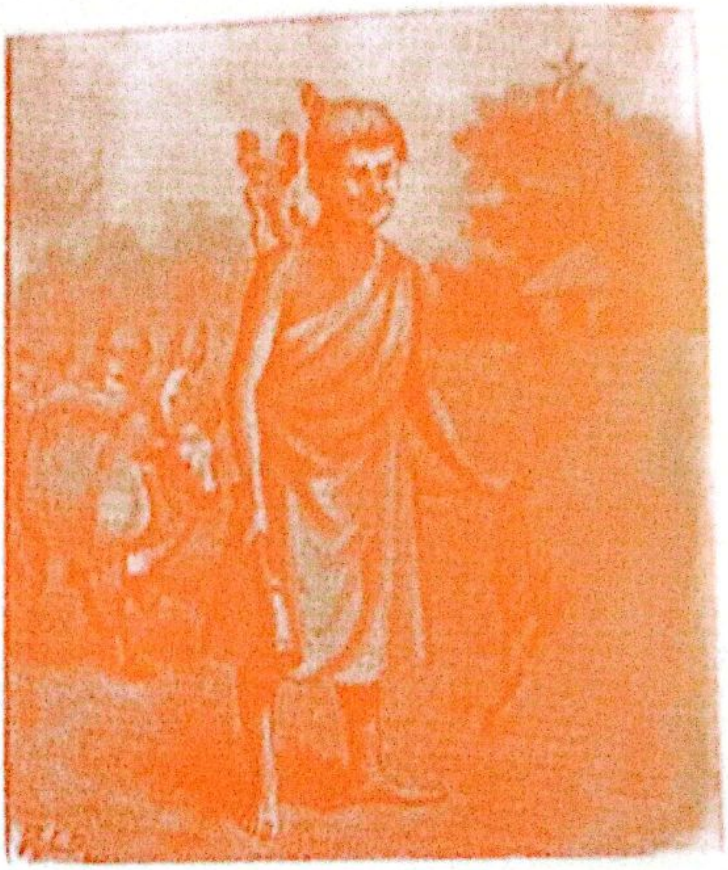

—গরু পথ পার
করিয়া চলিল

পৃষ্ঠা—৬৯

—আকাশে
তুলিয়া নিয়া
গেল

পৃষ্ঠা—৭০

আর "কি কর্‌লি!" এখন উপায়? ব্রাহ্মণী গালে হাত দিয়া কাঁদেন, আর ব্রাহ্মণ এক একবার শরীর দেখেন আর বিশ-গণ্ডা মুখে, চীৎকার করিয়া কাঁদেন।

অমন কান্নার শব্দ। শুনিয়া পাড়াপড়শীরা সকলে ছুটিয়া আসিয়াছেন,—"কি হইয়াছে!—"কি হইয়াছে!—কি হইয়াছে?" গিয়া দেখেন,—

"—ওরে বাবা রে! এ কি রে! —এ কি!!—"

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া সব বলিলেন।

শুনিয়া পাড়াপড়শীরা বলিলেন,—"অ্যাঁ! বাবা! তবুও রক্ষা!! তা যাহোক! তা যা হইবার তা হইয়াছে, এখন আরও তো দুই বর আছে, তার এক বরে ব্রাহ্মণের মাথা গিয়া ব্রাহ্মণ ভাল হউক, আর এক বরে যা চাইতে হয় চাইবেন এখন। বাবা! কি কাণ্ড!!"

ব্রাহ্মণীও, কি করেন, ভাবিলেন,—"আচ্ছা এক বরে ব্রাহ্মণ ভাল হউন, আর এক বরে আমার গহনা চাইব এখন।"

ভাবিয়া ব্রাহ্মণী, কাঁকন তুলিয়া নিয়া,—"ব্রাহ্মণের মাথা যাক্"—বলিয়া কাঁকন ফেলিলেন। ফেলিতেই,—

"ও মা!!"

"ও রে বাবা রে! বাবা!! এ কি রে!!!"

ব্রাহ্মণীর তো "হায়! হায়!" করিয়া চীৎকার! পাড়াপড়শীরা ভয়ে "ও রে বাবা রে!" করিয়া কে কোন্ দিকে ছুটিয়া পালাইবেন ঠিক পান্ না!—

ব্রাহ্মণের একটি মাথাও নাই! সব মাথা গিয়াছে! ব্রাহ্মণের যে মাথাটি ছিল, সেটিও গিয়াছে!

খালি, ব্রাহ্মণের ধড়টা দাঁড়াইয়া আছে!

তখন তো সর্বনাশ! কি করা যায়! মোটে আর একটি মাত্র বর আছে। সকলে মহা ভয়ে বলিলেন,—"আর, কি করিবে? ওই বরে ব্রাহ্মণের সেই আগেকার মাথাটি চাহিয়াই কাঁকন ফেল।"

কি আর করিবেন? ব্রাহ্মণী মনের দুঃখে,—"ব্রাহ্মণের আপন মাথাটি হোক" বলিয়া কাঁকন ফেলিলেন।

ফেলিতেই ব্রাহ্মণের আগেকার সেই আপন মাথাটি আসিল।

তখন হাঁফ ছাড়িয়া সকলে তো বাঁচুন! তারপর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, কত করিয়া, কত

কি বলিয়া, কতবার করিয়া কাঁকন ফেলেন। না, আর কিছুই হয় না!

পাড়া-পড়শীরা তখন কেহ মাথায় হাত দিয়া, কেহ হাসিয়া, যে যার বাড়ি গেল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবেন, আর এটা চাহিয়া ওটা চাহিয়া বার বার মাটিতে কাঁকন ফেলেন।

বর ফুরাইয়া গিয়াছে, আর, কি হইবে?

কিছুই—হয় না!

হায়!....

কুঁড়ে ব্রাহ্মণের আর রাজ্য পাওয়া হইল না। কুঁদুলে ব্রাহ্মণীরও গহনা পাওয়া হইল না।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হাপুস্ নয়নে কাঁদেন।

ব্রাহ্মণ বলেন,—"হায়! হায়!"

ব্রাহ্মণী বলেন,—"হায়! হায়।"

আর কি হইবে?

যেমন ছিলেন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী, তেমনি রহিলেন!

উপদেশ

[সার কথা]

১। চেষ্টা কোনো নেইকো যাদের, কাজ করে না খেটে
ধন মান রাজ্য, ভাবে,
আপনি আসে হেঁটে।
কাজটা জানে বিপদ ভারি। ঘুমটা ভাবে সুখ।
সেই, কুঁড়ে'রা কক্ষণো না দেখে সুখের মুখ।

২। ধরার ধুলোয় ছড়িয়ে আছে মাণিক মণির কণা,
কুঁড়ে'রা তা চোখটি খুলে' কক্ষণো দেখল না!
যেচে এসে দেবতারা দিয়ে গেলেও ধন,
কুঁড়ে'গুলোর দুঃখ তবু ঘোচে না কখন।

* * * *

৩। ঝগড়া ঝাঁটি করে যারা, নেইকো তাদের হিত,
এক করতে আর হয়। আর, ঘটে বিপরীত।
রেগে যারা কাজটি নাশে খিট্ মিটিয়ে দাঁত,
শেষে তাদের ভাব্‌তে হয় মাথায় দিয়ে হাত।
পেয়ে ধন হারায় যারা, ঝগড়া লড়াই করে',
ছাই পাঁশ আর ধূলা-বালি, থাকে তাদের তরে।
কুঁড়ে' আর কুঁদুলে' করে আপন সর্ব্বনাশ,
ভাগ্য কখন্ ওদের ঘরে করেন নাকো বাস।

ব্রাহ্মণ ও বেণে-ভাইপো

এক দীন-দুঃখী ব্রাহ্মণ।

কিন্তু, ব্রাহ্মণ খুব ধার্মিক।

ভিক্ষা-সিক্ষা করেন, এ গ্রামে সে গ্রামে দু' একটা নিমন্ত্রণ পান, কি, পূজাটা ব্রতটা করান। তাহাতেই কোন রকমে তাঁহার দিন কাটে। দুঃখে কষ্টে, ব্রাহ্মণ থাকেন।

এই ভাবে, দিন যায়।

একদিন, ব্রাহ্মণ, অনেক দূরের এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইতেছেন। ভয়ানক রৌদ্র, তাহাতে মাঠের পথ। চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

কোথাও একটু ছায়া দেখিতে পান না। যান, যান। যাইতে যাইতে, ঐ দূরে এক আমগাছ দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া সেই দিকে চলিলেন।

আমগাছের পাশে ছিল এক ইঁদারা। ব্রাহ্মণ, সেখানে গিয়া, গাছের ছায়ায়, ইঁদারার এক পাশে বসিয়া, গামছার বাতাসে শরীর জুড়াইতে লাগিলেন।

আর, ব্রাহ্মণ, আপনার দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

(২)

এইরূপে বসিয়া ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"ভগবান্, কতদিন আর এমন দুঃখ কষ্ট দিবে?"

রৌদ্র যেন আরও চম্ চম্ করিয়া উঠিতেছে। কতক্ষণ যায়। সময়ও বহিয়া যাইতেছে। কি করিবেন, ব্রাহ্মণ, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"উঠি! বসিয়া থাকিলে তো চলিবে না। এই রৌদ্রেই যাইতে হইবে।"

উঠিতে যাইবেন, এমন সময় ইঁদারার ভিতর হইতে কি এক শব্দ হইল!

"— হেঁওঁ হেঁওঁ
মেওঁ মেওঁ
—নাঁওঁ!"

ভয়ে, ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি ইঁদারার পাড় হইতে নামিয়া দুই হাত সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন,

"—ও বাবা! এ—কি!"

তখন ইঁদারা হইতে আরও জোরে জোরে শব্দ হইতে লাগিল—

"—ঠাকুঁর, ঠাকুঁর, দুঃখী তুঁমি
—এই নাঁও।"

ভয়ে ব্রাহ্মণ তো তখন আছেন কি নাই! আমগাছ ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন আর "দুর্গা" "দুর্গা" জপিতেছেন। "হায় হায়! কেন এখানে আসিয়া বসিয়াছিলাম! না জানি কিসের হাতে পড়িলাম!"

সেই ইঁদারার মধ্যে ছিল সাতটা ভূত! ব্রাহ্মণের দুঃখের কথা শুনিয়া ভূতেরা যুক্তি করিল,—"ভাঁই, পাঁপের ফঁলে আমরা তোঁ ভুঁত হইয়া যঁক্ষের ধঁন পাঁহারা দিতেছি; আঁমাদের এঁকঘঁড়া-ভঁরা ধঁন আঁছে, ব্রাঁহ্মণও দুঃখী, আঁর কঁখনও তোঁ কোঁন পুঁণ্যের কাঁজ কঁরি নাঁই, এঁস আঁমাদের সেঁই মোঁহরের ঘঁড়া এঁই ব্রাঁহ্মণকে দিঁই।"

আর আর ভূতেরা বলিল,—"বেঁশ্!"

তখন ধনের ঘড়া তুলিয়া লইয়া বড় ভূত বলিল,—

"—হেঁওঁ হেঁওঁ
মেঁওঁ মেঁওঁ
কিঁ চাঁওঁ
ঠাকুঁর ঠাকুঁর, দুঃখী তুঁমি,
এঁই নাঁও।"

ব্রাহ্মণের তো প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে! ঘড়া নিবেন কি—'দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! রাম! রাম!" বলিয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতেছেন।

ততক্ষণে ঘড়া লইয়া ভূত ইঁদারার উপরে আসিয়া বসিল। যেমন দাঁত, তেমন চোক, নাক, কান—কি চেহারা! বিনয় করিয়া ভূত বলিল,—"ঠাকুঁর, ভঁয় নাঁই,

আঁমরা তোঁমাদের কোঁন মঁন্দ কঁরিব নাঁ। ঠাকুর, এঁই মোঁহরের ঘঁড়া তুঁমি নাঁও।...এঁ ঘঁড়া এঁখন তোঁমার।"

ভূত, ব্রাহ্মণকে মোহরের ঘড়া দিতে গেল।

ব্রাহ্মণ আর তখন দাঁড়াইতে পারিলেন না। "মা দুর্গা, রক্ষা কর!"—বলিয়া চোকে আর কিছুই দেখিতে পান না, কি পথ কি বিপথ, ব্রাহ্মণ, মাঠের মাঝখান দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ দৌড়ান, আর পিছনে পিছনে ভূতও দৌড়ায়।

ভূত বলিতেছে,—'ঠাকুর, ঠাকুর, ভঁয় নাঁই; এঁ ঘঁড়া তোঁমার!

দৌড়াইতে দৌড়াইতে কতক দূর গিয়া ব্রাহ্মণ, হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন।

ভূত বলিল,—"ঠাকুর, কেঁন ভঁয় পাঁইতেছ, আঁমরা তোঁমার কোঁন মন্দ কঁরিব নাঁ। দোঁহাই তোঁমার, এঁই ঘঁড়া তুমি নাঁও।"

ব্রাহ্মণ তখন আর উঠিতে পারেন না। ভূত বসিয়া বসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিল। বুঝাইতে বুঝাইতে বুঝাইতে ব্রাহ্মণও দেখিলেন, সত্যই ভূত তাহার কোন মন্দ করিতেছে না, আর, এত করিয়া বলিতেছে, কি করিবেন, ব্রাহ্মণ, ঘড়া লইলেন। লইয়া বাড়ি গেলেন।

ব্রাহ্মণ ঘড়া নিতেই, সেই পুণ্যে ভূতেরা উদ্ধার পাইয়া, সাত ভাই ভূত ভূতের দেহ ছাড়িয়া, সুন্দর মূর্তি ধরিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

(৩)

এদিকে ব্রাহ্মণ, থাকেন। এখন ব্রাহ্মণের আর দুঃখ কষ্ট নাই। বেশ আছেন। খান দান, দান ধ্যান করেন;আজ এটা কাল ওটা নানারূপ সৎকাজ করেন। আছেন।

দিন যায়।

কতকদিন যাইতে, ব্রাহ্মণ মনে করিলেন,—"ভূতের ধন খাইতেছি, একবার তীর্থ করিয়া আসি।" ব্রাহ্মণ তীর্থে যাইবার আয়োজন করিলেন।

তীর্থের জন্য যা লাগিবে, সে পরিমাণ ধন লইয়া, বাকী ধন কোথায় রাখিবেন, ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন।

ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল,—"কেন, পাশের গ্রামেই তো বেণে-ভাইপো আছে। খুব ধনী বেণে। তাহার অনেক টাকা। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—"আর কাহার কাছে বা রাখিব? কে কি করিবে ঠিক নাই। তার চাইতে বেণে-ভাইপোর কাছেই রাখিয়া যাই।"

"দুর্গা দুর্গা" করিয়া ব্রাহ্মণ মোহরের ঘড়া লইয়া তীর্থ-যাত্রা করিলেন।

পথে ধনী বেণের বাড়ি। ব্রাহ্মণ সেইখানে গিয়া, বলিলেন,—'বেণে-ভাইপো। আমি তীর্থে চলিলাম, অল্প স্বল্প কিছু ধন আমার আছে, কার কাছে বা রাখিয়া যাইব, তোমার কাছে আসিলাম। ঘড়াটা তোমার কাছে থাক্। তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, নিব এখন্।"

ব্রাহ্মণ, ঘড়াটা নামাইয়া, মোহরগুলি ঢালিয়া গণিয়া দিলেন।

বেণে-ভাইপো বলিল,—"ঠাকুর-খুড়ো, তা আপনার ধন আমার কাছে থাকিবে, তার আর কথা কি? আহা তীর্থে যাইতেছেন, এমন সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে; আমরা হতভাগা লোক, আমাদের অদৃষ্টে কি আর ও সব আছে! ঠাকুর-খুড়ো, তা, কতদিনে তীর্থ হইতে ফিরিবেন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বেনে-ভাইপো, আশীর্বাদ কর। আহা, তীর্থের ধূলি আগে মাথায় পড়ুক! কতদিনে ফিরিব তার কি ঠিক আছে? ভাইপো, তোমরা মঙ্গলে থাক এই প্রার্থনা।"

বেণে-ভাইপো বলিল,—"আহা ঠাকুর-খুড়ো, এমন ভাগ্য ক'জনের হয়? ঠাকুর-খুড়ো তীর্থে আপনি যাইতেছেন, এই হতভাগ্যকে পায়ের ধুলো দিন্।"

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বেণে ভাইপো ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা লইল। তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া, মোহরের ঘড়া রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রাহ্মণ তীর্থে গেলেন।

(৪)

যায় দিন। ব্রাহ্মণ তীর্থে তীর্থে ঘুরিতেছেন। এ তীর্থ থেকে ও তীর্থ, ও তীর্থ থেকে সে তীর্থ। এইরূপে নানা তীর্থে ফিরিতেছেন।

ওদিকে ব্রাহ্মণের মোহর নিয়া বেণে-ভাইপো ততদিনে, সিন্ধুকে তুলিয়াছে। আর, মনে মনে ভাবিতেছে,—"বুড়ো বামুন তীর্থে গিয়াছে, আর কি ফিরিবে? এ

মোহরগুলি তো এখন আমার। যাক্, যা পাওয়া গেল তাই লাভ।"

বেণে-ভাইপো নিশ্চিন্তে আছে।

ব্রাহ্মণ তো ওদিকে তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। স্নান দান তপ ধ্যান পুণ্যকার্য সব করেন। যেখানেই যান ভূতেদের নামে পিণ্ড দেন, "আহা, উহারা উদ্ধার হইয়া যাক্।"

এই রকমে মাসের পর মাস যায়। ক্রমে অনেক দিন গেল। নানা তীর্থ ঘুরিয়া নানা পুণ্যকার্য করিয়া, অবশেষে, ব্রাহ্মণ এক বৎসর ছমাস পরে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিতেছে শুনিয়া বেণে-ভাইপোর মহা মুশকিল! ভাবিলেন,—"তাই তো। মোহরগুলি সত্যই আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে!

—একবার যা হাতে আসিয়াছে, আবার তা ফিরাইয়া দিব?"

বেণে ভাইপো ভাবিল,—"তাহা হইবে না।"

বেণে-ভাইপো চুপ্‌চাপ্ রহিল।

ব্রাহ্মণ বাড়িতে ফিরিয়াছেন। পরদিন ব্রাহ্মণ বেণে-ভাইপোর বাড়িতে গেলেন। গিয়া বলিলেন,—"ভাই-পো, আমি আসিয়াছি। তীর্থের আশীর্বাদ লও।"

ঐ দূর হইতে ব্রাহ্মণকে আসিতে দেখিয়াই, বেণে-ভাইপো তো আগেই তাড়াতাড়ি গিয়া, গদিতে বসিয়া, চশমা চোকে দিয়া, কাগজ-পত্র লইয়া, খস্ খস্ খস্ খস্ খস্ খস্ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বেণে-ভাইপো, এস, তীর্থের প্রসাদ, আর আশীর্বাদ লও।

বেণে-ভাইপো কিছুই শুনিতেছে না। সে, লিখিয়াই যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বেণে-ভাইপো, আমি আসিয়াছি..."

বেণে-ভাইপো সেদিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। একমনে খস্ খস্ খস্ খস্ করিয়া কেবলি লিখিতেছে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বেণে-ভাইপো, আমি,—তোমার ঠাকুর-খুড়ো আসিয়াছি।"

তবুও বেণে কানে শুনিতেছে না।

তখন ব্রাহ্মণের মন যেন কেমন করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বেণে-ভাই-পো, এ কি! শুনিতে পাইতেছ না? আমি তীর্থ হইতে আসিয়াছি।"

বেণে-ভাইপো, তখন, চশমাটা একটু তুলিয়া বলিল,— "কে তুমি?"

শুনিয়া, ব্রাহ্মণ, অবাক হইয়া—ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সে কি! বেণে-ভাইপো, এ কি বলিতেছ! চিনিতে পারিতেছ না?—

—আমি—"

"তুমি!—

তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনি না।"

বেণে আপনমনে লিখিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—সর্বনাশ হইয়াছে!—ব্রাহ্মণ কাঁপিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"সে কি বেণে-ভাইপো, এ কি কথা! আমি,—আমি যে তোমার কাছে মোহরের ঘড়া রাখিয়া তীর্থে গিয়াছিলাম—

—বেণে-ভাইপো, কি বলিতেছ!"

বেণে বলিল,—"মোহরের ঘড়া!—সে কি! কে হে তুমি? তোমাকে তো আমি চিনিতেই পারিতেছি না। তোমার আবার মোহরের ঘড়া!—কি রকম?

—কিসের মোহরের ঘড়া?"

বেণে যেন আকাশ থেকে পড়িল।

ব্রাহ্মণ থামিলেন। বলিলেন,—বেণে-ভাইপো, তুমি কি আমার সঙ্গে তামাশা করিতেছ।—ছি!"

বেণে তখন ভয়ানক রাগিয়া গেল। বলিল,—"তামাশা! কিসের তামাশা? কে আছিস্ রে এখানে! আয় তো!—কোথাকার ভিখারী বামন এখানে আসিয়া মোহরের ঘড়া, মোহরের ঘড়া করিতেছে, দে এটাকে এখান থেকে এখনি দূ—র্ করিয়া!"

ব্রাহ্মণের মাথায় তখন বজ্রাঘাত। ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"বেণে-ভাইপো, এ সব কি বলিতেছ?—"

আর 'কি বলিতেছ'! ব্রাহ্মণ কত কাকুতি-মিনতি করিলেন, বেণে কিছুই শুনিল না। রাগিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

বেণে তৎক্ষণাৎ লোকজনকে হুকুম করিল,—"বামনকে দূ—র করিয়া তাড়াইয়া দে!"

কি করিবেন, ব্রাহ্মণ, মনের দুঃখে চলিয়া গেলেন।

(৫)

যান ব্রাহ্মণ।—যাইতেছেন। এমন সময়, সেই যে ভূতেরা উদ্ধার পাইয়া স্বর্গে গিয়াছে, তাহাদের সেই বড় ভূত, স্বর্গের যজ্ঞদেবতার এক কাজে মর্ত্যে আসিয়াছিলেন। এখন স্বর্গে ফিরিয়া যাইতেছে। পথে দেখিতে পাইল,—তাহাদের সেই ব্রাহ্মণ।

ভূত, মানুষের মূর্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, এ কি, আবার আপনার দুঃখ কেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কে তুমি ভাই?"

ভূত সকল কথা বলিল।

শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হইয়া গেলেন! ভয়ও যে না করিতে লাগিল, তা নয়। তবে আজ্‌কের ভয়, আগেকার সেই দিনের মত ঠিক ততটা বেশি নয়।

ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, আপনার খবর কি?"

ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণ, আপনার সব কথা বলিলেন।

শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা, সেজন্য আপনি দুঃখ করিবেন না। কত ঘড়া চাই? আমি এখনই আমাদের দেবতার কাছে যাইতেছি। আপনি আজ আবার ঠিক সেই দিনের মত দুপুর বেলায় সেই ইঁদারার ধারে গিয়া বসিয়া থাকুন। সেখানে আমাদের দেবতা আসিয়া আজ আবার আপনাকে আর এক ঘড়া ধন দিবেন।

তা ঠাকুর, আপনি নিশ্চিন্তে তাহা লইয়া যাইবেন।

—এই এখনই আমি আমাদের দেবতার কাছে চলিলাম।"

বলিয়া, ভূত, চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিলেন। প্রথমে ভাবিলেন,—"দরকার নাই।" আবার ভাবিলেন,—"ভূতেদের ব্যাপার। না গেলে শেষে আবার বা কি হয়!" কাজেই ভয়ে ভয়ে আবার সেই আমগাছের তলায় ইঁদারার পাড়ে গেলেন।

কতক সাহসে, কতক ভয়ে ভয়ে বসিয়া আছেন। এমন সময় ইঁদারার ভিতর হইতে ঘড়া হাতে এক যক্ষ-দেবতা উঠিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, আসিয়াছেন? এই নিন্।"

বলিয়া, ব্রাহ্মণের হাতে ঘড়া দিয়া যক্ষ-দেবতা বলিয়া দিলেন,—"দেখুন, আর কোন পথেই যাইবেন না। এই ঘড়া নিয়া, আপনি সেই বেণের বাড়ির সামনের পথ দিয়া বাড়ি যাইবেন! আপনার কোন চিন্তা নাই।"

বলিয়া, ঘড়া দিয়া, যক্ষদেবতা অন্তর্ধান হইলেন।

(৬)

ব্রাহ্মণ বেণের বাড়ির সাম্‌নের পথ দিয়া বাড়ি যান। হাতে সেই ঘড়া। যাইতে, দূর হইতে বেণে তাহা দেখিতে পাইল। বেনে দেখিল,—"বাঃ! ঠাকুর তো আর এক ঘড়া মোহর লইয়া যাইতেছে! ঠাকুরের নিশ্চয় অনেক ধন আছে! তাই তো, ঠাকুর এত ধন কোথা হইতে পায়? এক ঘড়া তো আগেই সিন্ধুকে পুরিয়াছি, এ ঘড়াও লইতে হইবে।" ভাবিয়াই বেণে তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল,—"প্রণাম হই, প্রণাম হই—ঠাকুর খুড়ো! কোথায় যাওয়া হইতেছে? এদিকে আসুন, পায়ের ধূলা দিন। আমরা কি এতই হতভাগা, এদিকে একবার চাহিতেও নাই ঠাকুর-খুড়ো? আসুন, আসুন—ওরে কে আছিস্ রে! ঠাকুর-খুড়োর পা ধুইবার জল আন, তামাক দে!—আসুন, আসুন—"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বেণে-ভাইপো, একবার তুমি যা করিয়াছ—আবার তোমার বাড়িতে!"

বেণে বলিল,—"সে কি, সে কি, ঠাকুর-খুড়ো! আমি তো আপনার জন্যই অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। আপনি যে এখান দিয়া আসিবেন, তা আমি ঠিক জানি। দেখুন তো ঠাকুর-খুড়ো, আমি যেই আগে আপনার সঙ্গে ঐ রকম করিয়াছিলাম, তাই তো আপনি আর এক ঘড়া পাইলেন। নইলে কি পাইতেন?

'এ সব তো আপনারা জানেন না; টাকা পয়সার কথা, এ সব আমরাই বেশি জানি।

"তা ঠাকুর-খুড়ো, আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আজ আর কোথায় যাইবেন? দয়াই যদি করিলেন, হাত পা ধুউন, সন্ধ্যা আহ্নিক করুন। আজকের রাতটা এখানেই থাকিয়া, কাল সকালে একেবারে দুই ঘড়া লইয়া বাড়ি যাইবেন।"

কি করিবেন, ব্রাহ্মণ, এড়াইতে আর পারিলেন না। হাঁ না করিয়া শেষে, রহিয়া গেলেন।

তবে, আজ ঘড়াটা আর বেণের কাছে দিলেন না। খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখিলেন।

(৭)

রাত্রি অনেক হইয়াছে। খাওয়া-দাওয়া করিয়া ব্রাহ্মণ, সাবধানে ঘড়াটি নিজের শিয়রের কাছে রাখিয়া শুইয়াছেন। এক একবার ঘুম পাইতেছে, আর ব্রাহ্মণ চমকাইয়া উঠিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহার ঘড়া ঠিক আছে কিনা।

এরূপে মানুষ কত রাত্রি আর জাগিতে পারে? শেষে, ব্রাহ্মণ দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

খুব গভীর রাত্রি। ওদিকে, ব্রাহ্মণের মোহরের লোভ আর কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছে না! বেণে, নিঝুম রাত্রে, আস্তে আস্তে, ব্রাহ্মণ যে ঘরে শুইয়াছেন, সেই ঘরে আসিল। আসিয়া আস্তে আস্তে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া খুঁজিতে লাগিল ঘড়াটা কোন্ দিকে আছে।

অনেক করিয়া খুঁজিতে শেষে দেখিতে পাইল, শিয়রের দিকে বালিশের সঙ্গে চাদর দিয়া বাঁধা ঘড়াটা রহিয়াছে।

আর তখন কি! বেণে, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, খু—ব সাবধানে, অন্ধকারে টিপি টিপি পা ফেলিয়া, বাহির হইয়া গেল। গিয়া, তাড়াতাড়ি একখানি ছুরি লইয়া আসিয়া, আস্তে আস্তে চাদর কাটিয়া ঘড়াটা লইয়া,—দে ছুট্!—

ব্রাহ্মণ তখন নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহার ঘড়া যে এদিকে বেণে-ভাই-পোর সিন্ধুকে গিয়া উঠিল, হায়, ব্রাহ্মণ কিছুই জানিতে পারিলেন না!

ঘড়া নিয়া গিয়া বেণে তো, যে ঘরে তাহার সারি সারি সব টাকার সিন্ধুক, একেবারে সেই ঘরে! তাড়াতাড়ি একটা সিন্ধুক খুলিয়া ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি ঘড়াটার মুখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, সব মোহর সিন্ধুকে ঢালিয়া দিল।—

দিতেই—

"ও রে বাবা রে। মা রে। ও রে। গেছি রে। আঁ্যা। ওরে বাবা। ওরে মা। উ—হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ হুঃ। ওঃ।—ও রে কে আছ রে। কোথায় যাই। ওরে মা গেছি। উ—হুঃ হুঃ হুঃ।— ভ্যা। উঃ। উঃ। গেলাম। মলাম। উ-হুঃ-হুঃ—ওঃ। অ্যাঃ। ভ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—। ওঃ।।—হা।—উঃ। মাঃ। বাবা।—ও হোঃ। উঃ হোঃ—"

—কোথায় মোহর, কোথায় কি, ঘড়া উপুড় করিতেই বিকটাকার এক রাশি ভূত ঘড়ার মধ্য হইতে বাহির হইয়া—অমনি,—কিল, চড়, —ধাক্কা, —লাথি, —ঘুষি,—কানমলা,—চাপট,—দুমদাম্,—চটাস্,—পটাস্,—দ্রুম্!—অবিশ্রাম আরম্ভ করিয়া দিল। এক এক ভূত বাহির হইতেছে, তা'রপর আর এক ভূত বাহির হইতেছে, তা'রপর আর এক ভূত, তা'রপর আর এক ভূত, এই রকমে ঘড়া হইতে কেবলি ভূত বাহির হইতেছে আর কিল চড় লাথি ঘুষি চারিদিক থেকে মারিতেছে!—

বেণের তখন পরিত্রাহি চীৎকার। কিন্তু, চীৎকার করিলে কি হইবে? টাকার সিন্ধুকের সেই ঘরটা ছিল সব ঘরের শেষে। সেখান থেকে বাহিরে কোন শব্দ শুনা যায় না। কেহ বেণের চীৎকার শুনিতে পাইল না। সারারাত ঘড়া হইতে কেবলি ভূত বাহির হইতে লাগিল আর কিল চড় লাথি মারিতে লাগিল...

ভূতে ঘর ভরিয়া গেল।

কেহই ছাড়িতেছে না। দশদিক থেকে সব ভূত আসিয়া বেণেকে মারিতেছে।

কি এক-একটার তার চেহারা! চেহারা দেখিলেই প্রাণ যায়; মার তো দূরের কথা!

ক্রমে ভোর হইয়া গেল। ভূত তেমনি বাহির হইতেছে আর মারিতেছে! বেণের শরীরে আর কিছুই নাই। গোঁফ, চুল, কান ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নাক থেঁৎলাইয়া গিয়াছে, পিঠ ফুলিয়া গিয়াছে। বেণে তখন মর মর হইয়া কেবল ডাকিতেছে,—"হে বাবা! কে আছ রক্ষা কর!—হে ঠাকুর-খুড়ো, কোথায় তুমি! ঠাকুর! আমাকে রক্ষা কর!"

সকলে জাগিয়া দেখে বাড়ির ভিতর দরজা খোলা। "এ কি, দরজা খোলা কেন?"

ভিতরে যাইতেই,—"হেঁওঁ মেঁ ওঁ! চীঁ ভীঁ চেঁই হুঁ!"—ভীষণ শব্দ, আর তা'র

সঙ্গে বেণের—"বাবা রে! মা রে!" চীৎকার, আর, দম্‌দাম্ চটাস্ পটাস্ কীল চাপড়ের আওয়াজ!

সকলে দৌড়িয়া গিয়া সিন্ধুকের ঘরে উঁকি দিতেই, —"ও রে মা রে!" —করিয়া, ছুটিয়া, চীৎকার করিয়া বাহির বাড়িতে আসিল।

তখন মহা গোল পড়িয়া গেল। সকলে মহা আতঙ্ক!—"এ কি!—" কে কি করিবে কিছুই ঠিক পায় না। সকলেই থর থর করিয়া কাঁপে! ভয়ে সকলের, হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। এক জায়গায় জড় হইয়া সকলে চীৎকার করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ সেই চেঁচামেচিতে উঠিয়া দেখেন, তাঁহার ঘড়া নাই।

ব্রাহ্মণ তো মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

তাহার পর লোক জনের কাছে সব কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—"সর্বনাশ হইয়াছে! তবে সেই ঘড়া নিয়াই বোধ হয় বেণে-ভাইপোর কোন বিপদ ঘটিয়াছে! ব্রাহ্মণের তখন যক্ষদেবতার কথাগুলি সব মনে পড়িল। ভাবিলেন,—"বোধ হয় এই জন্যই দেবতা আমাকে বেণের বাড়ির সামনে দিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। —আহা, না জানি বেণে-ভাইপোর কি হইল!"

ব্রাহ্মণ তখন খুব সাহস করিলেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন খুব দয়ালু। ব্রাহ্মণ তখনি ছুটিয়া সিন্ধুকের ঘরে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, ও রে বাবা! অসংখ্য ভূত! আর মেঝেতে তাঁহার ঘড়াটা পড়িয়া রহিয়াছে।

বেণের মুখে আর সাড়া শব্দ নাই। বেণে হাঁপাইতেছে। দুই হাত ছড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া বলিল,—"ঠাকুর-খুড়ো! ঠাকুর-খুড়ো!"

আর বেণে বলিতে পারিল না।

ভূতগুলি ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লাথি ঘুষি তখন—সব চুপ।

দেখিয়া, ব্রাহ্মণের খুবই যেন তখন একটা সাহস হইল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, —"তাই তো, তা হলে বোধ হয় ঐ ঘড়াটাতেই কি আছে! আগে ঘড়াটা সরাইয়া ফেলিয়া দেখি।"

ঘড়াটা সরাইতে গিয়া মাটি থেকে তুলিয়া খাড়া করিতেই, সব ভূত ধোঁয়ার মত

হইয়া ঘড়ার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। আর কোথাও কিছু নাই!

দেখিয়া ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হইয়া গেল।

বেণে তখন ছেঁড়া কাঁথার মত হইয়া গিয়াছে। কিল চাপড় লাথিতে তাহার দেহে আর কিছুই নাই। বেণে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"ঘড়াটা, ঐ ঘড়াটা—ঠাকুর-খুড়ো! ঘড়াটা যেন আর উপুড় হয় না!—ঠাকুর-খুড়ো, আমি একেবারে গেছি!!!"

বেণে মড়ার মত হইয়া গিয়াছে। হেঁচ্‌ড়াইতে হেঁচ্‌ড়াইতে অতি কষ্টে ব্রাহ্মণের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া পড়িল,—"ঠাকুর-খুড়ো। একবার যা করিয়াছি ঠাকুর-খুড়ো আর অমন কর্ম করিব না। ঠাকুর-খুড়ো! মাপ করুন—

—দোহাই ঠাকুর-খুড়ো!"

সেই সময় ব্রাহ্মণের পা লাগিয়া ঘড়াটা একটু নড়িয়া উঠিতেই,—শক্ত করিয়া ব্রাহ্মণের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বেণে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঠাকুর-খুড়ো গো! দোহাই ঠাকুর-খুড়ো, ঘড়া বুঝি আবার কাৎ হয়! ঠাকুর-খুড়ো, আমি তো আপনার আগেকার মোহরের ঘড়া এখনি দিতেছি, তা ছাড়া যত ইচ্ছা মোহর নিন্, নিন্ ঠাকুর-খুড়ো, আমি সব দিতেছি, দোহাই, ঠাকুর-খুড়ো, ঘড়া যেন আর না কাৎ হয় ঠাকুর-খুড়ো, রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ঠাকুর-খুড়ো।"

বেণে, ব্রাহ্মণের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেণের কষ্ট দেখিয়া ব্রাহ্মণেরও কষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বেণে-ভাইপো, তোমার কোন ভয় নাই। যা হইবার তা হইয়াছে; উঠ। আহা, আর যেন অমন কাজ কখনও করিও না।"

তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—"ছি বেণে-ভাই-পো! আমার ক'টা মোহরের জন্য দেখ তো তুমি কি কষ্টই না পাইলে!

যাক; চল।"

ব্রাহ্মণ, বেণেকে দুই হাতে তুলিলেন।

পরদিন বেণে ব্রাহ্মণের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, প্রণাম করিয়া তাহার আগেকার মোহরের ঘড়া দিল, আরও পাঁচ সাত ঘড়া মোহর দিল; বলিল,—"আরও যত ইচ্ছা আপনি নিন্।"

ব্রাহ্মণ সে সব কিছুই নিলেন না; কেবল আগেকার আপনার মোহরের ঘড়া আর শেষের ঘড়াটি লইয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

বেণে-ভাইপো তাহার পর আর কখনও কাহারও টাকা অমন করিয়া সিন্ধুকে নিয়া তুলে নাই। বেণের এখন—সেই সিন্ধুকের ঘরে গেলেই গাটা ছম্ ছম্ করিয়া উঠে!—"বাবা যেমন কর্ম করিতে গিয়াছিলাম, তেমনি ফল পাইয়াছি।"

বেণে,—হাজার বার করিয়া গড় করে!

ভূতের কিলের কথাটা, সে কি ভুলিবার জিনিস?

উপদেশ

[সার কথা]

১। ভাল লোকে দুঃখে পড়ে ডাক্‌লে ভগবানে,
যা' করে হ'ক ভগবান্, শুনেন তাহা কানে।

২। এ জগতে সব কিছুই ভগবানের দান,
সব কিছুই,—আর সবার, হৃদয় মন প্রাণ।
তা নিয়ে
সৎকাজে করেন যাঁরা,—তাঁদের নেই ক্ষয়,
কোন কিছু থেকে নেই তাঁদের কোন ভয়।

৩। পরের ধনে যাদের লোভটা বেজায় বেশি,
বিপদ তাদের নিশ্চয় ঘটেই শেষাশেষি।
ঠকিয়ে যারা নিতে যায়,—তাদের জেনো ধ্রুব
—পরের অহিতকারীর—নেই কোন কালেই শুভ।
একদিন ঠিক ধরবে তাদের, অনুতাপের ভূত
শাস্তি তারা বিষম রকম পাবেই অদ্ভুত।
নিতান্ত পাপীরও ফেরে যদি মন,
সৎকাজ চায়, তার আসে জাগরণ,
সৎকাজ যদি সে-ও প্রাণে মনে করে
তাহলে পাপ হতে সে-ও শেষে তরে।

৫। পুণ্যে শান্তি ও সুখ, পাপে চোকের জল,
যে যেমন কর্ম করে, তেমন তাহার ফল।

—সোনার কাঁটা দিয়ে বাহির করিয়া ফেলিল

পৃষ্ঠা—৭০

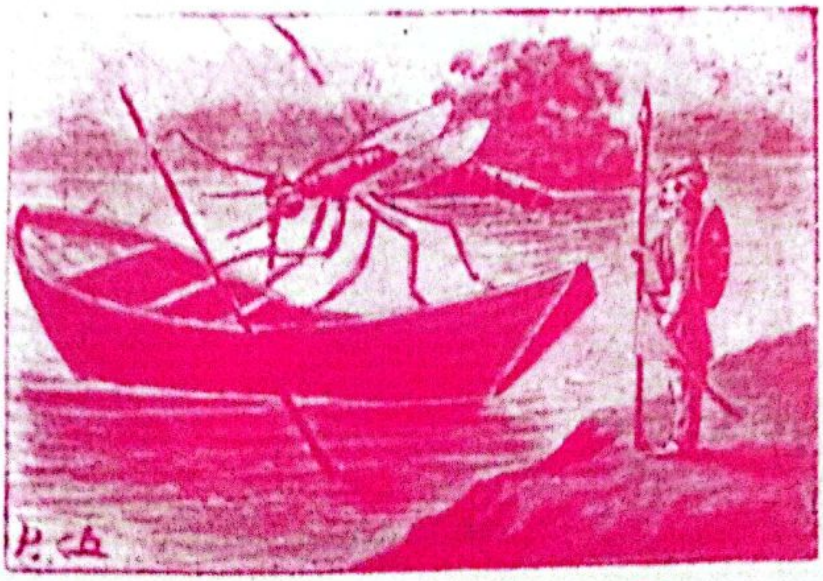

—মশা মাছি পার করিয়া নিতে আসিল—

পৃষ্ঠা—৭১

—"কাঁকুড় কাঁটা"—

পৃষ্ঠা—৭২

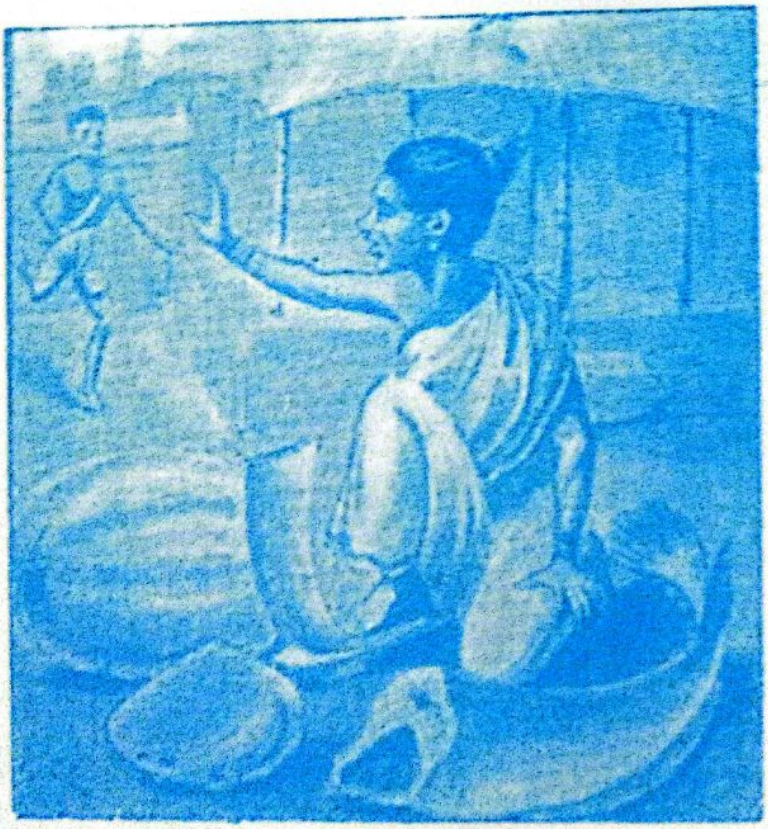

—"দেখ তো
এসো!"—

পৃষ্ঠা—৭৩

CamScanner

—সৈন্য
সামন্ত
সব
বাহির
হইতে
লাগিল—

পৃষ্ঠা—৭৩

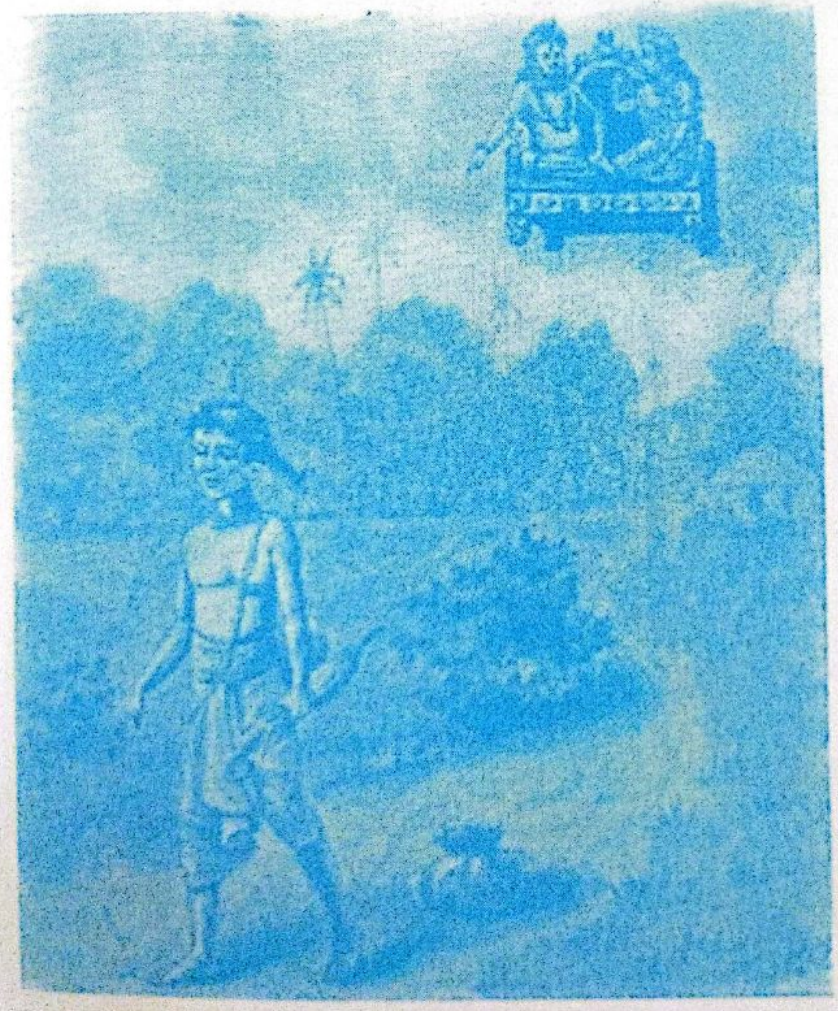

—"এই রকম করিয়া ঘুমাইতাম"—

পৃষ্ঠা—৭৮

—সম্মুখে সত্যই দেবতা !—

—"ওমা একি হ'ল গো—"

পৃষ্ঠা—৭৯

—গুড়- তেঁতুল—

টক
মিষ্টি
মেশানো

"আচ্ছা"

* * * *

CamScanner

গুড়-তেঁতুল

কোন্ দেশেতে খোলা প্রাণের এমন মধুর সুর
হেসে হাসায় আকাশ বাতাস, সন্ধ্যা দুপুর?

*　　*　　*　　*

কোন্ গ্রামেতে, কোথায় ছিল, করতো কোথায় বাস
রামধন যে, মাথায় নিয়ে সবার উপহাস?
সইতে হ'ত অনাদর; আর না পেরে শেষে—
ভাঙ্গা ছাতা, চটি নিয়ে চললো সুদূর দেশে!!

সুদূর দেশে,—ভারি মজা! রাজার সভায় গিয়ে,
চুপটি করে' বসল, সে তার কাজ কর্ম নিয়ে!
"হো! হো! হো!" রাজসভায় রামধনের কাজে
রাজসভার সবাই অবাক! মন্ত্রী মরেন লাজে!!

শেষে যখন, রামধন, দেশে এল ফিরে,
—হাতীর উপর হাওদা তুলে, চৌদ্দ হাতী ঘিরে।
চৌদ্দ হাতীর পিঠের উপর, লক্ষ মোহর বাজে।
ছড়িয়ে—গেল দেশ ভরে' সুর, নিত্য নূতন কাজে।

যশ চল্‌ল রামধনের দেশ বিদেশে ছুটে
গুড়-তেঁতুল-এর ভাঁড়ে ছিল এসব কথা লুটে'।

সরকারের ছেলে

এক, সরকারের ছেলে।

নাম তার রামধন সরকার।

রামধন সরকারের বাপ, গ্রামের মধ্যে সকলের চাইতে বিদ্বান, আর খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার খুব নাম ছিল।

বাপের মতন না হ'ক্, রামধন সরকারের পেটে কিছু বিদ্যা ছিল। আর, বুদ্ধিও তার বাপের মতনই ছিল।

কিন্তু থাকিলে কি হইবে? বাপ মারা যাওয়ার পর, নানা রকম বিপদে পড়িয়া রামধন বড়ই গরীব হইয়া পড়িল।

'গাঁয়ের ফকির সহজে গাঁয়ে ভিখ্ পায় না।' তাই, বুদ্ধি থাকিলেও, গরীব হইয়া পড়াতে গ্রামে আর রামধনের আদর রহিল না। সকলে তাহাকে "দূর্ দূর্" করিতে লাগিলেন।

লোকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, "কি রামধন সরকার! বিশ্বকর্মার পুত্র বুঝি চামচিকা হইয়াছে? তোমার বাপের এত বুদ্ধি ছিল, তা, শুনিতে পাই তোমার নাকি ভারি বুদ্ধি? তবে, খাইতে পাও না কেন?"

রামধন কিছু বলে না।

আবার লোকে আসিয়া ঠাট্টা করে,—"কি রামধন সরকার! এত চিন্তা কিসের—

"হাঁ হাঁ, ভারি নাকি তোমার বুদ্ধি? বুদ্ধি বেচিয়া কেন খাও না?"

একে নানা কষ্ট, তাহার উপর সকল সময় লোকের এমন ঠাট্টা, রামধন আর সহিতে পারিল না। রামধনের ভয়ানক রাগ হইল। মনে মনে বলিল,—"কি লোকে এত ঠাট্টা করে? যাঃ! আর এদেশে থাকিব না। বিদেশে গিয়া

পেটের ভাত করিয়া খাইব। মানুষ হইয়া যদি ফিরিতে পারি, তবেই আবার বাপের ভিটায় ফিরিব, নয় তো, আর ফিরিব না।" এই বলিয়া, রাগিয়া রামধন, ভাঙ্গা ছাতা, ছেঁড়া চটি, ছেঁড়া দু'চারখানা কাপর চোপড় যা' ছিল, সব আনিয়া একত্র করিল।

রাগ না লক্ষ্মী?

তখনি রামধন সরকার, পোঁটলা পুঁটলি বাঁধিয়া লইয়া, যে দিকে দুই চক্ষু যায়, বাহির হইয়া পড়িল।

পথে সকলে বলিতে লাগিল,—"কি রামধন সরকার, কোথায় রওয়ানা হইলে?"

"যেখানে খুশী।"

"আহা আহা, তবু শুনি?"

রামধন রাগিয়া বলিল—"যাব, বিদেশ।"

সকলে হাসিয়া বলিল,—"বেশ্ বেশ্; রামধন সরকার বাপ্‌কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া, কুছ্ নেই তো থোড়া থোড়া! তা, তা সরকারের বেটা সরকার বিদেশ থেকে এইবার বুঝি হাতী কিনিয়া আনিবে?"

বলিয়া, সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

রামধন সে সব কথা কানেও তুলিল না। রামধন, সন্ সন্ করিয়া চলিয়া গেল।

(২)

চলিয়া চলিয়া, রামধন এ গ্রামের পর সে গ্রাম, এক দেশের পর আর এক দেশ ছাড়াইল। কত দেশের পর কত দেশ গেল, কোথাও রামধন, সুবিধা করিতে পারিল না।

মনের কষ্টে তবুও রামধন, চলিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে, অনেক দেশ ছাড়াইয়া, শেষে হঠাৎ এক দেশে গিয়া রামধন দেখিতে পাইল,—এক রাজার বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান, কোঠা, মস্ত শহর। দেখিয়া রামধনের মনে যেন আশা হইল। রামধন সেইখানে দাঁড়াইল।

ভাবিল,—"দেখি, এইখানে কিছু একটা হয় কি না। যেমন তেমন একটা কাজের জোগাড় করিতে পারিলেই হয়।"

কি কাজের যোগাড় করিবে? রাজবাড়িতে যদি কোন কাজের যোগাড় হয়! রাজা কখন কোন্ সময়ে সভা করিয়া বসেন, খোঁজ লইয়া রামধন সে সব কথা জানিয়া লইল।

কিন্তু তাহার ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া চটি। রামধন ভারি ভাবনায় পড়িল। শেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রামধন, হাতে যা' কিছু ছিল সব দিয়া পরদিন একখানা নূতন কাপড়, একটি জামা, এক জোড়া জুতা, ভাল দেখিয়া একটি ছাতা আর একটি লাঠি কিনিয়া ফেলিল।

কিনিয়া সেই জামা কাপড় পরিয়া, কোন রকমে রামধন একটু ভদ্রলোকের মতন হইল। হইয়া হাতের ছাতাটি লাঠিটি বেশ করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া, সেই দিনই রাজা যখন প্রভাতে সভা করিয়া বসিয়াছেন,—খুব সাহস করিয়া রামধন সরকার, কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে রাজসভায় গিয়া—মাথা নোয়াইয়া দণ্ডবৎ হইয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সকলে বলিলেন,—"এ কে?"

রাজা, মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

রামধন মাথা নোয়াইয়া দণ্ডবৎ দিয়া বলিল,—"মহারাজ, আমার নাম রামধন সরকার।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"তুমি কি চাও?"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি চাও তুমি?"

রামধন বলিল, "মহারাজ, আমি হতভাগা দরিদ্র লোক; অনেক দূর দেশে আমার বাড়ি। মহারাজের এখানে কোন কাজকর্ম পাই কিনা সেই চেষ্টায় আসিয়াছি। মহারাজ যদি কোনো কাজকর্ম দিয়া দয়া করিয়া এই গরীবকে প্রতিপালন করেন?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"হুঁ!"

রাজা বলিলেন,—"এই কথা? এই জন্য আসিয়াছ? তা, কি কাজকর্ম তুমি পারিবে?"

"মহারাজ যে কাজ দিবেন তাহাই পারিব।"

"যে কাজ দিব তাহাই পারিবে?"

শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী সকলে আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

মন্ত্রী মনে মনে ভাবিলেন,—"বাঃ!—আচ্ছা দেখা যাক!"

রাজা আর মন্ত্রী দেখিলেন,—"লোকটা তাহা হইলে সে-সে লোক নয়;—সে কাজ দিব তাহাই করিবে।" জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তোমাকে বেতন কত দিতে হইবে?"

"মহারাজ যাহা দিবেন।"

"যাহা দিব?—তাহাতেই তোমার চলিবে?"

রামধন বলিল,—"আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ।"

"বেশ লোক তো!"—রাজা, মন্ত্রী, আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

রাজা মন্ত্রী ভাবিলেন,—"তাহা হইলে লোকটাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়।—"

তখন, নিজেরা কিছুকাল পরামর্শ করিয়া, রাজা বলিলেন,—"রামধন! তুমি বড় কষ্ট করিয়া আসিয়াছ; কিন্তু, বেতন দিয়া রাখিতে পারি, এখানে তো এমন কোন কাজকর্ম এখন কিছু নাই। তা, রামধন, তুমি বিনা মাহিনায় থাকিতে পার?"

রামধন মাথা নোয়াইয়া বলিল,—"মহারাজ, আপনি আদেশ করিলেই, তাহাও থাকিতে পারি। আপনি আদেশ করিলে, বিনা মাহিনায় থাকিয়াও আমি একটা কাজ দেখিয়া লইতে পারিব।"

রাজা দেখিলেন,—এ তো চমৎকার!—বলিলেন,—"তা যেন লইতে পার; কিন্তু মনে রাখিও, সে কাজের জন্য তুমি,—কিছুই পাইবে না।"

জোড়হাত করিয়া রামধন বলিল,—"মহারাজ!" তাহা না পাইলাম, মহারাজের যদি আশীর্বাদ থাকে, কাজ দেখিয়া লইতে পারিলে, যে কোন কাজ থেকেই নিজের অন্ন আমি করিয়া লইতে পারিব।"

রাজা বড়ই আশ্চর্য হইলেন।

মন্ত্রী আরও বেশি আশ্চর্য হইলেন।

তখন রাজা ও মন্ত্রীতে পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—"তাহা হইলে উহাকে এমন কাজ দিতে হইবে, যে, মাহিয়ানা তো পাইবেই না, সে কাজ থেকেও যেন কোন রকমে রামধন কিছু উপার্জন করিতে না পারে।"

মন্ত্রী, ভাবিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন,—"রামধন, মন্ত্রী তোমাকে যে কাজ দিবেন, তুমি গিয়া সেই কাজ করিতে পার।"

শুনিয়া রামধন মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিল।

মন্ত্রী, ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"রামধন সরকার! বেশ্ তাহা হইলে সত্য সত্যই তোমার একটা কাজ হইল দেখিতেছি! তোমাকে রাজবাড়ির ঘড়িখানার সর্দার করিয়া দেওয়া গেল। রাজপুরীতে প্রহরে প্রহরে ঘড়ি বাজে; অষ্টপ্রহরে সিংহ-দরজায় থাকিয়া প্রহরে প্রহরে ঘড়িয়ালকে ঘড়ি বাজাইতে হুকুম করিবে। এই শুধু তোমার কাজ। এই কাজে তুমি যা রোজগার করিতে পার, তা তোমার।"

শুনিয়া সকল লোকে রামধনের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন মজার কাজটা, রামধন পাইল কি না। রাজাও খুব খুশী হইয়া বলিলেন,—"রামধন, কেমন? ঠিক কাজ হইয়াছে তো?"

"জয় হোক মহারাজ!—"

বলিয়া রামধন, আবার প্রণাম করিয়া ছাতা লাঠি তুলিয়া লইয়া রাজা যে কাজ দিয়াছেন, সন্ সন্ করিয়া আপনার সেই কাজে চলিয়া গেল।

সকল লোক অবাক্!

ততক্ষণে রামধন সরকার পোশাকখানা হইতে পোশাক লইয়া গিয়া ঘড়িখানায় সর্দার হইয়া বসিয়া গিয়াছে!

(৩)

এ—ই প্রকাণ্ড এক পাগড়ি মাথায় দিয়া, এ—ই লম্বা এক তলোয়ার ঝুলাইয়া,—ঘড়িখানার সিপাইদের সর্দার রামধন সরকার, সিংহ-দরজায় পাইচারি করে আর প্রহরে প্রহরে তম্বি করিয়া ঘড়ি বাজাইবার হুকুম করে। রাজবাড়ির ঘড়ি ঠিক প্রহরে প্রহরে ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া বাজে।

এক প্রহর, দুই প্রহর, তিন প্রহর, চারি প্রহর। ক্রমে, দিনের ঘড়ি সব বাজিয়া গেল। রাত্রি আসিল।

রাত্রিও এক প্রহর হইল। ক্রমে দুই প্রহর গেল। দুই প্রহরের ঘড়ি বাজাইবার হুকুম দিয়া রামধন ভাবিতে লাগিল,—"এখনও খাওয়া-দাওয়া হইল না। তারপর কাল রাজার কাছে কাজের হিসাব নিকাশ দিতে হইবে।

—কি করা যায়?"

রামধন ভাবিতে লাগিল।

রামধন ভাবিল,—"তাই তো, এ কাজটা বড় সুবিধার নয়। তা, কি করিব! যা' হোক এই কাজ থেকেই তো একটা কিছু উপায় করিতে হইবে।

—কি করিয়া করি?"

ভাবিতে ভাবিতে রামধন, কিছুকাল ভাবিয়া এক বুদ্ধি ঠিক করিল। ভাবিল—

—"আচ্ছা, এ পর্যন্ত তো ঘড়ি ঠিক ঠাক বাজাইয়া আসিলাম, এইবার তিন প্রহরের জায়গায় চার প্রহর বাজাইয়া দিলে হয় না? তাহাতে যদি কিছু হয়!"

যেই ভাবা, সেই কাজ। যে—ই, তিন প্রহর বাজিয়াছে অমনি রামধন ঘড়িয়াল-সিপাইকে ডাকিয়া হুকুম করিল,—"ভোরের ঘড়ি বাজাইয়া দাও।"

ঘড়িয়াল-সিপাই ঝিমাইতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,—"হুজুর!"—

"ভোরের ঘড়ি বাজাও!"

ঘড়িয়াল চোখ রগড়াইয়া বলিল,—"হুজুর রাত রহিয়াছে।"

"রাত রহিয়াছে!—" রামধন রাগিয়া গর্জিয়া বলিল,—"আমার হুকুম, চার প্রহর বাজাও।"

রামধনের কোমরের তরোয়াল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল।

ঘড়িয়াল, ভয়ে, কি করিবে, তাড়াতাড়ি ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া ভোরের ঘড়ি বাজাইয়া দিল।

ঘড়ি বাজাইয়া দিয়া, রামধন, এদিকে ওদিকে পাইচারি করিতে লাগিল।

ঘড়িয়াল-সিপাই অবাক হইয়া বসিয়া আবার ঝিমাইতে লাগিল।

এমন সময় এক ভারি মজা হইল।

হইয়াছে কি, সেই দেশের সব চাইতে নামজাদা যে চোর, সে সেই রাত্রে রাজবাড়িতে চুরি করিতে গিয়াছে। নিশ্চিন্তে এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া; চোরপ্রভু, আস্তে আস্তে রাজ-ভাণ্ডারে গিয়া ঢুকিয়াছেন। আর—এমন সময়—ভোরের ঘড়ি!

"—সর্বনাশ!—অ্যাঁ—এ কি! এখনি যে ধরা পড়িব!" চোর থতমত খাইয়া গেল। তবে কি আজ এমন ভুল হইয়া গিয়াছিল?—এখনই ভোর হইয়া গেল! ভয়ে চোর তাড়াতাড়ি হাতের সামনে যাহা পাইল, টাকার এক তোড়া হাতে

করিয়া লইয়া ছাদের উপর দিয়া ছুটিয়া, দিক্-বিদিক্, ভুলিয়া দেওয়াল টপ্‌কাইয়া লাফাইয়া পড়িল।

...ভারি মজা!...

পড়্‌বি তো পড়্,—যেখানে রামধন সরকার পাইচারি করিতেছিল, একেবারে তাহার ঘাড়ে!

রামধন চমকিয়া গেল। চমকিয়া গিয়া রামধন তরোয়াল খুলিয়া দাঁড়াইল; বলিল,—"কে তুই?"

চোর দেখিল "গিয়াছি!"—রামধনের নূতন রকমের পোশাক, হাতে খোলা তরোয়াল, মস্ত বীরপুরুষের মত দেখাইতেছিল। চোর মনে করিল সে বুঝি একেবারে কোতোয়ালের সাম্‌নেই পড়িয়াছে!

চোর, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল,—"হায় হায়, কার মুখ দেখিয়া চুরি করিতে আসিয়াছিলাম, আজ এ সব কি!"— —ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া চোর রামধনের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। —"দোহাই হুজুর আর কখনও এমন কর্ম করিব না। এই যা' টাকা আমি নিয়াছিলাম,—এই আপনার পায়ের উপরে রাখিলাম;—আর কখনও এমন কর্ম আমি করিব না!"

রামধন বলিল—"হুঁ! বল্ কি করিয়া এখানে আসিলি?"

চোর কাঁপিতে কাঁপিতে সব বলিল!

রামধন বলিল,—"আচ্ছা, তবে দে,—আগে—নাকে খৎ দে, যে, আর কখনও চুরি করিব না।—"

চোর, থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল,—"হায়! কি মুশকিলেই পড়িয়াছি! এমন মুশকিলে কি মানুষে পড়ে!" চোর টাকার থলে' রাখিয়া নাকে খৎ দিয়া, কোন রকমে প্রাণে প্রাণে যেই ছাড়ান পাইয়াছে,—ছুট — !—পলাইতে পারিলে এখন বাঁচে!

রামধন তখন হাসিতে হাসিতে টাকার থলেটা নিয়া আস্তে আস্তে চলিল,—"যা হোক কিছু হইল।" ভোরে টাকার থলেটা নিয়া, রামধন, রাজভাণ্ডারে জমা দিল।

টাকার থলেটায় ছিল দশ হাজার মোহর!

শুনিয়া রাজা, রামধনকে ডাকাইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রামধন! ঘড়িখানার সর্দারী করিয়া তুমি রাত্রের মধ্যে এত টাকা কি করিয়া উপায় করিলে?"

রামধন সকল কথা বলিল।

শুনিয়া রাজা বড়ই খুশী হইলেন।

মন্ত্রী ভারী আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

মন্ত্রী দেখিলেন,—"তাই তো! লোকটা তো বুদ্ধি খাটাইয়া বাস্তবিকই অদ্ভুত কাজ করিল!" মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ, আচ্ছা, এটা যেন বুঝিলাম। এবারে খুব একটা শক্ত কাজ দিয়া বুঝা যাইবে যে, কি করিয়া তা থেকে রামধন টাকা উপার্জন করিতে পারে।"

রামধনের কাজে রাজা মনে মনে আশ্চর্য হইতেছিলেন; বলিলেন,—বেশ্।"

মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী বলিলেন,—"রামধন সরকার! এবার তোমায় একটা নূতন কাজ দেওয়া গেল!—কাজ এই, এই সহরে মোট কতগুলি রাস্তা আছে, কোন্ রাস্তা কতটা লম্বা, কতটা চওড়া, কোন্ রাস্তার উপর ক'টা বাড়ি আছে, কোন্ বাড়ীটি কত বড়,—এই সব মাপিয়া আসিয়া তোমায় বলিতে হইবে। এ থেকে তুমি যা' উপায় করিতে পার!"

চমৎকার কাজ! রামধনের দিকে চাহিয়া সকল লোক, তখন, হাসিতে লাগিল।

রামধন বলিল,—

"আজ্ঞা, তা আচ্ছা।"

রাজা বলিলেন,—"রামধন! কেমন এইবারের কাজটা কর দেখি! কাজটা ভাল নয়?"

রামধন বলিল,—

"যো হুকুম মহারাজ।"

বলিয়া, রামধন, তখনই রাজার দপ্তরখানা হইতে পরওয়ানা, আর, লোক জন, দড়াদড়ি, মাপিবার জিনিষপত্র সব লইয়া, শহর মাপিতে বাহির হইয়া পড়িল।

বাহির হইয়াই রামধন,—সহরের যে দিকে প্রকাণ্ড বাজার আর অনেক বাড়ি ঘর, সেইদিক হইতে, উত্তর দিকে প্রথম মাপ আরম্ভ করিল।

রাস্তার উপর দিয়া, বাড়ি ঘরের উপর দিয়া, দোকানের উপর দিয়া, লম্বালম্বি, পাশাপাশি,—যে দিক দিয়া সোজা আর খুব সহজ হয়, রামধন সেইরূপে মাপিবার দড়ি ফেলিতে লাগিল। এখানটায় কতকগুলি ইঁট ফিট রহিয়াছে, কি ভাঙ্গা দেওয়াল

রহিয়াছে, কিংবা দোকানদারের পসরা রহিয়াছে, বাড়ী ঘরের বারান্দায় জিনিসপত্র রহিয়াছে, লোকজন দিয়া সেগুলি সরাইয়া, ফেলিয়া—যতদূর সোজা আর সহজে মাপা যায়, রামধন তাহাই করিতে লাগিল। সারা শহরটাই মাপিতে হইবে তো! বাড়ি ঘর, রাস্তা, ঘাট, সব সুদ্ধ। সহজে না করিলে চলিবে কেন?

ছোট বড়—যত দোকানদার, মহাজন, সকলে আসিয়া উপস্থিত, "ব্যাপার কি?—"

ওদিক হইতে, যাঁহাদের বাড়ি ঘর মাপের মধ্যে পড়িল, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত,—"কথা কি?"—

রামধন সকল বলিল।

শুনিয়া সকলে দেখিল,—সর্বনাশ!—

——এরূপ করিয়া মাপ চলিলে তাহাদের বাড়ি ঘর জিনিস পত্রের দুর্দশা,—বেচা কেনা, কাজ কর্ম, খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ! সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল।

সকলে রামধনকে বলিল,—"দেখুন, রাজার যখন হুকুম, তখন মাপের জায়গা করিয়া দিতেই হইবে! কিন্তু এভাবে মাপিলে আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়, আপনি যদি দয়া করিয়া বাড়ীগুলির পিছন দিয়া ঘুরিয়া মাপিয়া যান, তাহা হইলে আমাদের কাজও বন্ধ হয় না, মাপাও হয়। এজন্য আপনাকে অবশ্য অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, তা আমরা সকলে আপনাকে সেজন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিব,—আপনি দয়া করিয়া এইটুকু করুন।"

রামধন দেখিল, কথা ঠিক। নইলে লোকগুলির কাজের বড়ই ক্ষতি হয়। অথচ তাহাকে সমস্ত শহর মাপিতেই হইবে। ভাবিল—"আচ্ছা, ঘুরিয়া ঘুরিয়াই মাপা যাক। তাহাতে সময় অবশ্য অনেক বেশিই লাগিবে। তবে পারিশ্রমিক যখন পাওয়া গেল, না হয় সারা রাত্রি খাটিয়াও শেষ করিব। তা ছাড়া আর উপায় কি?"

রামধন আর কি করিবে, কাজেই তাহাই স্বীকার করিল। লোকেরাও খুব সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে তার যা' অতিরিক্ত পারিশ্রমিক, সকলেই তা' দিতে লাগিল।

রামধন, সেদিন, সারা রাত্রি খাটিয়া, পরদিন প্রভাতে—পনের হাজার টাকা নিয়া রাজভাণ্ডারে জমা দিল। আর মাপের হিসাবপত্র নিয়া রাজসভায় বুঝাইয়া চুকাইয়া দিল।

রাজা মন্ত্রী অবাক!

বলিলেন—"রামধন, কি করিয়া তুমি এত টাকা সংগ্রহ করিলে?"

রামধন বলিলেন,—"মহারাজ, আমার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক।"

রামধন সকল কথা বলিল।

শুনিয়া রাজা মন্ত্রী দেখিলেন,—"তাই তো—"

রামধনকে শহর মাপিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল তা সত্যই তো, সে যে ভাবে পারে, যে রকম করিয়া খুব সোজা হয় সে ভাবে সে মাপিতে পারেই তো। এতে তার বাস্তবিক কোন দোষও দেখা যায় না!

রাজা মন্ত্রী তখন ভাবিয়া স্থির করিলেন,—"আচ্ছা, এবার ইহাকে এমন এক খুব শক্ত কাজ দিতে হইবে, যে তাহা হইতে যেন আর কিছুতেই সে কোন টাকা পয়সা উপায় না করিতে পারে।"

মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ! এবার রামধনের এই কাজ! শহরের সামনে এই যে নদী, এই নদীতে দিবারাত্র যত ঢেউ উঠে, সারা দিন রাত রামধন, কেবল এই নদীর ঢেউ গণিবে। একটি ঢেউও যেন বাদ যায় না—সঙ্গে পাহারা থাকুক। দেখি এ কাজ ও কি করিয়া করে।"

রাজা আর সভার সকলে দেখিলেন,—"বাঃ! এ সব চেয়ে চমৎকার কাজ! —এইবার রামধন জব্দ হইবে।"

রাজা ডাকিলেন—

"রামধন! আগেকার দুই কাজে তো তুমি বেশ যোগ্যতা দেখাইয়াছ, এইবারের কাজটা কর দেখি!"

রামধন বলিল, "মহারাজ, আদেশ করুন!"

রাজা বলিলেন, "সহরের সাম্‌নের এই নদীতে দিবারাত্র কত ঢেউ উঠে, ইহাই তুমি গণিবে। একটি ঢেউও যেন গণিতে ভুল হয় না; সঙ্গে পাহারা যাইতেছে; যাও!"

"যে আজ্ঞা!"—

রামধন একটু ভাবিলও না। বলিল,—"তা নদীর কতটা দূর পর্যন্ত ঢেউ আমায় গণিতে হইবে?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"যত দূ—র দৃষ্টি যায় শহরের এ দিক থেকে ওদিক, স—বটা নদীর ঢেউ তোমায় গণিতে হইবে।"

"আচ্ছা। তাহা হইলে মহারাজ, কয়েকজন লোক আমার লাগিবে।"

রাজা বলিলেন,—"তা বরং লইয়া যাইতে পার।"

তখন রাজসভা হইতে বিদায় লইয়া রামধন, খাতাপত্র, দোয়াত কলম, আর কয়েকজন লোক লইয়া ঢেউ গণিতে চলিল।

শহরের শেষ সীমানায় গিয়া রামধন নদীর এদিক ওদিক বেশ করিয়া দেখিয়া, বলিল,—"এই পর্যন্ত তো আমার ঢেউ গণিতে হইবে?—

আচ্ছা?"

লোকজনদিগকে বলিল,—"এই যে এখানে রাজ-নৌকার কাছিটি রহিয়াছে, এই কাছি এপার ওপার ধরিয়া আমার সীমানা এইখানে ঠিক করিয়া লও তো—"

হুকুম মত লোকজনেরা তাহাই করিল।

তখন রামধন ঢেউ গণিতে আরম্ভ করিল,—

—"দশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচ শত ষাট্! ...পাঁচ লক্ষ দশ হাজার তিন শত সাত। ...সাত লক্ষ তিন হাজার আট শত তিন।..." রামধন হু হু করিয়া গণিয়া যাইতেছে, ঘরে একজন লোক রহিয়াছে সে হুকুম মত সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া যাইতেছে। গণা একটুকুও ফাঁক যাইতেছে না; লেখা একটুকুও বাদ যাইতেছে না।

এইরূপে ঢেউ গণা চলিতেছে। কোটি কোটি ঢেউ গণা হইয়া গেল। এদিকে বিস্তর নৌকা, সেই সীমানার কাছির কাছে আসিয়া আটক হইয়া গিয়াছে। রামধন পাহারাওয়ালা সিপাইদিগকে গর্জিয়া বলিল,—"পাহারাওয়ালা-সিপাই সব! তোমরা কি রকম পাহারা দিতেছ? শোন! সাবধান!—একটি নৌকাও যেন এদিকে আসে না;—"

আর গণিতে লাগিল,—"তের লক্ষ পনর হাজার পাঁচ শত পঁচিশ ...একটি আমার ঢেউ ভাঙ্গিবে কি, দশ হাজার টাকা জরিমানা।—

—বত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাত শত চৌরাশী...."

রামধন ঢেউ গণিয়া যাইতে লাগিল।

পাহারাওয়ালা-সিপাইরাও দেখিল, কথা ঠিক। তাহারা হাঁকিয়া বলিল,—"হুঁশিয়ার! নৌকা যেন আর একটুকুও বাড়াইও না!"

সব নৌকা সেইখানে আটক!

নৌকাগুলি প্রায়ই ছিল সব বড় বড় মহাজনদের। তাহারা দেখিল,—সর্বনাশ। এরূপে নৌকা আটক থাকিলে, বন্দরে আজ গিয়া পৌঁছিতে না পারিলে তাহাদের যে, লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া যাইবে! উপায়?—

এদিকে তাহারা শুনিল যে, ঢেউগণা রাজার হুকুম!

শুনিয়া সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কি করিবে, অনুপায় দেখিয়া সকলে শেষে, রামধনের কাছে গেল। বলিল, "হুঁজুর, আপনি একটা গতি করুন। আপনি যদি আমাদিগকে এক ধার দিয়া একটু জায়গা না করিয়া দেন, তাহা হইলে আর উপায় নাই। দেখুন—আমরা একেবারে মারা যাই। হুঁজুর, আপনাকে আমরা টাকা দিতেছি, আপনি দয়া করিয়া আমাদের এইটুকু করুন—"

তখনি সকলে তোড়ায় তোড়ায় টাকা আনিয়া হাজির করিতে লাগিল। টাকার তোড়ায়—স্তূপ হইয়া গেল।

রামধন বলিল,—"এ কি! টাকা কেন? সাবধান! তোমরা ও সব করিও না।"

মহাজনেরা রামধনকে একেবারে ধরিয়া পড়িল, বলিল,—"হুঁজুর, তবে আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করুন; আমাদিগকে রক্ষা করুন!"

রামধন ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল,—"ইহাদিগকে কোনরূপে একটু জায়গা করিয়া না দিলে বাস্তবিকই ইহাদের ভয়ানক ক্ষতি হয়। অথচ তাহাতে বিস্তর ঢেউ ভাঙ্গা যাইবে। কি করি?" ভাবিল,—"বেচারারা এত করিয়া ধরিয়া পড়িয়াছে, আর বাস্তবিকই বেচারাদের ভয়ানক ক্ষতি হয়। আচ্ছা, ঢেউ যাহা ভাঙ্গিবে, যত কষ্টে হউক কোন প্রকারে গণিয়া লইব। ইহারা যাক্।" বলিল—"আচ্ছা ভাই, যাও। সাবধান, ঢেউ যেন বেশি ভাঙ্গে না—তবে, যাহা ভাঙ্গিবে, আমি গণিয়া লইতেছি। কিন্তু এ সব টাকা তোমরা লইয়া যাও।"

ঢেউ যেমন গণিতেছিল, রামধন, তেমনই গণিতে লাগিল।

এ উপকারে মহাজনদের তখন আনন্দ আর ধরে না। তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। তাহারা পরামর্শ করিল,—"ভাই দেখ, ইনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিলেন। আমাদিগকে অনেক টাকার ক্ষতি হইতে বাঁচাইলেন। যে টাকা আমরা দিতে আনিয়াছি, এ টাকা আমরা উহাকে দিয়া যাইব।" পরামর্শে তাহাই ঠিক

হইল। সকলে বলিল,—"হুঁজুর, এ টাকা আপনার লইতেই হইবে। বহু টাকার উপকার আপনি আমাদের করিয়াছেন, এ টাকা না লইলে চলিবে না। আমরা খাব-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে এ টাকা দিয়া গেলাম—।"

রামধন বলিল,—"না। শোন, তাহা হইবে না!"

মহাজনেরা কিছুতেই শুনিবে না।—"না হুজুর, টাকা লইতেই হইবে।" কিছুতেই রামধনকে মহাজনেরা ছাড়িল না। অনেক কথা কাটাকাটির পর শেষে, রামধন, কি করিবে, অগত্যা টাকাটা খাতায় জমা করিয়া লইল।

যেমন ঢেউ গণিতেছিল তেমনি গণিতে লাগিল।

ও-ই দূর দিয়া খুব সাবধানে মহাজনেরা নৌকা লইয়া যাইতে যে সব ঢেউ ভাঙ্গা গেল, রামধন নিজ কথামত সেগুলি খুব পরিষ্কার হিসাব করিয়া নিখুঁতভাবে লিখিয়া লইল। একটিও তাহার ভুল গেল না।

সারা দিনরাত এইরূপে ঢেউ গণিয়া, পর দিন ভোরে রামধন বিশ হাজার টাকার বিশ তোড়া নিয়া রাজভাণ্ডারে জমা দিল। আর ঢেউয়ের হিসাব নিয়া রাজসভায় বুঝাইয়া দিল।

রাজা মন্ত্রী বলিলেন,—"তাই তো!" জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি করিয়া ২০,০০০ টাকা উপায় করিলে?"

রামধন মাথা নোয়াইয়া সব কথা বলিল।

রাজা মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হুঁ? আচ্ছা, নৌকা যাইতে যেসব ঢেউ ভাঙ্গিয়া ছিল তাহার হিসাব তুমি কি করিয়া পাইলে?"

রামধন বলিল—"মহারাজ, কেন ৮ টুক্‌রাতে ১; ৪ টুক্‌রাতে ১; ২ টুকরাতে ১; এইরূপে, এই দেখুন, মোট ভাঙ্গা ঢেউ হইয়াছে,— —নিরানব্বুই নিখর্ব্ব নিরানব্বুই বৃন্দ নিরানব্বুই কোটি নিরানব্বুই লক্ষ নিরানব্বুই হাজার নয়শত নিরানব্বুই।"

—ঢেউ গণার সমস্ত খাতা রাজসভায় ছড়াইয়া, রামধন, ভাঙ্গা ঢেউয়ের অঙ্কগুলি পরিষ্কার দেখাইয়া দিল।

রাজা মন্ত্রী বলিলেন,—"বেশ্। কিন্তু তোমার যে ভুল হয় নাই তার ঠিক কি?"

রামধন, জোড়হাত করিয়া বলিল,—"মহারাজ, যে কাহাকেও দিয়া আবার গণাইয়া দেখুন। যদি একটিও ভুল হইয়া থাকে, আমি অবশ্যই শাস্তি পাইব।"

তখন—মন্ত্রী, মাথা চুলকাইতে লাগিলেন, আর মন্ত্রী কথা বলেন না! রাজাও মনে মনে রামধনের প্রশংসাই করিতেছেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারেন না।

রাজা মন্ত্রী দেখিলেন, —"তাই তো, ইহাকে জব্দ করা তো বড়ই কঠিন কাজ!" তখন রাজা আর মন্ত্রী বলিলেন,—"আচ্ছা রামধন, তোমার জন্য আর কোন কাজ দেওয়া হইবে না। তুমি এই রাজসভায় আমাদের পাশে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবে। এই শুধু তোমার কাজ। দেখি এ-কাজ থেকে তুমি কি করিতে পার!"

রামধন বলিল,—"যে আজ্ঞা মহারাজ।"

বলিয়াই,—

—রাজ-সভায় গিয়া বসিতে হইবে,—রামধন তখনি মস্ত লম্বা একটা পাত্র-মিত্রের পুরানো জামা খুঁজিয়া নিয়া গায়ে দিয়া, মাথায় খুব বড় রকম একটা পাগড়ি বাঁধিয়া, রাজ্যসভায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রাজা মন্ত্রী যেখানে বসিয়া আছেন, তাঁহাদেরই একটু পিছনে, এক পাশে রামধন চুপচাপ বসিয়া আছেন। কোন কথা বলে না। টুঁ-শব্দটিও করে না। সভা হইতেছে, আর রামধন সেই সব দেখিতেছে।

যায় অনেকক্ষণ। রামধন চুপ করিয়া থাকিয়া দেখিতেছে। আর, খুব কতক্ষণ পর পর, এক-একবার হাতটা নাড়িতেছে। পাগড়ি সুদ্ধ মাথাটা এক-একবার এদিক-ওদিক বেশ করিয়া নাড়িয়া, চোক কটমট করিয়া তাকাইয়া, আবার গম্ভীর হইয়া বসিতেছে।

সভায় বসিয়া আছে কিনা?

আর, যখন সভা খুব জমিয়া উঠিতেছে, তখন পিছন হইতে, রাজা-মন্ত্রীর কানের কাছাকাছি অতি আস্তে আস্তে মুখ বাড়াইয়া নিয়াই (অর্থাৎ যেন ফিস্ ফিস্ করার মত ভঙ্গী করিয়াই), আবার চুপ করিয়া বসিয়া আছে!

প্রকাণ্ড রাজসভা। হাজার হাজার লোক জন রায়ত প্রজা। সকলের বিচার আচার হইতেছে।

সভা গম্ গম্ করিতেছে।

রামধন, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আর, রাজা-মন্ত্রীর পিছনে, কেহ দেখিতে না পায় এমন ভাবে, আপন মনে, থাকিয়া থাকিয়া কখন কখন ঐ রকম ভঙ্গী করিতেছে।

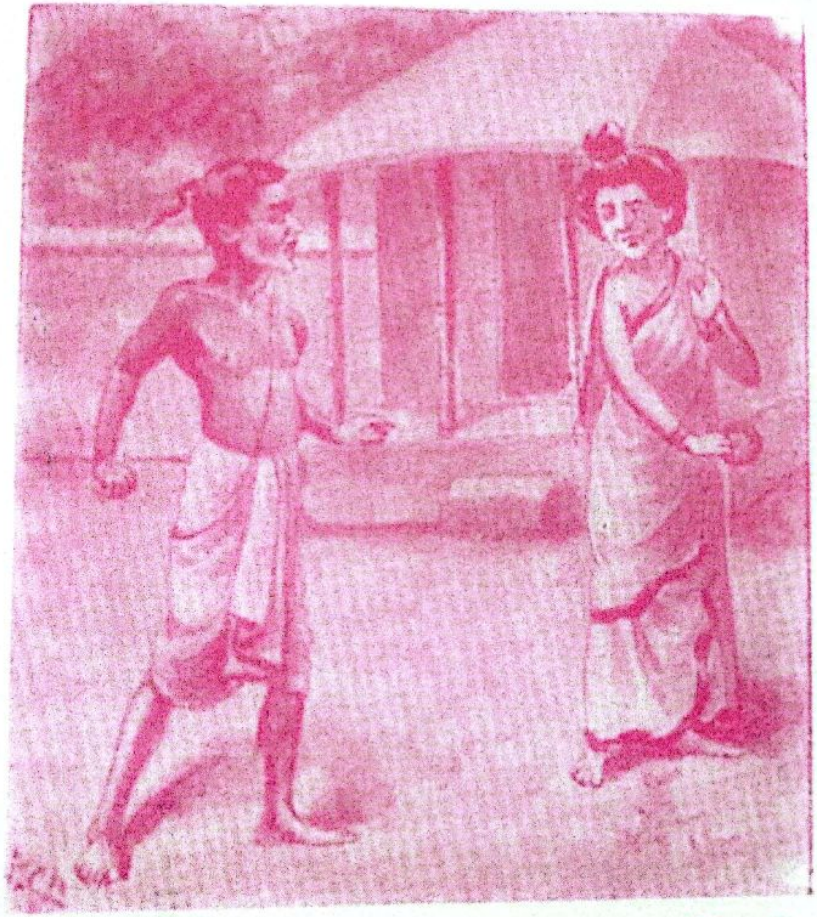

"রাজ্য চা !"

—"গহনা চাইব !"—

পৃষ্ঠা—৮০

—"ওমা ! —একটিও মাথা নাই !"—

পৃষ্ঠা—৮১

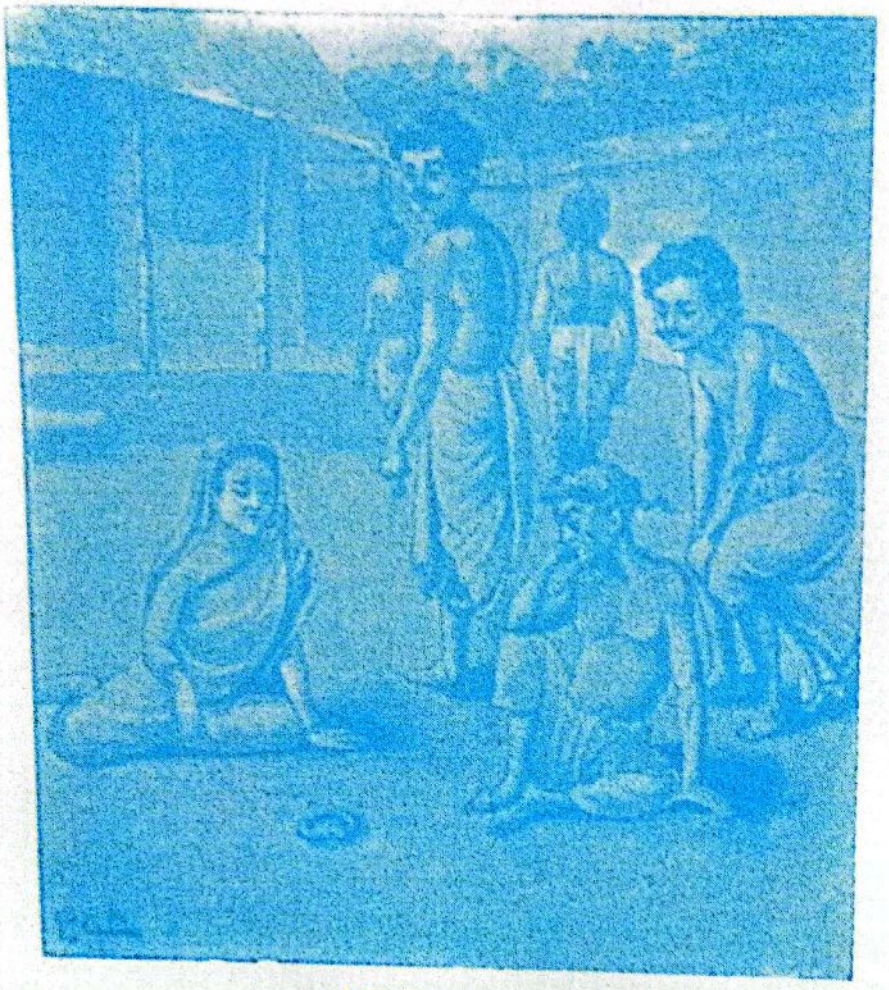

পৃষ্ঠা—৮২

—কিছুই হয় না!—

পৃষ্ঠা—৮৬

—"ঠাকুর, ঠাকুর,—এঁ ঘঁড়া তোমার"—

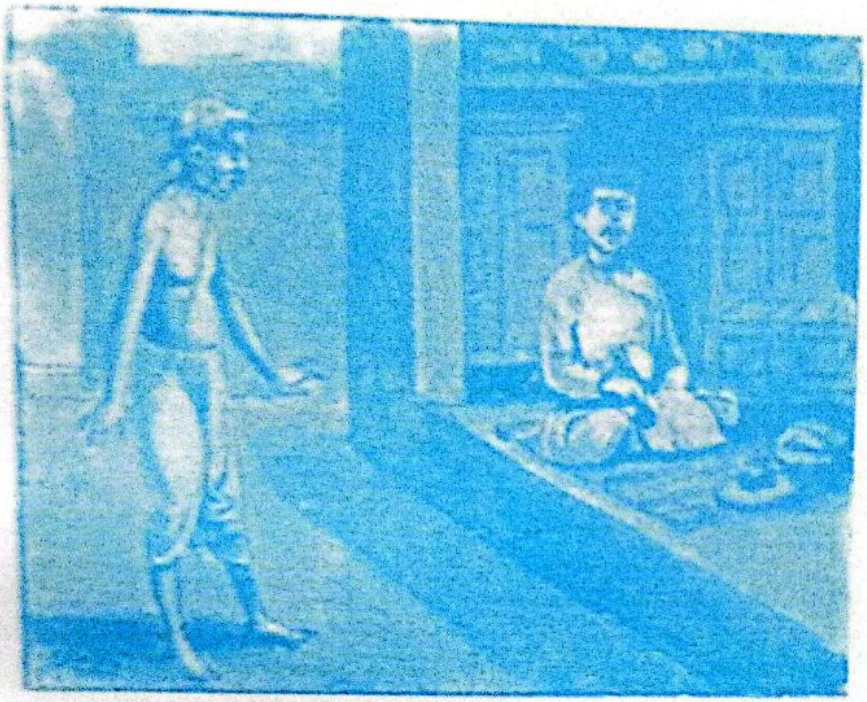

"কে তুমি" পৃষ্ঠা—৮৯

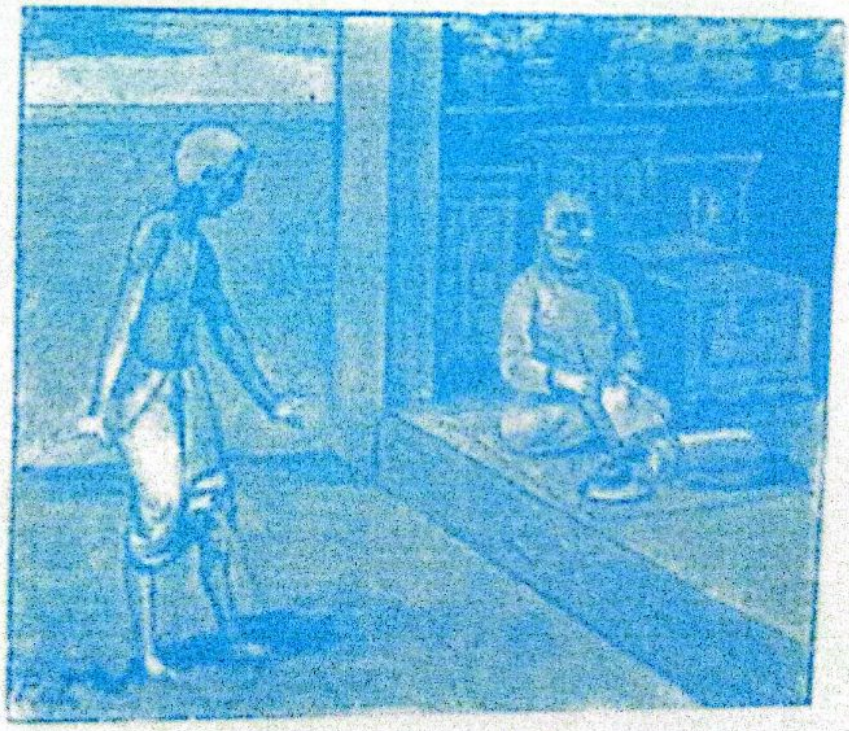

—"মোহরের ঘড়া!"—

পৃষ্ঠা—৮৯

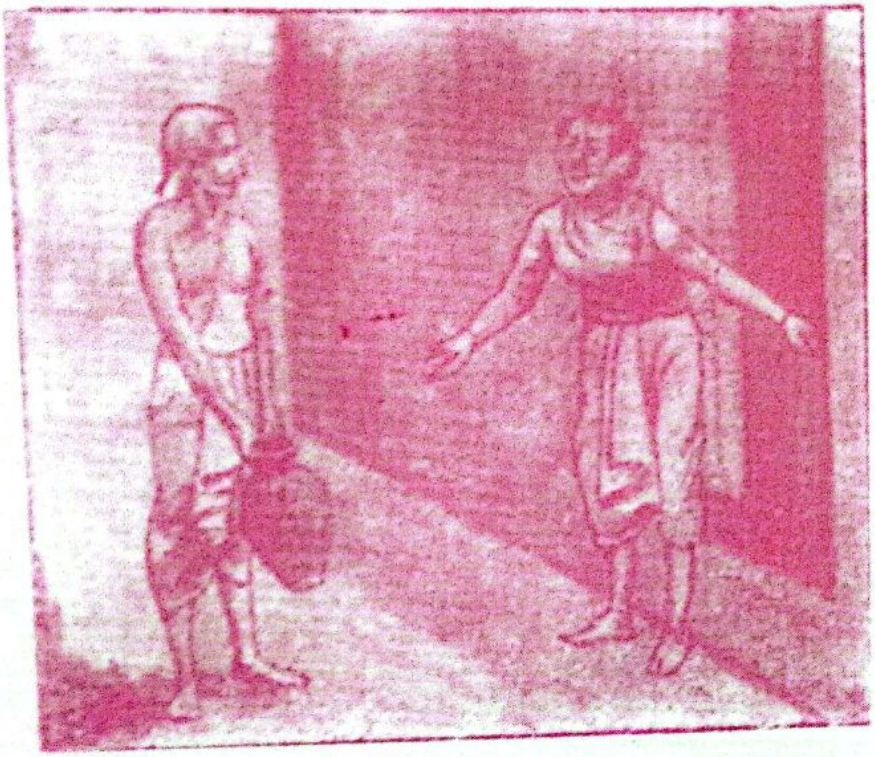

—"আসুন আসুন !"—

পৃষ্ঠা—৯১

পৃষ্ঠা—৯১

—"বেণের বাড়ীর সাম্‌নের পথ দিয়া বাড়ী যাইবেন"—

—"অ্যাঁ—অ্যাঁ উহুঃ ! উহুঃ ! ওঃ হা"— পৃষ্ঠা—৯৩

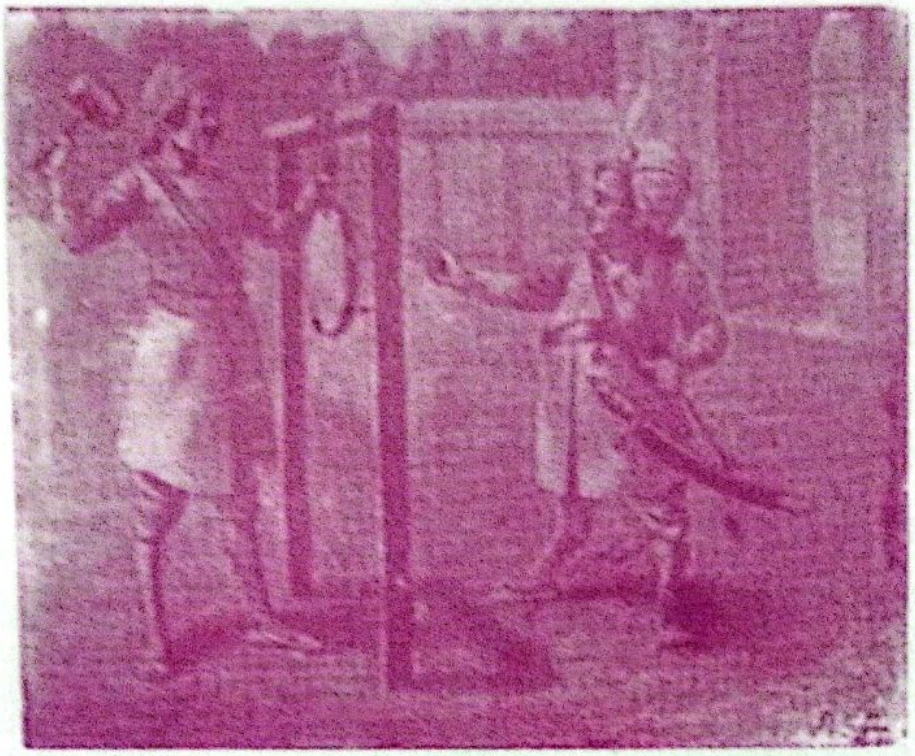

—"আমার হুকুম
চার প্রহর বাজাও"— পৃষ্ঠা—১০৪

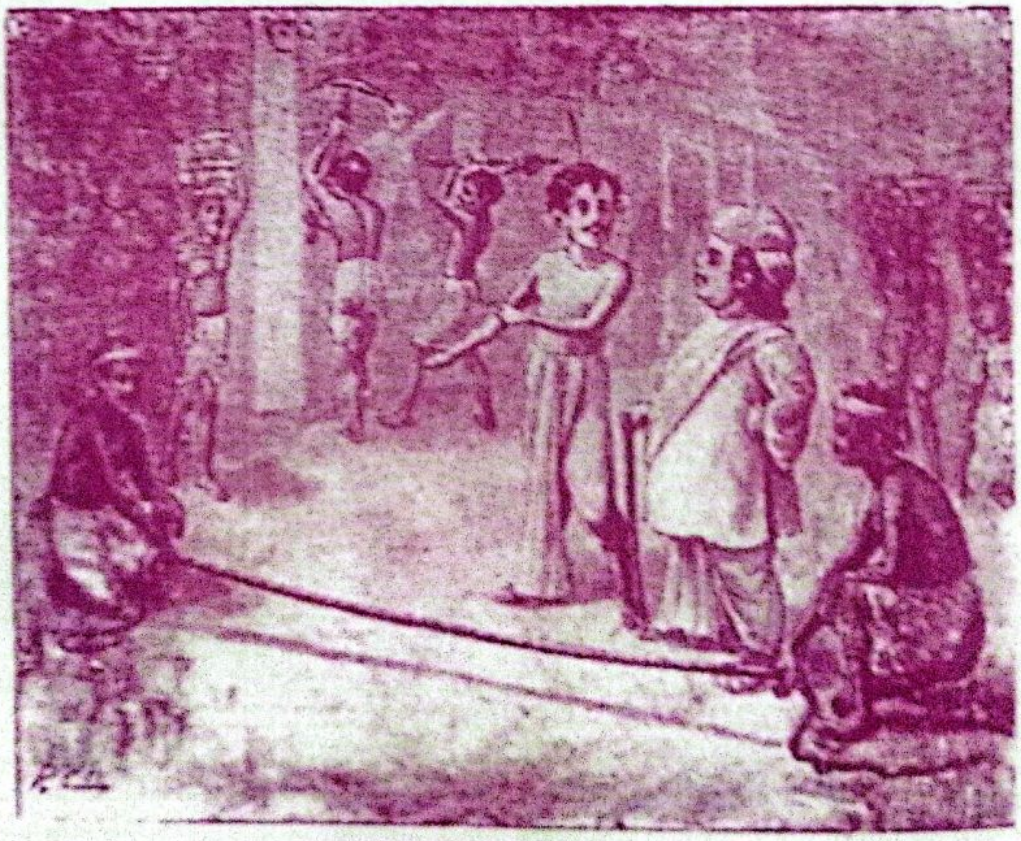

—মাপ আরম্ভ করিল—
পৃষ্ঠা—১০৬

—ঢেউ গণিতে আরম্ভ করিল— পৃষ্ঠা—১০৯

—"৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯"— পৃষ্ঠা—১১১

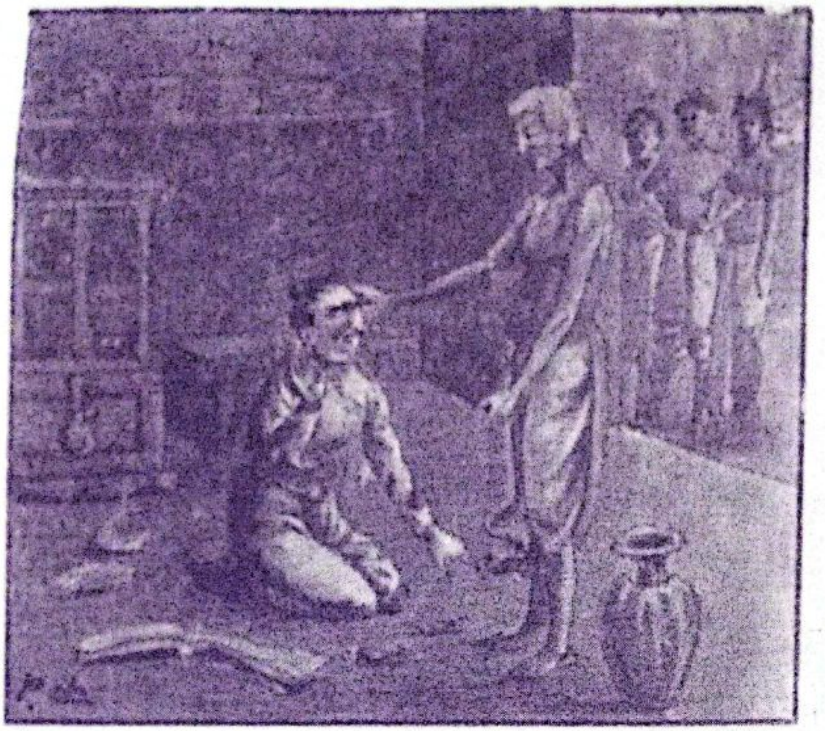

পৃষ্ঠা—৯৫

—"আমার ক'টা মোহরের জন্য কত কষ্ট পাইলে!"—

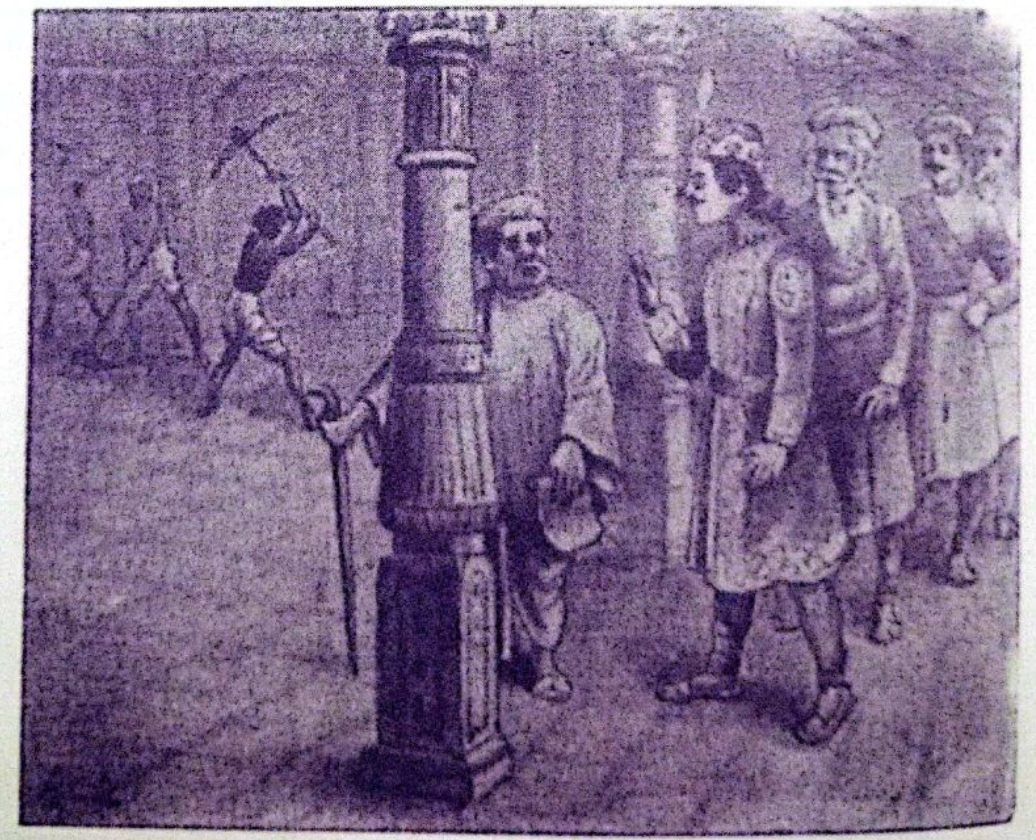

আজের মধ্যে
ইঁদুর বংশের
সমস্ত আমি ধ্বংস করিব"—

পৃষ্ঠা—১২৬

এদিকে, সভায় যাহাদের বিচার আচার হইতেছে, সেই সকল লোকেরা, সম্মুখ হইতে মাথায় অতবড় পাগড়ি অমন লোককে রাজা-মন্ত্রীর সঙ্গে ঐ ধরনে কথাবার্তা করিতে দেখিয়া মনে করিতেছে—"তাই তো, উনি কে? মাথায় অতবড় পাগড়ি, অমন করিয়া রাজা-মন্ত্রীর সঙ্গে কানে কানে অমন কথাবার্তা কহিতেছেন, উনি বোধ হয় রাজার খুব প্রিয় পাত্র কেহ হইবেন! ভাল কথা। তাহা হইলে উঁহাকে কোন কিছু নজর দিতে পারিলেই তো বোধ হয় আমাদের বিচার-আচার খুব ভাল হইবে!—"

মনে করিয়া, তাহারা যে যখন রাজাকে নজর দিতে আসিতে লাগিল সেই সঙ্গে সকলেই চুপি চুপি রামধনের জামার থলেতেও একটি করিয়া টাকা নজর,—পুরিয়া দিয়া যাইতে লাগিল।

লোকেরা মনে মনে সবাই ভাবিতেছে, "এইবার আমাদের হইয়া উনি কিছু বলিলেই, আমাদের বিচার ঠিক হইবে।"

রামধন কিন্তু ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল।

সে ইশারা করিয়া তাহাদিগকে ওরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দিল।

তাহাতে লোকজনেরা আরও মনে করিল,—"তবে বোধ হয়, নজর অল্প হইয়াছে। দুই এক টাকায় হয় তো হইবে না।"—তখন তাহারা, যে আসিতে লাগিল, কেহ তিন টাকা, কেহ পাঁচ টাকা, এই রকম সকলেই বেশি বেশি করিয়া রামধনকে নজর দিতে লাগিল।

রাজা মন্ত্রী, কি অন্য কেহ, এসব কিছুই জানিতে পারিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে রামধনের জামার থলে টাকায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল!

টাকা লোকে ইচ্ছা করিয়া দিয়া যাইতেছে, তা রামধনের কি দোষ? সভায় হাজার হাজার লোক আসিতেছে। টাকা দিয়া যাইতেছে। রামধনকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে, কাজেই রামধন কোন কথাও বলিতে পারে না। ইশারা করিয়া বলিতে গেলেও লোকে আরও বেশি করিয়া টাকা দেয়! কি করিবে, রামধন, অনুপায়ে পাগড়ির পাহাড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যতই সভার সময় বাড়িতেছে, ততই কেবলি টাকা আসিতেছে। রামধনের জামার থলে ছিঁড়িয়া যাইবার মত হইয়া উঠিয়াছে। কি মুশকিল! কতক্ষণে সভা ভাঙ্গিবে, এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে, রামধন এখন কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সভা আর ভাঙ্গে না!

ক্রমে বেলা অনেক হইল। না, শেষে, সভা ভাঙ্গিল।—বাঁচা গেল!

সভা ভাঙ্গিতে-না-ভাঙ্গিতে রামধন একেবারে রাজভাণ্ডারে!

অমন জামার দু'দিকের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই থলে—টাকায়—একেবারে বোঝাই!—নিয়া চলা কি সহজ? বহু কষ্টে, কোন রকমে রাজভাণ্ডারে নিয়া, টাকাগুলি ঢালিয়া দিয়া রামধন, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দুই থলে টাকা, প্রকাণ্ড দুই তোড়া।

খবর তখনি রাজার কাছে।

রাজা মন্ত্রী ভাবিতেছেন,—"রামধন এইবার জব্দ হইয়াছে।"

এমন সময় খবর।

শুনিয়া, রাজা মন্ত্রী আশ্চর্য হইয়া গেলেন। "সে কি!!—দুই তো—ড়া টাকা! কি করিয়া উপায় করিল?—"

তখনি রামধনের তলব।

রামধন সকল কথা বলিল।

শুনিয়া রাজা মন্ত্রী দেখিলেন—"নাঃ, কিছুতেই ইহার সঙ্গে পারা গেল না!!!"

রাজা মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন,—

—"কি করা যায়!"

মন্ত্রী দাঁত কড়মড় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন—'মন্ত্রী, খু—ব ভয়ানক একটা শক্ত কাজ দেখুন দেখি—"

মন্ত্রী রামধনের উপর বেজায় চটিয়া গিয়াছেন। ভাবিতে লাগিলেন, —"কি!! আচ্ছা,—দেখি!—" বলিলেন,—"মহারাজ, একটা দিন সময় দিন; আমি একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি।—দেখি, লোকটাই কতদূর!"

রাজা বলিলেন,—"দেখুন।"

মন্ত্রী একদিন সময় নিলেন। সময় নিয়া মন্ত্রী ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি গেলেন।

রামধনের সেদিন খুব স্ফূর্তি! খাইয়া দাইয়া, সেদিনের রাত্রিটা রামধন, নিশ্চিন্তে আর খুব শান্ত মনে—ঘুমাইতে লাগিল।

(৪)

পরদিন,———রাজসভা বসিয়াছে। গম্ গম্ সভা। সভায় আসিয়াই মন্ত্রী, প্রথম—রামধনের তলব করিলেন।

রামধন, রাজসভার সম্মুখে, খাড়া।

মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেন,—"রামধন, এইবার তোমার উপযুক্ত কাজ ঠিক করিয়াছি, এইবার এই কাজে যাও।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ, এইবার রামধনের কাজ এই,—এই প্রকাণ্ড শহরে য—ত বাড়ি আছে, প্রত্যেক বাড়িতে যেখানে যত রকমের ইঁদুর আছে, আজ হইতে তিন দিনের মধ্যে,—সমস্ত রকম ইঁদুর রামধনের মারিতে হইবে! ইঁদুরের বংশ যেন এই নগরে থাকে না!

এই কাজ থেকে তার উপার্জন করিয়া খাইতে হইবে।

—আর, আজ থেকে তিন দিন পর, যদি কেহ আসিয়া এ কথা বলে, যে, আমার বাড়িতে একটিও সলুই, কি আধখানাও নেংটে ইঁদুর আছে, তবে তৎক্ষণাৎ রামধনের—গর্দান।"

এবার, রামধনের কাজের কথা শুনিয়া, সকল সভা চমকিয়া উঠিল। সকল সভা শিহরিয়া উঠিল।

রাজা অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহার পর ডাকিলেন,—"রামধন,———"

রামধন মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল,—"মহারাজ, আদেশ করুন।"

রাজা বলিলেন,—"রামধন, কাজের কথা শুনিলে? এই কাজ তুমি পারিবে কি?"

রামধন বলিল,—"মহারাজ, আপনি আদেশ করিলেই পারিব।"

শুনিয়া—সকল লোক হাঁ করিয়া রামধনের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজা আশ্চর্য মনে কতক্ষণ ভাবিয়া, শেষে বলিলেন,—"আচ্ছা, আদেশ করিলাম, এই কাজ তোমায় করিতে হইবে।"

রামধন বলিল,—"মহারাজ, তবে আমার সঙ্গে ইঁদুর মারিবার যন্ত্রপাতি আর লোক জন দিতে আদেশ করুন।"

যাহা যাহা দরকার, যাহা যাহা রামধন চাহিল, রাজা, সমস্তই রাজভাণ্ডার হইতে দিতে আদেশ করিলেন।

লোকজন যন্ত্রপাতি, সমস্ত লইয়া রামধন, শহরের ইঁদুর-বংশ উজাড় করিতে বাহির হইল।

সমস্ত ইঁদুর মারিতে হইবে,—তিন দিন মাত্র সময়। তা, ভাবনা কি? রামধনের সঙ্গে পাঁচশত লোক, আর যত রকমের অস্ত্র!

—থলে, বাঁশ, কোদাল, খন্তা, কুড়াল, শাবল, দা, সড়কি, খোঁচা, খাঁচা, জাঁতি-কল, লাঠি, সাঁড়াশি, চিম্‌টা, বল্লম!

এই সব লইয়াই, রামধন, শহরের দিকে চলিল।

শহরে গিয়া পড়িয়াই,—আর কথা নাই,—যেখানে সব বড় বড় লোকদের বাড়ি,—প্রথমেই রামধন সেই সব বাড়িতে ঢুকিয়া হৈ হৈ করিয়া ইঁদুর মারিতে আরম্ভ করিয়া দিল! ইঁদুরের বংশ উৎসন্ন করিতে হইবে;—কোদাল, শাবল, খন্তা, কুড়াল, চারিদিক হইতে ঠনাঠন্ চলিতেছে,—ঘরের মেজেতে, দেওয়ালের ফাটলে সিঁড়ির উপর নীচে, পাশে, কোণে, কড়িকাঠের ফাঁকে—যেখানে সেখানে ইঁদুর থাকা সম্ভব,—কাগজপত্র, খাট, চৌকি, পেটরা, তোরঙ্গ, বিছানা, আসবাব, যত কিছু সব—টানিয়া, খুলিয়া, ছড়াইয়া, খোঁচাইয়া,—সমস্ত ঘরে, নর্দমায়, গর্ত্তে কুলুঙ্গিতে, কোথাও কোন জায়গায় ইঁদুর আছে কিনা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল!—একটিও ইঁদুর যেন থাকে না, একটিও ইঁদুর যেন পালায় না! —সাবধান!!"

হুলুস্থূল ব্যাপার!!

যাঁহাদের বাড়ি, তাঁহারা তো, "—ব্যাপার কি?—এ কি! এ কি!!"—করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়াছেন;—আসিয়া সকলে ভয়ে থ' খাইয়া গিয়াছেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। অত লোকের তাড়া হুড়া, হৈ হৈ হল্লা!!

—"এ সব কি! ব্যাপার কি?—এ কি?"—

রামধন, একটিও কথা বলিল না। শুধু কেবল রাজার পরওয়ানা-খানা বাহির করিয়া দেখাইল,—"মহাশয়, এই দেখুন।"

পরওয়ানা পড়িয়া সকলের চক্ষু স্থির। কেহ আর কোন কথা বলিতে পারেন না।—"এ কি!—তাই তো!—সত্যই এ যে রাজার হুকুম!—সর্বনাশ!—এ কি এ!"—তাহারা সব বড় বড় লোক। কিন্তু কে কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারেন না।

রাজার পরওয়ানা!

রামধনের ওদিকে কিনা সময় খুবই অল্প, শ্বাস ছাড়িবারও কি সময় আছে?—রামধন খুব জোরে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, "—ওই একটা ইঁদুর গেল,—ওই বুঝি কাগজগুলার মধ্যে একটা ইঁদুরের লেজ দেখা যাইতেছে!—ওই, ওই, দ্যাখ্ তো দেওয়ালের পাশ দিয়া ঐ বুঝি একটা গর্ত দেখা যাইতেছে,—শীগ্‌গীর দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গর্ত খুঁড়িয়া ইঁদুর বাহির কর্!—ওরে! একটিও এড়াইয়া গেলে কিন্তু রক্ষা নাই!!"

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশ' লোকের হৈ হৈ শব্দ। বাঁশ, বল্লম, লাঠি, সড়কির খটাখটি; কোদাল শাবলের ঠনাঠনি।

রৈ রৈ ব্যাপার!!

যাঁহাদের বাড়ি তাঁহাদের তো মাথায় বজ্রাঘাত! বাড়ি যে যায়! —বাড়ি তো যায়!—উপায়?

সকলে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

বিষম গোলমাল!

শেষে,—বাড়ি যায় যায়!!—আর কোনদিকে কোন উপায় না দেখিয়া, বাড়ির যিনি কর্ত্তা, তিনি, কি করিবেন, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তোড়া ভরা মোহর আনিয়া রামধনের দু'টি হাত ধরিয়া পড়িলেন,—"মহাশয়, আপনি রক্ষা করুন; এই হাজার মোহর আপনাকে দিতেছি,—হাজারে না হয় আরও হাজার মোহর আপনাকে দিতেছি, আমার বাড়িটি রক্ষা করুন। আপনি রক্ষা না করিলে আর কোন উপায় নাই;—আপনি দয়া করুন, রক্ষা করুন!"

রামধন বড়ই মুশকিলে পড়িল। দুঃখিতও হইল। দুঃখিত হইয়া সে, কি করিবে? বলিল,—"মহাশয়, মাপ করিবেন, কি করিব আমি? রাজার হুকুম আমি কি করিয়া অমান্য করি? একটি ইঁদুর থাকিতেও তো আমি, এ বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারি না। মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আমাকে ওসব বলিবেন না, আমি ওসব পারিব না!—

—ক্ষমা করিবেন আমাকে!"

অনুপায়!!—

কি করিবেন,—বাড়ির সকলে রামধনকে একেবারে ঘিরিয়া ধরিয়া পড়িলেন।—বলিলেন,—"মহাশয়, মাপ করিবেন। সত্যই আপনি অতিশয়

ভদ্রলোক!—কিন্তু কি করিব বলুন? আমাদের সব যে যায়!—আচ্ছা, দেখুন, আমরা লিখিয়া দিতেছি যে আমাদের বাড়িতে একটিও ইঁদুর নাই, সব ইঁদুর মারা হইয়াছে; ইঁদুর আছে বলিয়া কখনও আর আমরা কিছু বলিব না। দোহাই আপনার, আপনি, আমাদের বাড়িটি রক্ষা করুন।"—

কি করিবে রামধন? তখন সে, দিব্য গম্ভীর হইয়া ভাবিতে বসিল। সব তো সে জানেই; তবুও, গম্ভীর হইয়া কতক্ষণ ভাবিয়া, তারপর বলিল,—"তা হাঁ বটে, এ রকম লিখিয়া দিলে,—তা,—হইতে পারে বটে। ইঁদুর নাই এই কথা লিখিয়া দিলেই অবশ্য আপনারা রাজার কাছে খালাস।

—কিন্তু, শুধু ঐ কথা লিখিয়া দিলেই তো হইবে না। সেই সঙ্গে আরও লিখিয়া দিতে হইবে যে একটিও সলুই, কি আধখানাও নেংটে ইঁদুরও নাই!"

তাঁহারা বলিলেন,—"আচ্ছা, তা আমরা তাহাই লিখিয়া দিব; দেখুন, আমরা তাহাই লিখিয়া দিতেছি; আপনি দয়া করিয়া রক্ষা করুন!"

তখন তাড়াতাড়ি,—রামধন যেরূপ যাহা বলিল, বাড়ির কর্তা তাহাই লিখিয়া দিলেন। লিখিয়া দিয়া, তখন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—"যাঃ—ক!!"

রামধনের হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন, যথেষ্ট দয়া করিলেন। আপনার কাছে আমরা বড়ই লজ্জিত আছি। যে উপকার আমাদের করিলেন তাহার পুরস্কার আমরা তো দিতে পারিব না; কিন্তু আপনি যদি আমাদিগকে এত দয়া করিলেন, তবে আর একটুকু দয়া আপনাকে করিতে হইবে,—এই হাজার মোহর আপনাকে নিতে হইবে। এ আপনাকে নিতেই হইবে,—নহিলে আপনাকে আমরা ছাড়িব না।"

রামধন বলিল,—"সে কি! দয়া করুন; তাহা কিছুতেই হইবে না।"

রামধন শুনিবে না।

তাঁহারাও ছাড়েন না।

বিষম মুশকিল

এদিকে সময় যায়। রামধন টাকা লয় না। তাঁহারাও ছাড়িলেন না। শেষে উপায় না দেখিয়া, অগত্যা রামধনকে অনিচ্ছায় টাকা জমা করিয়া লইতে হইল।

কি করিবে?

তখনি সে বাড়ি হইতে আর এক বাড়ি,—তাহার পর অন্য বাড়ি—যত তাড়াতাড়ি পারে, যত শীঘ্র পারে, এখনও শহরের প্রায় সমস্ত বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে। রামধন বাড়ির পর বাড়ি—ছোট, বড়, সমস্ত বাড়ির ইঁদুর ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল।

সব বাড়িতেই, ঐ রকম।

দেখিতে দেখিতে তোড়া, থলে, তাহার পর তোরঙ্গ,—মোহরে, টাকায়, বোঝাই হইয়া গেল!

কিইবা করিবে রামধন? যতই চেষ্টা করে কেহই তার নিষেধ শুনে না। কিছুতেই সে পারে না;—কা'কে বারণ করিয়া রাখিবে? কতজনকে বারণ করিবে?—

তাতে অতবড় প্রকাণ্ড শহর!

ওদিকে, তাহারও তো শ্বাস ফেলিবার সময় নাই। কোন রকমে সারাদিন সারারাত্রি এইরূপ ভয়ানক পরিশ্রমে,—প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিনের অর্ধেক বেলায় সমস্ত শহরের ইঁদুর মারা শেষ করিয়া, রামধন—শেষে,—

—মন্ত্রীর বাড়িতে।

(৫)

মন্ত্রীর বাড়িতে —

হৈ হৈ! —রৈ রৈ!—

—"ওই বুঝি ইঁদুর যায়! ওই বুঝি গেল!—

মার্ মার্!! ধর্ ধর্!!—গেল গেল!!"—

পাঁচশ' লোকের চীৎকার! খন্তা, কুড়াল, কোদাল, শাবল, বাঁশ, বল্লম, সড়কি, লাঠির খটাখটি!!

বেলা তখন দুপুর। মন্ত্রী কেবল খাইতে বসিতেছেন। এমন সময়ে অমন বিশ্রী আর ভীষণ শব্দ শুনিয়া মন্ত্রী তো চমকিয়া একেবারে উঠিয়া পড়িয়াছেন। "এ কি?—ব্যাপার কি?" চারিদিকে গোলমাল! বিষম হতভম্ব হইয়া মন্ত্রী, বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন,—এ কি। এ কি এ কাণ্ড!! এ সব কি!!!—

ততক্ষণে, হৈ হৈ! রৈ রৈ! করিয়া লোকজন সব খাঁচা খোঁচা বাঁশ লাঠি লইয়া শোবার ঘর পর্যন্ত আসিয়া উঠিয়াছে। ওদিকে মন্ত্রীর বাড়ির বাগান, প্রাচীর, সব উলট-পালট! মন্ত্রী ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়া,—রাগিয়া গর্জিয়া বলিলেন,—"এ সব কি!—কি এ ব্যাপার!—তোরা কা'রা?"

কা'রা আর? কে বা কা'র কথা শুনে! সব তখন কাজে ব্যস্ত!! একজন কেবল মন্ত্রীর কথা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি ভয়ে অমনি জোড় হাত করিয়া বলিল,—"আজ্ঞা হুঁজুর, আমরা। ইঁদুর মারিতে আসিয়াছি।"—

"সে—কি!—"

শুনিয়া,—মন্ত্রী সেখানেই একেবারে থ' খাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

"ইঁদুর মারিতে আসিয়াছে!—"

—এই রকম!

সর্বনাশ!!"

মন্ত্রীর মাথায়, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

চক্ষু কপালে!—মন্ত্রী ভাবিলেন,—"এই রকম করিয়া ইঁদুর মারিবে!—হইয়াছে! তাহা হইলে তো রামধন সমস্ত শহরেই এই রকম ইঁদুর মারিয়াছে!—অ্যাঁ—!!"

আর ভাবা। ততক্ষণে খোন্তা, কোদাল, কুড়াল, শাবল,—মন্ত্রীর বাড়ির সিঁড়িতে, দেয়ালে, মেজেতে—ঠনাঠন্। ঘরের মধ্যে, বারান্দায়,—লাঠি, সড়কি, খোঁচা, বাঁশ—খট্ খট্ খট্ খট্ খট্—খটাং!!

আর "ঐ ইঁদুর গেল! ঐ ইঁদুর গেল! ঐ ইঁদুর গেল!!" চারিদিকে পাঁচশ' লোকের বিষম চীৎকার!!

মন্ত্রী দেখিলেন,—"সব তো গেল!—কি এ?—সত্যই সব তো যায়!"—মন্ত্রী তখন তাড়াতাড়ি উঠেন কি পড়েন,—বুদ্ধি-শুদ্ধি হারা হইয়া আর কোন দিশা না পাইয়া একবার এদিকে ছুটেন, একবার ওদিকে ছুটেন;—কি করিবেন, শেষে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ও রে শোন্ শোন্। ও রে থাম্ থাম্!—শুনি—!—"

শুনে তখন কে!—হৈ হৈ করিয়া লোক জন এঘর ওঘর—সেঘরে ছুটিতেছে—কার ঘাড়ে কে পড়ে,—"ঐ ইঁদুর গেল;ঐ গেল,—মার্ মার্!—" কে

যে কোন্‌দিকে ছুটিবে ঠিক নাই।

হতাশ হইয়া মন্ত্রী, হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়—

—দেখেন,——রামধন।

রামধনকে দেখিয়াই তো, মন্ত্রী, একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছেন,—"রামধন! এসব কি?—"

রামধন বলিল,—"আজ্ঞা—?"

বাঘের মতন গর্জিয়া মন্ত্রী বলিলেন,—"আজ্ঞা কি? তোমাকে ইঁদুর মারিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ভাঙ্গিতে বলা হয় নাই—!—এ সব তুমি কি করিতেছ?"

মন্ত্রী, ভয়ানক রাগিয়া, শক্ত হইয়া বসিলেন!

জোড়হাত করিয়া রামধন বলিল,—"হুঁজুর, তা ঠিক; আমার শুধু, ইঁদুর-বংশ ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু, কি করিব, খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া না দেখিলে, কোথায় যে ইঁদুর রহিয়াছে তা কেমন করিয়া আমি বাহির করিব? কেমন করিয়া সকল ইঁদুর আমি মারিব? হুঁজুর, আপনিই বিচার করিয়া বলুন।"

শুনিয়া মন্ত্রী,

এবার, চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ভাবিয়া মন্ত্রী দেখিলেন, "তাই তো! ঠিক তো!..."

অবাক হইয়া মন্ত্রী, কেবল ভাবিতে লাগিলেন,—

—"অ্যাঁ!—কি সর্ব্বনা—শ!"

ও-ই দিকে এই সময় লোকজনেরা সব—"ঐ যে ইঁদুর যায়, ঐ যে গেল!—মার্ মার্!!—" করিয়া সকলে ছুটিয়াছে,—পাঁচ, দশ, বিশ, পঞ্চাশ,—একশ'—দু'শ' লাঠি একেবারে এক সঙ্গে খাট চৌকি বিছানা মেজে, ফরাস বাক্স, কাগজপত্রের উপর...দমাদম!

দেখিয়া শুনিয়া, মন্ত্রী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

চারিদিক হইতে ওদিকে ভীষণ চীৎকার!—"কৈ কৈ, ইঁদুর কৈ? —মার্ মার্!—মার্!!"—পাঁচশ' লোকের হুড়াহুড়ি! বাঁশ বল্লম ঠেঙ্গার খোঁচায় ঘরের জিনিসপত্র সব চুরমার হইয়া পড়িতে লাগিল।

"—সব তো যায়!—সব গেল!—" মন্ত্রী তখন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। মুখে কথা নাই। মন্ত্রী তখন দু'দিকের সঙ্কটে পড়িয়াছেন।

কি করেন? আর কোন উপায় না দেখিয়া—মন্ত্রী শেষে ব্যাকুল হইয়া রামধনের দুটি হাত ধরিয়া পড়িলেন,—"রামধন, দেখ বাবা,—ঘাট হইয়াছে।—আমার বাড়িটি রক্ষা কর।—তোমাকে ৫০০০০ মোহর আমি এখনি দিতেছি,—লোকজনদের থামাও, বাড়িটি বাঁচাও। দেখ, যা হইবার তা হইয়াছে, দোষ আমার নিও না,— আমায় রক্ষা কর তুমি!"—

রামধন, মাথা নোয়াইয়া বলিলেন, —"মন্ত্রি মহাশয়, আমি আপনার নফর; মাপ করুন। আপনিও কি আমাকে এমন কাজ করিতে বলেন? বলুন, রাজার হুকুম আমি কি করিয়া অমান্য করি?"

মন্ত্রী রামধনের হাত ধরিয়া বলিলেন,—'না না, রামধন, দেখ, আমি, বাবা, তা বলি না!—

—আচ্ছা, দেখ,...কি করা যায়?—

রামধন,—বাছা,—দেখ, আচ্ছা তবে আমি তোমাকে লিখিয়া দি যে, রামধন আমার বাড়ির সমস্ত ইঁদুর মারিয়াছে!———

———আমায় তুমি রক্ষা কর!—"

রামধন বলিল,—"তা কেমন করিয়া হয়? আপনার দোহাই মন্ত্রী মহাশয়! সব ইঁদুর তো এখনও আমি মারি নাই!—অমন কথা আমি কি করিয়া সেখানে গিয়া বলিব, বলুন?"

মন্ত্রী দেখিলেন,—"তাই তো!"

মন্ত্রী, কাতর হইয়া পড়িলেন!

—তারপর, বলিলেন,—"আচ্ছা রামধন, দেখ বাবা,—আচ্ছা, আমি লিখিয়া দিতেছি যে আমার বাড়ির সব ইঁদুর মারা হইয়া গিয়াছে, আর একটি ইঁদুরও আমার বাড়িতে নাই; —এখন তুমি আমায় বাঁচাও!"

মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে রামধন বলিল,—"তা, তাই তো — তাতে কি, হইবে? তা যদি হয়, দেখুন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়, শুধু ঐ কথা লিখিলেই কি,—হইবে?—একটিও সলুই কিংবা আধখানাও নেংটে ইঁদুর থাকিলেও তো

কাল আমার গর্দান যাইবে।"

মন্ত্রী বলিলেন,—হাঁ হাঁ, বাবা রামধন, দেখ; তুমি কিছু মনে করিও না। দেখ বাবা, তাহাও আমি—এখনি লিখিয়া দিতেছি।—এই যে,—আমি লিখিয়া দিতেছি যে, আমার বাড়িতে একটিও সলুই কিংবা আধখানাও নেংটে ইঁদুরও নাই।—তুমি আমায় রক্ষা কর।"

রামধন, কি করিবে, বলিল,—"আজ্ঞা আচ্ছা; তবে,—তাহাই দিন্!" মন্ত্রী তখন শ্বাস ছাড়িয়া—বাঁচিলেন! তাড়াতাড়ি সকল কথা লিখিয়া দিয়া, মন্ত্রী, রক্ষা পাইলেন!

কিন্তু, পাছে এসব কথা রামধন, রাজার কাছে বলিয়া দেয়!—ভয়ে, মন্ত্রী, রামধনের দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন,—"রামধন, দেখ বাছা, মোহর ৫০০০০ তোমাকে নিতেই হইবে।—"

রামধন বলিল,—"সে কি! ক্ষমা করিবেন; আমি তাহা কিছুতেই পারিব না।"

মন্ত্রী দেখিলেন,—"সর্বনাশ!"—বলিলেন,—"না না বাছা! দেখ, তা কিছুতেই হইবে না। তুমি আমার বাস্তু বাড়ি রক্ষা করিয়াছ—, আমি তোমাকে যতদূর হয় খুশী হইয়া মোহর পঞ্চাশ হাজার—দিলা—ম। এ তোমার, রামধন, নিতেই হইবে।—"

তখনি তোড়া-ভরা মোহর আসিয়া উপস্থিত!

রামধন কিছুতেই লইবে না।

ছাড়িবেন না মন্ত্রীও।

অনেকক্ষণ। কোন চেষ্টাতেও কিছু হইল না। মন্ত্রী ছাড়িলেন না। কি করিবে, শেষে, রামধন অগত্যা মোহর পঞ্চাশ হাজার খাতায় জমা করিয়া লইল।

লইয়া হৈ হৈ করিয়া রামধন যত লোকজন লইয়া রাজপুরীর দিকে ছুটিল।

মন্ত্রী কি আর স্থির থাকিতে পারেন? মন্ত্রীও তৎক্ষণাৎ রাজপুরীর দিকে ছুটিলেন।—

(৬)

রাজপুরীতে গিয়া,—রাজা কোথায় আছেন, রামধন, খবর লইল।

লইয়া,—আর কথা নাই,—পাঁচশ' লোক সঙ্গে,—সিংহদরজা ভাঙ্গিয়া লাঠি

সড়কি উঁচাইয়া হৈ হৈ করিয়া যত সব সিপাই শান্ত্রী ছিল সবগুলিকে ধাক্কা মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া—রামধন—ইঁদুর মারিতে আরম্ভ করিয়া দিল!

"এ কি!—এ কি রাজপুরীতে?—"

তা কে কার নিষেধ শুনে?—"ওরে! ইঁদুর! ইঁদুর!—ঐ ইঁদুর যায়।"—

—"মার্! মার্!"—করিয়া লোকজন সব ছুটিল।—

সিপাই শান্ত্রীরা সব ধুলো ঝাড়িয়া উঠিয়া, ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে,—"এ—কি—!—"

আর 'এ কি!'...

ওদিকে রাজপুরীতে বড় বড় কুঠুরীগুলির মধ্যে সড়কি বাঁশ বল্লমের ঘায়ে ঝাড়, ফানুশ, বাতিদান, দেওয়ালগিরি, আর যত সব দামী দামী আসবাব, সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মণিমাণিক্যে সাজানো ধব্‌ধবে' শ্বেতপাথরের অমন রাজপুরী, কুড়াল সাবলের মুখে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে!

রাজা ছিলেন ঘুমে;—একধারে আরাম-কুঠুরিতে। জাগিয়া—থর থর করিয়া রাজা উঠিয়া বসিয়াছেন,—"এ কি এ!—ভূমিকম্প নাকি?—"

রাজা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন,— দেখেন,—"এ কি?—এ কি এ!"

মন্ত্রী এতক্ষণে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—"মহারাজ! সর্বনাশ!—"

—আর মন্ত্রী, কিছুই বলিতে পারিলেন না!

ও দিকে তো—"ইঁদুর গেল!" "ঐ ইঁদুর গেল!" চারিদিকে চীৎকার! লোকজনেরা সব চারিদিকে ছুটিতেছে—!

রামধন ঐ দিকে ছিল, জোড়হাতে আসিয়া, রাজার কাছে মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইল।

রাজা, ব্যাপার কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। অবাক হইয়া গিয়া বলিলেন,—"কি এ!!—"

রামধন মাটিতে মাথা ছোঁয়াইয়া বলিল—"মহারাজ, রাজাদেশ, ইঁদুর মারিতে আসিয়াছি।—"

রাজা আশ্চর্য হইয়া গেলেন। বলিলেন,—"সে কি! তুমি!— এখানে! কিরূপ

এ!—এখানে ইঁদুর মারিতে আসিয়াছ, কি রকম?—রাজপুরীতে!"

"রাজপুরীতে তো তোমাকে ইঁদুর মারিতে বলা হয় নাই!—"

গলবস্ত্র হইয়া রামধন, কড়যোড় করিয়া বলিল,—"মহারাজ, নফরের নফর আমি আপনার। ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।—সমস্ত শহরের ইঁদুর মারিবার আদেশ আমার উপরে হইয়াছে,—ধর্মাবতার মহারাজ, এই রাজপুরীও তো মহারাজ, এই শহরেরই মধ্যে।"

মন্ত্রী তো, এ দিকে, বসিয়া পড়িয়াছেন।

রাজা থমকিয়া গেলেন। দেখিলেন,—

—"সত্যই তো!"

রাজা, সত্যই, চিন্তায় পড়িলেন।

রাজা, ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া রাজা বলিলেন,—"বটে, তাই তো!—

—তা বেশ, আচ্ছা। তা হইলে সমস্ত শহরের ইঁদুর তুমি মারিয়াছ? —রামধন!—

—আজ তো তোমার তৃতীয় দিন?—"

রামধন—তৎক্ষণাৎ কাগজের সমস্ত তাড়া আনিয়া রাজার পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল,—"মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে সব ইঁদুর আমার মারা হইয়া গিয়াছে; এই তাহার নিদর্শন। শহরের একটিও বাড়ি আর বাকি নাই। কেবল এখন, রাজপুরী বাকি। রাজপুরীর ইঁদুর মারা হইয়া গেলেই, আজকের মধ্যেই, মহারাজ, আমার—কাজ সব শেষ হইয়া যায়।

—মহারাজ, এই যে এইদিকে,

—দয়া করিয়া স্বয়ং নিজ চক্ষে দেখুন—"

ঐ দিকে, রাজ-কুঠুরির মধ্যে—লোকজনেরা তখন হৈ চৈ চীৎকার করিতেছে!

ভয়ানক গোলযোগ।

সব দেখিয়া শুনিয়া, রাজা,—প্রমাদ গণিলেন!

রাজা কহিলেন,—"রামধন! এ কি?—এ কি করিতেছ?—এখানে ইঁদুর কোথায় যে তুমি মারিবে? এ কি করিতেছ তুমি!"

রামধন যোড়হাত করিয়া বলিল,—"মহারাজ, কি করিয়া বলিব,—কি জানি, যদি-ই থাকে! একটি থাকিলেও তো, মহারাজ! রাজাদেশ অমান্য হইবে, আর এই

গরীবের প্রাণ যাইবে,—আমার গর্দান যাইবে যাউক, ভয় করি না, কিন্তু মহারাজ! রাজাদেশ অমান্য হইবে—এ অধীনের দ্বারা তাহা হইবে না। খুঁজিয়া খুঁড়িয়া, যে রকম করিয়া পারি আজকের মধ্যে এ রাজ্যের ইঁদুরবংশের শে—ষ লেজটি পর্যন্ত—সমস্ত আমি ধ্বংস করিব!"

রাজা দেখিলেন,—বিপদ!

রামধন ওদিকে রাজাকে প্রণাম করিয়া, ইঁদুরের উপর ভয়ানক রাগিয়া তৎক্ষণাৎ ইঁদুরবংশ ধ্বংস করিতে চলিয়া যায়,—"ও রে! কে আছিস্, এই মুহূর্তে —রাজপুরীর সমস্ত ইঁদুরবংশ ধ্বংস কর্!—"

রাজা তখন তাড়াতাড়ি রামধনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রামধন! শোন, শোন—! থাম। ইঁদুর তোমার মারিতে হইবে না; লোকজনদিগকে থামাও—!"

রামধন অবাক হইয়া বলিল,—"মহারাজ, সে—কি!"

রাজা বলিলেন,—"রামধন! হইয়াছে।—শোন, আমি তুষ্ট হইয়াছি। আর সর্বনাশ করিও না। আমি ধরিয়া লইলাম যে ইঁদুর তুমি মারিয়াছ, আমার আদেশ রক্ষা হইয়াছে,—রামধন! আর অনিষ্টে কাজ নাই, লোকজন থামাও।"

রামধন জোড়হস্তে বলিল,—"মহারাজ, ক্ষমা করুন। একটিও সলুই কিংবা আধখানা নেংটে ইঁদুর থাকিতেও তো আমি ছাড়িব না। —কি করিয়া ছাড়িব?...

—মহারাজ ক্ষমা করিবেন।—"

মন্ত্রী তখন এদিকে এতটুকু হইয়া গিয়াছেন!

রাজা বলিলেন,—"রামধন, সব হইয়াছে, আর তোমার কিছু করিতে হইবে না; তোমার কাজ হইয়া গিয়াছে, এখন, রামধন!—রাজপুরী রক্ষা কর!"

রামধন তখন রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"মহারাজের জয় হউক! মহারাজ! তাহা করিতে পারি। রাজাদেশ যাহা, নফর আমি তাহাই করিব;—কিন্তু মহারাজ, ভবিষ্যতে যদি ইঁদুর বাহির হয়?—"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"রামধন! না; তাহা হইবে না!"

রামধন তখন মাথা নামাইয়া বলিল,—"মহারাজ! তবে নফরকে তাহার পরওয়ানা দিন্।"

রামধনের কথায়, হাসিয়া, রাজা বলিলেন,—"হাঁ হাঁ। আচ্ছা,— তাহা আমি তোমায় দিতেছি—"

মন্ত্রী তখন, ঢোক গিলিয়া—বাঁচিলেন!

হাসিয়া রাজা, নিজ হাতে রামধনকে পরওয়ানা লিখিয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন যে,—"রামধন সহরের সমস্ত ইঁদুর মারিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল; ভবিষ্যতে আর রামধনকে ইঁদুরের বিষয়ে কোন কিছু বলা হইবে না;—আজ হইতে শহর আর রাজপুরী রক্ষার ভার রামধনের উপরে রহিল।"

লিখিয়া দিয়া রাজা, রামধনকে বলিলেন,—"রামধন তোমার বুদ্ধি দেখিয়া আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার গলার এই—

লক্ষমোহর মূল্যের হার আমি তোমায়—

—পুরস্কার দিলাম।"

গলার হার খুলিয়া, রাজা, রামধনের গলায় পরাইয়া দিলেন।

বলিলেন,—"রামধন! আজ হইতে তুমি আমার

মন্ত্রী!"

ঝর ঝর করিয়া, রামধনের চক্ষের, জল পড়িতে লাগিল। সে জল, আর বারণ মানিল না। ঝর ঝর চক্ষের জলে রামধন, সেইখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। বলিল,—"মহারাজ! এ কি করিলেন?"

রাজা বলিলেন,—"রামধন ইহাই তোমার যোগ্য পুরস্কার।"

বুড়ো মন্ত্রী, এ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে চক্ষের জলে ভাসিতেছিলেন। তিনি আনন্দে অবাক হইয়া বলিলেন—"রামধন, বাবা তুমি চিরসুখী হও, তুমি চিরজয়ী হও।"

রামধন রাজার পায়ে প্রণাম করিল; মন্ত্রীর পায়ে প্রণাম করিল। রাজা রামধনকে আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইলেন। মন্ত্রীর পায়ে প্রণাম করিয়া রামধন বলিল,—"মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আমার পিতার তুল্য, আপনার কাছে কত অপরাধ করিয়াছি, কত দোষ করিয়াছি, সে সব আমায় মার্জনা করুন।"

মন্ত্রী আনন্দে প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে রামধনকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন,—"বাবা রামধন,—তুমিই ধন্য! তুমি আমাদের মধ্যে, সকলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, রামধন,—তুমি আমাদের মান, তুমি আমাদের প্রাণের ধন!"

—মন্ত্রী, রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ, রামধনের যোগ্য পুরস্কার হয় নাই! এ

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী করিলে, তবে রামধনের যোগ্য পুরস্কার হয়।"

রাজা মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। মুগ্ধ হইয়া, তিনি মন্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,"মন্ত্রি! আপনিই ধন্য!

আচ্ছা, তাহাই হউক;আজ হইতে রামধন আমাদের প্রধান মন্ত্রী।"

মন্ত্রী রামধনের মাথায় চুমা খাইয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

রামধনের চক্ষের জল ধারা হইয়া ছুটিল। রামধন রাজার পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া বলিল—"মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে আজ আমি ধন্য। কিন্তু মহারাজ, আমার যে একটি প্রার্থনা আছে?"

রাজা মিষ্টস্বরে বলিলেন,

"—কি সে প্রার্থনা রামধন?"

রামধন, বাক্স পেটরায় যত টাকা ছিল সমস্ত টাকা মোহর আনাইয়া, রাজার দেওয়া লক্ষ মোহরের হার রাজার পায়ের উপর রাখিয়া, সমস্ত রাজার পায়ে ঢালিয়া দিয়া, বলিল,—"মহারাজ, এ সমস্তই মহারাজের রাজ্যের ধন,—মহারাজের ধন। এ সকল এখনও আমার বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই।—এ কাজ আমার বাকী। এ সকল আমি মহারাজের পায়ে বুঝাইয়া দিলাম। মহারাজের দয়ায় যথেষ্ট পুরস্কার আমার হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ, আমার তো আর কিছুই নাই; কি দিয়া আমি মহারাজের সম্মান করিব? এই পুরস্কারের হার আমি মহারাজের পায়ে নজর দিলাম।—

—মহারাজ কাজ করিতে গিয়া কত হয়তো অপরাধ করিয়াছি, কত অন্যায় করিয়াছি;—মহারাজ! আপনার আদেশ প্রতিপালনের জন্যই তাহা আমি করিয়াছি; দয়া করিয়া সে সব দোষে আমায় মার্জনা করিবেন।"

রাজা, রামধনকে দুই হাতে সাপটিয়া তুলিয়া লইলেন। বলিলেন,—"রামধন! বাস্তবিক তুমি, ধন্য! তুমি, সত্যই আমার প্রধান মন্ত্রীর উপযুক্ত। তুমি তো কোনই দোষ কর নাই রামধন! আমার আদেশ প্রতিপালনের জন্য, সব কাজ, তুমি করিয়াছ। এ সব টাকা যারা দিয়াছে, তারাও ইচ্ছা করিয়াই দিয়াছে, তোমাকেই দিয়াছে। এ সব তো, রামধন! তোমার।

শুধু হারগাছি—আমি তোমায় দিয়াছি।

তা—রামধন, আচ্ছা বেশ; হারগাছি ছাড়া, আমি তুষ্ট হইয়া তোমার আর সমস্ত নজর গ্রহণ করিলাম।"

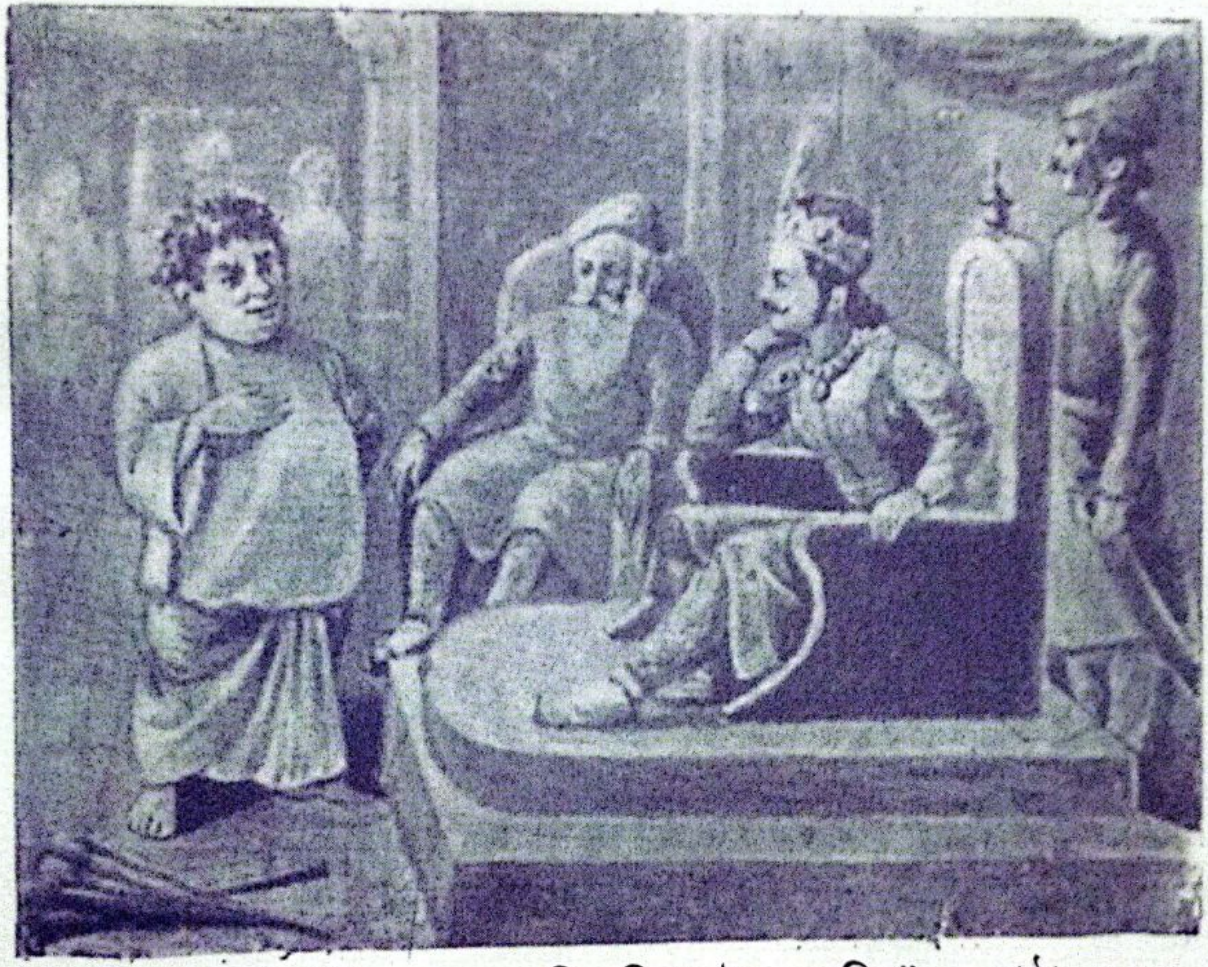

—"নিজের অন্ন আমি করিয়া লইতে পারিব"— পৃষ্ঠা—১০২

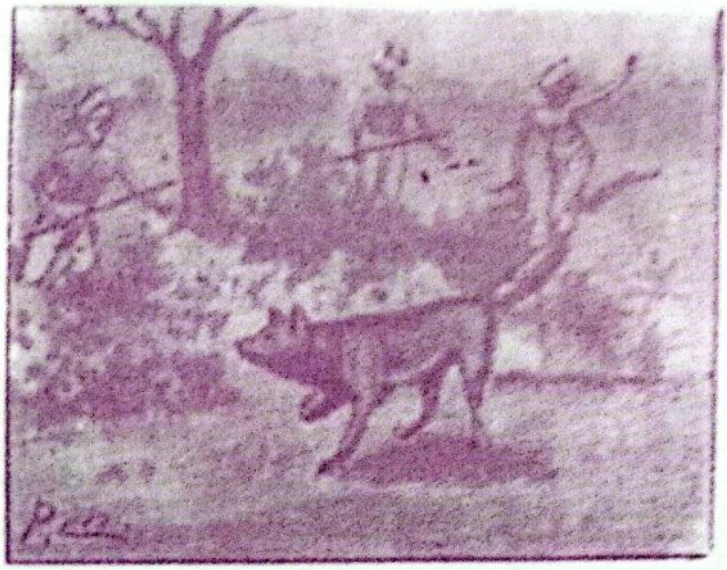

—"ধর! ধর!"— পৃষ্ঠা—১৪৩

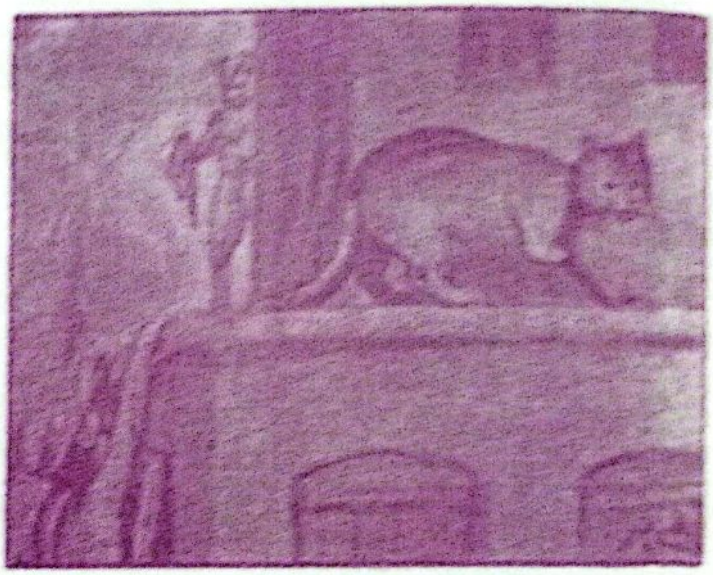

—আর কোথায় যাবি!—

পৃষ্ঠা—১৪৪

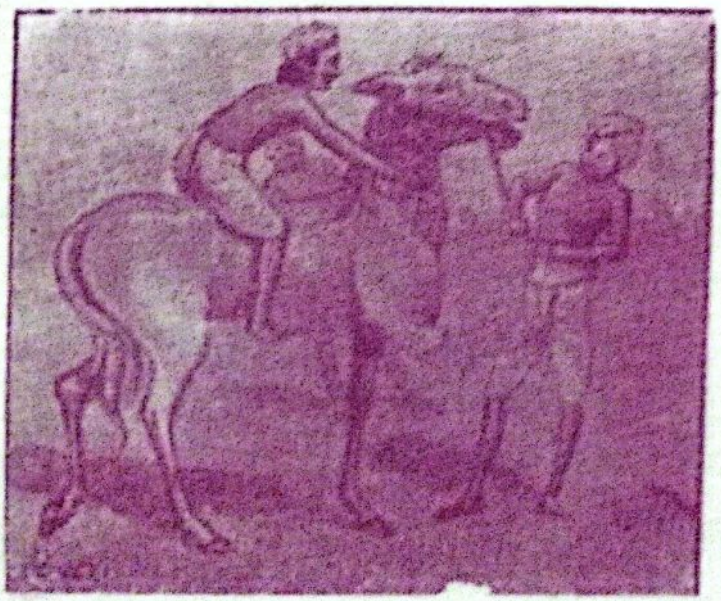

—মহা স্ফূর্ত্তি— পৃষ্ঠা—১৪৪

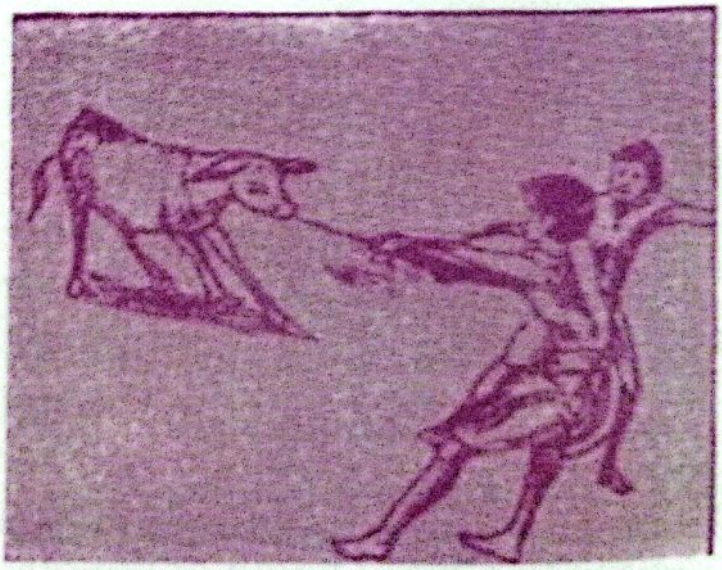

—নিয়া চলিল— পৃষ্ঠা—১৪৫

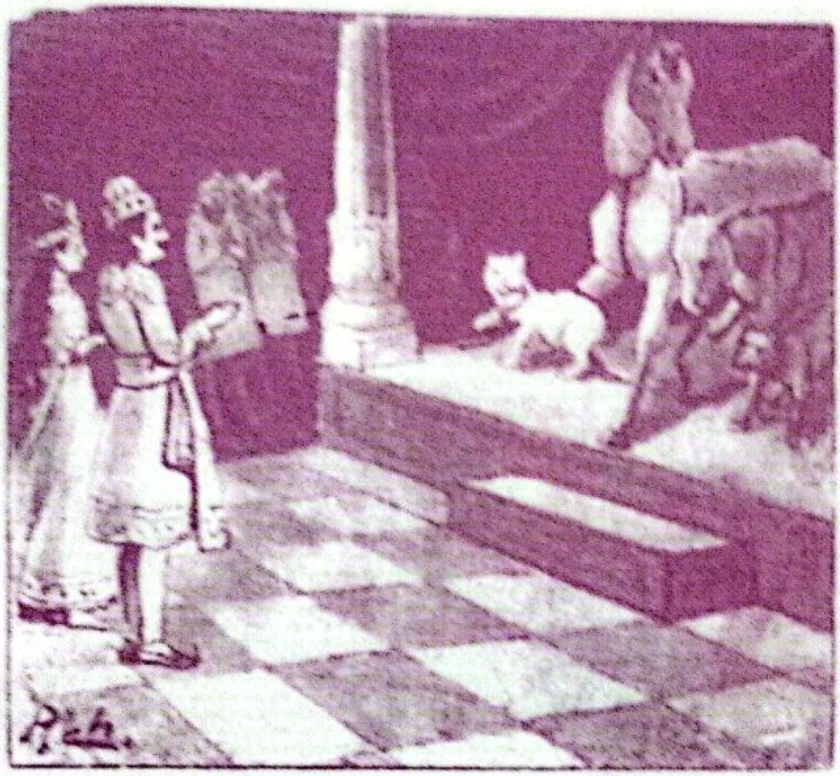

—"আমাদিগকে সুবুদ্ধি দিন"—

পৃষ্ঠা—১৪৬

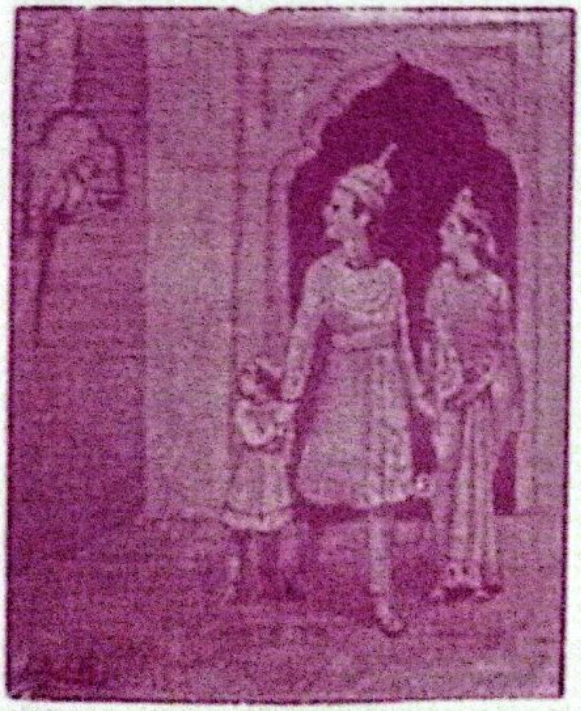

—"দেশ ভ্রমণে বাহির হও"—

পৃষ্ঠা—১৪৭

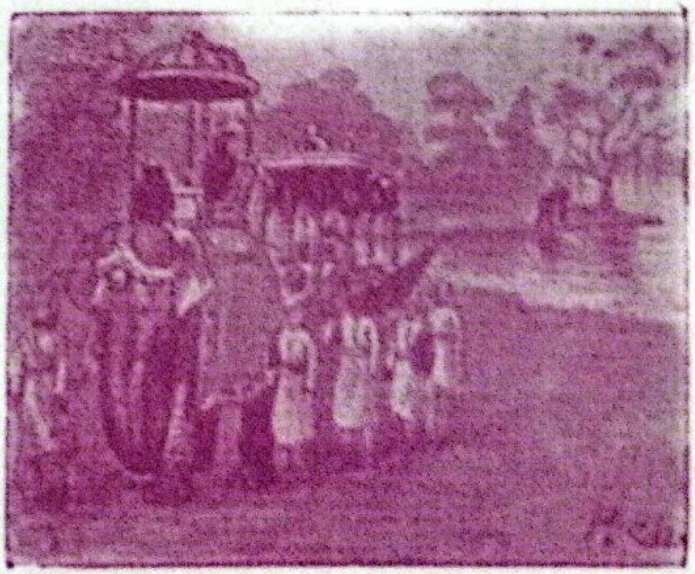

—"সমস্ত থামাইলেন"—

পৃষ্ঠা—১৪৮

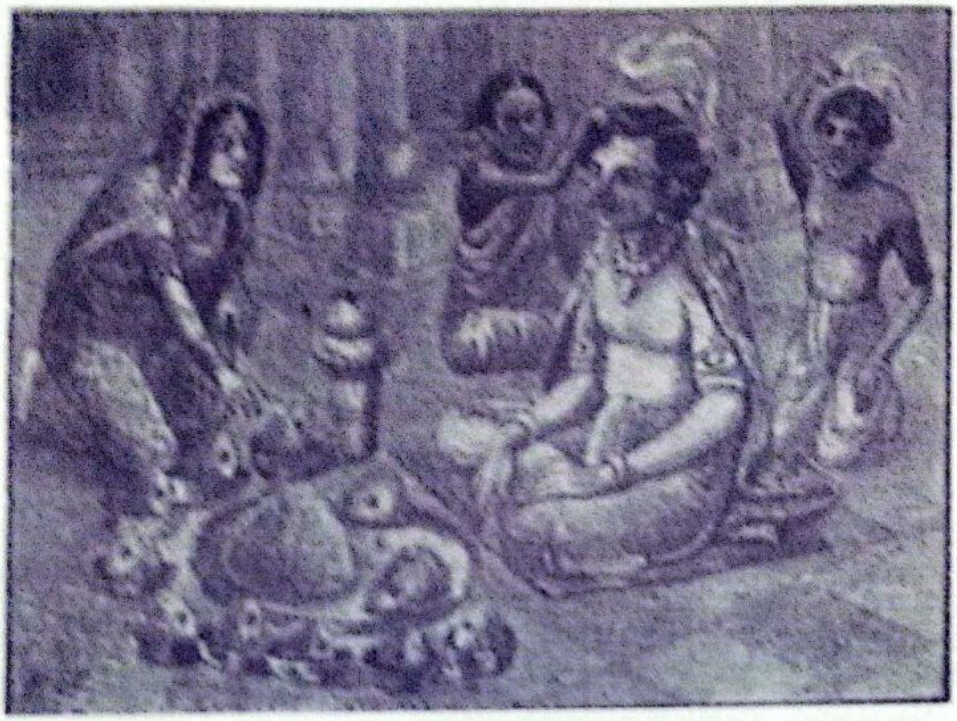

—এই ভাবে দিন যায়—

পৃষ্ঠা—১৩৯

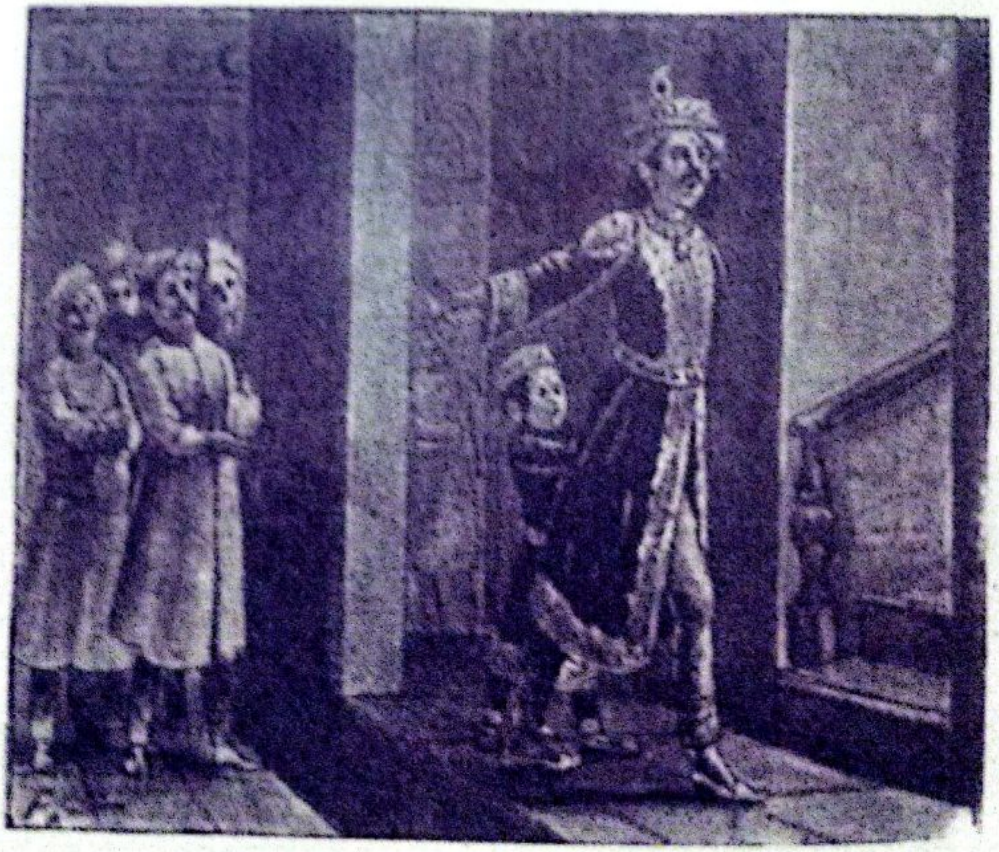

—না না না—

পৃষ্ঠা—১৪০

রাজা বলিলেন,—"নজর আমি গ্রহণ করিলাম। এ ধন এখন আমার। রামধন! এই ধন আমি, সমস্ত—

তোমাকে দিলাম।"

মন্ত্রী, অবাক হইয়া,—রাজার জয়-জয়কার করিতে লাগিলেন।

রামধন আর, কথা বলিতে পারিল না। দরদর করিয়া তাহার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ পর, রামধন বলিল,—"মহারাজ! আচ্ছা, তাহাই হউক।—" বলিয়া তখনি রাজার পায়ে প্রণাম করিয়া, রামধন, হার আর টাকা লইল। লইয়া, রামধন, সেইদিনই রাজ্যের যত গরীব দুঃখী ডাকিয়া অর্ধেক টাকা মোহর তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল; আর অর্ধেক দিয়া রামধন, রাজার নামে গরীব-দুঃখীদের জন্য অন্নসত্র খুলিল।

কেবল মণির হারগাছি, রামধন, রাজার দেওয়া পুরস্কার আর তাঁহার আদরের চিহ্ন বলিয়া পরম যত্নে রাখিল।

পরদিন হইতে,—রামধন এখন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রী হইয়া রামধন অতি সুন্দর ভাবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। এখন এমন মনের মত কাজ সে হাতে পাইয়াছে, সুন্দর করিয়া করিবে না? সে কাজে রাজা প্রজা সকলে যেন সুখী হয়! বুড়া মন্ত্রীকে রামধন, ভক্তি করে ঠিক পিতার মত; যে কাজেই হউক, তাঁহার উপদেশ না নিয়া সে কোন কাজই করে না। মন্ত্রীর ছেলে-পিলে ছিল না; রামধনকে পাইয়া মন্ত্রী পরম সুখী। সকল সময়ে তিনি মনে প্রাণে তাকে আশীর্বাদ করেন।

রামধনের কাজে রাজার শ্রী দিনে দিনে বাড়ে। রামধনের সুমন্ত্রণায় সুশাসনে, বুদ্ধি আর কাজে ক্রমে রাজার রাজ্য দ্বিগুণ হইল। রাজার রাজ-ভাণ্ডার ধনে রত্নে ভরিয়া গিয়া মণি-মাণিক্য উপ্‌চিয়া পড়িতে লাগিল।

ধনে জনে, শস্যে, রাজ্য ভরিয়া গেল। প্রজারা সুখী হইল, রাজা সুখী হইলেন। রাজ্যে জয় জয় উঠিল।

তুষ্ট হইয়া রাজা, দশ লক্ষ টাকা আয়ের এক সম্পত্তি দিলেন, রামধনকে জায়গীর।

রাজা নিজে খুশী হইলেন। প্রজারা খুশী হইল। আনন্দে রাজ্যশাসন চলিতে লাগিল।

(৭)

কয়েক বৎসর গেল। একদিন রামধন রাজার কাছে গিয়া, ধীরে ধীরে বলিল,—"মহারাজ, আজ আমি একটি প্রার্থনা জানাইব।"

স্নেহের স্বরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"—কি প্রার্থনা, মন্ত্রি?"

নম্রস্বরে রামধন বলিল,—"মহারাজ, একবার আমি আমার দেশে যাইতে চাই; অনুমতি করুন।"

রাজা মুকুট হেলাইয়া বলিলেন,—"দেশে যাইবে!—

রামধন!—

তাই তো!"—

রাজা, কিছুকাল ভাবিলেন। ভাবিয়া তাহার পর বলিলেন,—"আচ্ছা, তা বেশ্। কিন্তু মন্ত্রী, শীঘ্রই আসিবে? বেশি দেরি করিবে না?"

নত হইয়া রামধন বলিল,—"না মহারাজ, বেশি দেরি করিব না। শীঘ্রই আসিব।"

শুনিয়া রাজা বলিলেন,—আচ্ছা।"

তৎক্ষণাৎ রাজা হুকুম করিলেন, "কোতোয়াল, কি, শিরদার, কে আছ, চৌদ্দ হাতীর জৌলুস সাজাও, মন্ত্রীর সঙ্গে যাইবে।— চৌদ্দ হাতীর জৌলুস আমি তাঁহাকে দিলাম।"

সেই মুহূর্তে,—রাজার হুকুম হইতে, না হইতে, হাতীশালের চৌদ্দ হাতীর জৌলুস সাজিল। সিপাই শান্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া খাড়া হইল।

রামধন রাজাকে প্রণাম করিতে আসিলে,—রাজা লক্ষ মোহর দিয়া রামধনকে আশীর্বাদ করিলেন।

রাজার আদেশ লইয়া, রামধন দেশে চলিল।

* * * *

চৌদ্দ হাতীর জৌলুস,—হাতীর উপরে হাওদা, চৌদ্দ হাওদায় চূড়া; সঙ্গে লোক জন সিপাই শান্ত্রী।

চৌদ্দ হাতীর শেষ হাতীর পিঠে রামধন।

সিপাই শান্ত্রীর হাঁকে হাতীর ডাকে ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গিল। পথ-ঘাটে শোরগোল তুলিয়া শহর গ্রাম পার হইয়া জৌলুশ চলিল। চৌদ্দ দিন চৌদ্দ রাত্রির পর রামধন, দেশে পৌঁছিল।

—"এ কি রে? কে রে?—"

—"কোন্ দেশের রাজা আসিয়াছে!—"

লোকজন দলে দলে ছুটিল।—রাজার চৌদ্দ হাতী ঘিরিয়া—কানা, খোঁড়া, অন্ধ আতুর ভিখারীর জটলা; হাতীর উপর হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া মোহর পড়িতেছে, ভিখারীরা তাহা কুড়াইয়া লইতেছে।—

"অ্যাঁ—কোথাকার রাজা?

কোন্ দেশের রাজা রে?—"

রামধনের লোকজনেরা সকলে গোঁফে চাড়া দিতেছে; কিন্তু কেহ কিছু বলে না; যাহারা দেখিতে আসিয়াছে তাহারাও কেহই কিছু ঠিক করিতে পারে না! রামধনের গ্রামের চারিপাশের, আর রামধনের গ্রামের, কত লোক আসিয়াছে;—রামধনের হাতী আস্তে বসিয়া পড়িল। রামধন তাড়াতাড়ি করিয়া নামিয়া গিয়া—তাঁহাদের কাহাকেও প্রণাম করিল, কাহাকেও আলিঙ্গন করিল,—"ভাই, আমি তোমাদেরই রামধন।"

"রামধন!—অ্যাঁ।

—কোন্ রামধন?

একি! —একি!—

—তাই তো!"—

সকল লোক থ খাইয়া অবাক্ হইয়া রহিল—"একি!—অ্যাঁ—অ্যাঁ!"—

অবাক্ হইয়া, সকল লোক, —চাহিয়া রহিল।

যাঁহারা ভাল লোক, আর যাঁহারা গুরুজন, তাঁহারা রামধনকে আশীর্বাদ করিলেন,—রামধনকে বুকের মধ্যে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

রামধনের কাছে সকল তাঁহারা শুনিলেন।

ওদিকে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—"সত্যই তো! অ্যাঁ! সে—ই রামধন সরকার, লোকে যাহাকে কত ঠাট্টা করিত—সেই রামধন সরকার সত্যিই আজ বিদেশে গিয়া হাতী লইয়া আসিয়াছে। তাও যেমন তেমন নয়,—একেবারে রাজা হইয়া সে ফিরিয়াছে। ধন্য রামধন!—সরকারের বেটা সরকার—ধন্য রামধন,—বাপকে বেটা!"

কাহারও কাহারও হিংসা হইল। বলিল, "অ্যাঁঃ!—ভারি তো করিয়াছে! যাঃ! যাঃ!—আমি বিদেশে গেলে অমন পঞ্চাশ গণ্ডা হাতী আনতে পারতাম! আর মোহর আনিতাম—ঠিক যেন এক একটা থালার মত! এখানে আনিয়া অত বড় মোহরের একটা পাহাড়ই বসাইয়া দিতাম!"

দেখিয়া শুনিয়া কেহ কেহ নাক সিঁট্‌কাইয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে বলাবলি করিতে লাগিল,—"ও নিশ্চয় বোধ হয় কোথাও হইতে চুরি ডাকাতি-টাকাতি করিয়া আনিয়াছে। দেখ না একটু; কালই আবার শূলে যায় কিনা!"

রামধন কিন্তু, ওসব কথায় কাহারও উপর কোনই রাগ করিল না। গ্রামের সকলের সঙ্গে, রামধন, বাড়ি গেল।

বাড়ি গিয়া রামধন, পরদিন,—সেই গ্রামে অনেক জায়গা কিনিয়া, কিছুকালের মধ্যে সেখানে প্রকাণ্ড বাড়ি করিল। পুকুর কাটাইল, বাগান করিল, পাঠশালা খুলিল। অতিথিশালা খুলিল। খুলিয়া, সমস্ত, বাপের নামে উৎসর্গ করিল।

পাঠশালায় এখন গ্রামের কত ছেলে পড়ে! জমি জমা কিনিয়া দিয়া রামধন, যাহারা গরীব লোক তাহাদের খাইবার পড়িবার সুবিধা করিয়া দিল। গ্রামে প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়া দিল, চাষীদিগে জমি দিল, হাল গরু কিনিয়া দিল, গ্রামে হাট বাজার বসাইল।

পুরানো গ্রামখানি দেখিতে দেখিতে আবার সুন্দর হইয়া—চমৎকার নূতন হইয়া, হাসিয়া উঠিল।

আহা, এমন সরগরম গ্রামখানি, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

দেশে রামধনের নামে জয় জয় উঠিল। দেশের লোক সত্যিই রামধনকে তাহাদের ভাই, বন্ধু, আর গরীব লোকেরা তাহাকে তাহাদের মা বাপ, তাহাদের রাজা বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

সেই যে লোকটা রামধনকে হিংসা করিয়াছিল, সে লোকটার কি হইয়াছিল

জান? সে লোকটার অবস্থা শেষে খুবই খারাপ হইয়া পড়িল। সে শেষে রামধনেরই অতিথিশালার ভাণ্ডারী হইয়া কোনরূপে বাঁচিল।

আর, সেই যে নাক সিট্‌কাইয়াছিল, সেই লোকগুলার কি হইল শুনিবে? দারুন অভাবে পড়িয়া অবশেষে তাহারা একদিন রামধনের কাছে আসিল—"ভাই, খাইতে পাই না আমরা, তুমি সকলের মা বাপ, আমাদিগকে বাঁচাও।"

রামধন তাহাদিগকে বুকে সাপটিয়া আগুলিয়া লইল, বলিল—"সে কি ভাই! খাইতে পাও না? যত ইচ্ছা, যা তোমাদের দরকার, নিয়া যাও। সবই তো ভাই, তোমাদেরই জন্য।"

তখন চোখের জলে ভাসিয়া রামধনের পা ছুঁইয়া তাহারা ধন্য হইয়া গেল।

ক্রমে রামধনের আবার রাজার কাছে ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল। রামধন সকলকে একত্র করিয়া বলিল,—'ভাই, এবার আমি যাইতেছি, আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিব, আবার তোমাদের কাছে আসিয়া আমি সুখী হইব।"

তাহার কি সহজে রামধনকে যাইতে দিতে চায়? রামধনকে বিদায় দিতে দেশের সকল লোক চোখের জলে ভাসিতে লাগিল!

নিজের গুণে, নিজের কাজে, কয়েক মাসের মধ্যেই রামধন তাহার গ্রামখানিকে এমন করিয়া রাখিয়া গেল, যে,—তাহার গ্রামে আর তাহার চারিপাশের গ্রামে—একজনও দুঃখী, মূর্খ আর হিংসুক রহিল না!

উপদেশ

[সার কথা]

(১)

শত্রু যারা, মিত্র তারা, এইটি জেনো ঠিক,
তারাই করে উপকার, যারা দেয় "ধিক্।"
মনেতে প্রতিজ্ঞা, আর,
সাহস থাকে বুকে,
চেষ্টা রবে, বুদ্ধি রবে,
হাসিরাশি মুখে,
তার কাছে আসুক না যত কঠিন কাজ—

সেই পুরুষের সকল কাজে—সহায় বিশ্বরাজ।
কাজ কর্মে, কৌশল, থাকে অনেক,—ঠিক—
মনখানিকে সত্যপথে রাখিও নির্ভীক।
নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে, লাগবে জগৎ-কাজে,
ভগবানের উজল নাম রাখবে মনোমাঝে,
কর্তব্য করবে ঠিক,
গ্রাহ্য নাহি ভয়—
তারি চির পুরস্কার
জয়মাল্য,

জয় !

(২)

শত্রুরো উন্নতি দেখে খুশী যাঁর প্রাণ,
পৃথিবীতে সেই জেনো দেবতা সমান।
শত্রুকেও করো ক্ষমা,—বড় যদি হবে,
গুরুজনে দিও মান,—
ধন্য হবে ভবে।
যতই বড় হও না, রেখো মনে ব্যথা
স্বদেশের স্বগ্রামের—কুঁড়েখানির কথা।
দূর দুরান্তর থেকে
যেন কাঁদে মন,
আপন দেশের ভা'য়ের দুঃখ
করিতে মোচন।
ঘুচিয়ে দিও ভা'য়ের অভাব ধনের রাশি আসে,
সৎপথে করো ব্যয়—সৎ অভিলাষে;
আর
ভেবোনা কাউকে ছোট;— ছোট কেউ নয়;
বুদ্ধিবল মানুষের
পুণ্য আর জয়!

দাদামশায়ের থলে'

—চুমো—

হাসি ও স্নেহের
ঝরণা

"এতক্ষণে"

* * * *

চুমো

হাসিতে সে ভর' দেশ : হেসে জুড়ায় প্রাণ।
ভাসিয়ে দে' যায় সুখের ধারায়—যতেক অভিমান!

* * *

রাজার ছেলে কোথায় ছিল সঙ্গী সাথী নিয়ে,
রাজা গেলেন, হাতে তাঁহার রাজ্য সঁপে' দিয়ে?
রাজপুত্র কেমন করে' বাপের উপদেশ
বুঝেছিলেন? করেছিলেন কাজগুলো সব—বেশ!!
শেষকালেতে কার কাছেতে ভাঙ্‌লো তাঁহার ভুল?
কে বুঝালে কথা তাঁরে অমৃতে অতুল?

রাজা

আপনা নিয়ে থাক্‌ত বসে' আপন প্রাসাদ মাঝে,
খবর শুধু পৌঁছত কাছে সকাল দুপুর সাঁঝে!
অনেক মজার সাজার পরে,— দেশে দেশে দেশে
রাজ-রাজ্য হারিয়ে রাজা, ঘুরেন অবশেষে!

ওগো

কার কাছেতে শেষকালেতে ভাঙ্‌ল তাহার ভুল?

দিলে

মধুর ধারে ঢেলে কে সে—অমৃত অতুল?

—ছিল—

এ-সব কথা—বাংলা দেশের বুকের মাঝে আঁকা,
বাংলা দেশের হাসির আলোয় চুমো দিয়ে মাখা!!

রাজপুত্র

এক রাজা।

রাজার, একমাত্র এক

রাজপুত্র।

রাজপুত্র নানা বিদ্যা-শিক্ষা করেন, সখা সাথী বন্ধুজন লইয়া, আমোদ আহ্লাদ করেন, মৃগয়া করেন।

এইভাবে দিন যায়।

ক্রমে, রাজা বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ রাজা নিজে আর রাজকার্য বড় দেখিতে শুনিতে পারেন না। রাজপুত্রের উপর ক্রমে, রাজ্যভার ছাড়িয়া দিলেন।

রাজার মনে মনে ইচ্ছা,—রাজপুত্র কিভাবে রাজ্য চালান, তিনি, বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই তাহা দেখিয়া শুনিয়া যাইবেন।

রাজপুত্র রাজকার্য চালাইতেছেন। যায় কতক দিন!

রাজ্য বড় ভাল চলে না!

নানা রকমে, দিনে দিনে রাজভাণ্ডার শূন্য হইতে লাগিল।

এমন সময়ে, হঠাৎ বৃদ্ধ রাজা একদিন বিষম অসুখে পড়িলেন। না,—দেখিতে দেখিতে অসুখ বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে রাজপুরীতে, সত্যই হাহাকার পড়িল। সকলে অস্থির হইয়া পড়িলেন—রাজা বুঝি আর বাঁচিলেন না!

পাত্র, মিত্র, রাজপুত্র, লোকজন সকলে রাজাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। সকলে চোকের জলে ভাসিতেছেন। কত যাগ যজ্ঞ কত চিকিৎসা, কিছুতেই কিছু হইল না। রাজার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল।

মৃত্যুকালে, রাজা, একবার মাথা তুলিয়া চাহিলেন। আস্তে আস্তে রাজপুত্রের হাতখানা হাতে লইয়া বলিলেন,—"বাবা, আমি তো চলিলাম। কিন্তু, তোমায় উপযুক্ত রাজা দেখিয়া তো যাইতে পারিলাম না! যেভাবে তুমি চলিতেছ, রাজ্য

তুমি যেভাবে চালাইতেছ, এ ভাবে তো বাবা, চলিবে না। শোন, চারিটি কথা, তোমায় আমি বলিয়া যাই। যদি সেইভাবে চলিতে পার, তবে তুমি 'মানুষ' হইবে, তবেই রাজত্ব তোমার অটুট অক্ষয় হইবে।"

বলিয়া, রাজা একটু থামিলেন। রাজার খুবই কষ্ট হইতেছিল। একটু থামিয়া আবার রাজা বলিলেন,—

"শোন,
দেখ,—
কথা চারিটি এই ঃ—
প্রতিদিন, প্রতিগ্রাসে মুড়া খাইও।
টাকা ধার দিয়া টাকা লইও না।
প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিও।
আর,
তিন ঠেঙ্গে, তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নিও।
—এই কথামত, তুমি কাজ করিও।"

রাজার কপালে ঘাম দিল। মাথা হেলিয়া পড়িল। কথা চারিটি বলিয়া রাজা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রাজা স্বর্গে গেলেন।

(২)

রাজার মৃত্যুর পর কতক দিন গিয়াছে। শোক দুঃখ ক্রমে দূর হইয়াছে। রাজপুত্র এখন রাজা হইয়াছেন।

রাজা হইয়া রাজপুত্র ভাবিলেন,—"আচ্ছা,—
পিতার উপদেশ মতই এখন কাজ করিব।"

রাজপুত্র-রাজা—সাথী, বন্ধু, লোকজন পাত্র মিত্রে সব সভা করিয়া নূতন মন্ত্রী পারিষদ লইয়া রাজত্ব করিতেছেন। আর পিতার উপদেশ মত কাজ করিতেছেন।—

রাজা হুকুম করিলেন,—রাজ্যে যে সমস্ত জেলে আছে, তাহারা প্রত্যহ দুই শত

করিয়া বড় বড় মাছ যোগাইবে। সেই সব মাছের মুড়া দিয়া তিনি ভাত খাইবেন। একটি গ্রাসও মুড়া ছাড়া মুখে দিবেন না।

রাজা, পাত্রমিত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাত্র মিত্র মন্ত্রী পারিষদেরা সকলে মহা খুশী হইয়া বলিল,—

"হাঁ হাঁ, ঠিক! ঠিক! বাঃ! ইহাই তো রাজার উপযুক্ত ঠিক কাজ। নহিলে আবার রাজা কিসের? আর আমরা পাত্র মিত্র মন্ত্রী পারিষদই বা কিসের?

—ধন্য! ধন্য মহারাজ!"

হুকুম মত জেলেরা মহা ব্যস্ত হইয়া মাছ যোগাইতে লাগিল!— প্রতিদিন দুই শত করিয়া রুই, কি কাৎলা! প্রতিদিন দুই শত মুড়া দিয়া রাজা 'প্রতি গ্রাসে মুড়া' খাইতে লাগিলেন।

আর, মন্ত্রী পারিষদেরা, বাকী মাছগুলিকে ভাগাভাগি করিয়া খাইতে লাগিল!

রাণী, কি করিবেন, প্রত্যহ দুই শত মাছের মুড়া রাঁধেন। রাজা খান।

এই ভাবে দিন যায়।

(৩)

এইরূপে কিছুদিন যাইতে, দেশে আর রোজ অতগুলি করিয়া বড় মাছ মিলে না। প্রত্যহ দুইশত করিয়া মাছের মুড়া; কত মাছ আর জেলেদের জালে রোজ উঠে? তবু তো চা—ই। লোকজনেরা নানা জায়গা হইতে মাছ আনাইতে লাগিল। তাহাতে আরও বিস্তর খরচ। ক্রমে খরচ যোগাইতে, রাজভাণ্ডারের এক কোণ খালি হইয়া গেল।

আর, রোজ প্রতি গ্রাসে মুড়া খাইয়া খাইয়া রাজা একদিন, ভয়ানক অসুখে পড়িলেন।

রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—"তাই তো, তা হইলে বাবা কি রকম উপদেশ দিয়া গেলেন?—এ ভাবে মাছ খাইলে কতদিন চলিবে? তাতে, রাজ-ভাণ্ডারও খালি হইয়া গেল, আর তার উপর আবার, অসুখও করিল।"

অসুখ আর সারে না। ক্রমেই বাড়িতেছে। শেষে,—কি আর করিবেন? বিরক্ত

হইয়া, নিরুপায় হইয়া রাজা মুড়া খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন।

ছাড়িয়া দিয়া রাজা ভাবিলেন,—"যাক্!—কিন্তু—বোধ হয় বাবার দ্বিতীয় উপদেশটি পালন না করাতেই এখন এত সব গোলযোগ হইতেছে। আচ্ছা, দেখি, বাবার দ্বিতীয় উপদেশটিই এখন পালন করিব।

রাজা, তাহাই করিতে লাগিলেন!

রাজা রাজ্যের সকল লোকজন ডাকিয়া, তাহাদিগকে রাজ-ভাণ্ডার হইতে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করিলেন। যার যত প্রয়োজন, যে যত চায়, তাহাকে ততই টাকা দিতে লাগিলেন। অজস্র টাকা,—মোহর,—দিতেছেন। বারণ নাই। রাজ-ভাণ্ডারের টাকা ফুরাইয়া যাইতে লাগিল। অর্ধেক হইয়া গেল; সিকি হইয়া গেল;—তবু রাজা থামিতেছেন না।

ধার দিয়া, রাজা, আর, টাকা ফিরিয়া চাহেন না।

মন্ত্রী পারিষদদের ভারি স্ফূর্তি!—"ভাই, কি রাম-রাজত্ব!—কি সুখ!" তাহারাও থলেয় থলেয় টাকা নিতেছে কি না? আনন্দ আর ধরে না!

আনন্দে সকলে বলাবলি করিতেছে,—"ভাই, টাকা আর কখনও দিতে হইবে না। কি স্ফূর্তি! ভাই!—গোঁফে জোরে তা দাও!"

—"আঃ।—এমন রাজা কি আর হয়?"

এদিকে; যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা সকলে ঠিক ঠিক সময়ে ধার শোধ করিবার জন্য টাকা লইয়া আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন,—"সে কি! তাহা তো হইবে না? টাকা আমি ফেরৎ লইব না।"

তাঁহারা, রাজার এ কথার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

রাজা বলিলেন,—"না না না, তাহা তো হইবেই না; ধার দিয়া টাকা লওয়া আমার নিয়ম নয়। টাকা আপনারা লইয়া যান।"

তাঁহারা অবাক হইয়া রহিলেন,—"এ—কি!"

রাজা কিছুতেই শুনিলেন না।—কি করিবেন, তাঁহারা অবাক হইয়া টাকা লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

এইরূপে টাকা ধার দিতে দিতে, সে টাকা আর ফেরৎ না লওয়াতে, রাজার রাজ-ভাণ্ডার শেষে একেবারে শূন্য হইয়া গেল।

রাজা, নির্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—

"তাই তো, এ কি হইল?"

রাজা, পাত্রমিত্রদিগকে ডাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাহারা বলিল,—"কথা বড়ই শক্ত। এমন হইল কেন, কি জানি!—"

শেষে রাজা মনে মনে ভাবিলেন,—"বাবার তৃতীয় উপদেশ পালন না করাতেই বোধ হয় এ অবস্থা ঘটিয়াছে। আচ্ছা দেখি—।"

রাজা তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন,—"বড় ভুল হইয়া গিয়াছে।—কে কোথায় আছ, আজ হইতে সমস্ত প্রজাকে সব সময়ে রীতিমত শাসনে রাখিতে হইবে।—এতকাল কিছুই করা হয় নাই;—সকলে প্রস্তুত হও, দিকে দিকে ছোটো।—"

পাইক, সিপাই, সর্দার, সকলে কোমর বাঁধিয়া বলিল,—"সর্বনাশ!—হাঁ তাই তো!—

যে আজ্ঞা—"

মহা স্ফূর্তিতে সকলে দিকে দিকে ছুটিল। রাজার আদেশ;—সেই মুহূর্তে সকলে প্রজাদিগকে যে অবস্থায় যেখানে যাহাকে পাইল, সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া নিয়া গিয়া একেবারে বাঁধিয়া ফেলিল।

তারপর, তাহারাই তো শাসন করিবে?—

বাঁধিয়া ফেলিয়াই,—প্রজাদিগকে বেত, লাঠি, কীল, লাথি— চটাচট চাপড়!—"বেটারা! এতকাল ভারি মজায়-ই ছিলি! আঃ! কি ভুল হইয়া গিয়াছিল! তাইতো আমাদের হাত-পাগুলি কেবল কস্‌কস্‌ করিত!—অ্যাঁ! আচ্ছা! আজ থেকে দ্যাখ্‌ দেখি এখন্‌—কেম—ন করিয়া শাসন করিতে হয় তা এইবার চমৎকা—র রকম দেখাচ্ছি!"

আ—র, মা'র!!

মন্ত্রী পারিষদেরা খুশীর উপর খুশী! —"হাঁ, এই-ই তো ঠিক;— এ না হইলে আবার রাজা কি? রাজত্ব কি? প্রজা,—তা'দিগে যদি খুব করিয়া শাসন না করিলাম, উঠিতে বসিতে কীল চড় লাথি না—ই দিলাম, তবে কিসের এমন রাজত্ব?—

মন্ত্রী পারিষদেরা, পাইক সিপাইরা প্রজাদিগকে খুব শাসন করিতে লাগিল, আর টাকা আদায় করিতে লাগিল।

তিন বেলা রাজার কাছে শাসনের খবর যাইতেছে যে,—"প্রজাদিগকে রীতিমত শাসন করা হইতেছে।" রাজা বলিতেছেন,—"বেশ, সর্বদা উপযুক্ত শাসন কর। একটিও প্রজা যেন শাসন থেকে বাদ যায় না——সাবধান।"

সকলের মহা—স্ফূর্তি!

এদিকে তো এরূপ ভীষণ অত্যাচারে, প্রজারা দলে দলে ঘর ছাড়িল, বাড়ি ছাড়িল, শেষে রাজ্য ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। অবশেষে রাজ্যে আর একটিও প্রজা রহিল না। লোকশূন্য রাজ্য ক্রমে ক্রমে মরুভূমি হইয়া গেল।

রাজা একদিন বাহিরে আসিয়া দেখেন,—"তাই তো, এ কেমন কেমন ঠেকিতেছে!—"

আরও খানিক দূর—আরও খানিক দূর—আরও খানিক দূরে,—গেলেন।

গিয়া রাজা দেখেন,—সব শূন্য!—"এ কি!—"

রাজা আরও দূরে গিয়া, চিন্তিত হইয়া একটা গাছের নীচে বসিলেন।

বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে, রাজার মনে হইল,—"তাই তো, বাবার চতুর্থ উপদেশ আমি এখনও পালন করি নাই।—এই জন্যই এ সব হইতেছে। ঠিক, এইবার আমি তাহা পালন করিব।"

রাজা অমনি উঠিয়া, রাজপুরীর পথে চলিলেন।

রাজপুরীতে গিয়াই রাজা হুকুম করিলেন,—"লোকজন সব এই মুহূর্তে দিকে দিকে যাও, রাজ্যের যেখানে তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা পাও এই মুহূর্তে লইয়া আইস। যাও—।"

তৎক্ষণাৎ দিকে দিকে লোক ছুটিল।

লোকেরা সাত দিন ধরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া আসিয়া বলিল,— "মহারাজ, — দেশে লোকজন কিছুই নাই। তা তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা কোথায় পাইব?—তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা পাওয়া গেল না—"

রাজা, চিন্তায় পড়িলেন। বলিলেন,—"তাই তো। আচ্ছা, যেখানে পাও, যে দেশে তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা পাও, সেইখান হইতে লইয়া আইস!

দেখ, আর সাতদিন মাত্র সময়। ইহারই মধ্যে আনিতে হইবে।"

"যে আজ্ঞা।—"

সিপাই-পাইকরা মহা ভাবনায় পড়িল। কিন্তু কি করিবে? উপায় নাই;—আবার

দিকে দিকে সকলে ছুটিল।

মন্ত্রী পারিষদেরা সকলে এইসব কাণ্ড দেখিয়া, মজা করিয়া ঘরে বসিয়া হাসিতে লাগিল।

কেহ বা ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল,—"রাজার এ আবার কি রকম বুদ্ধি ভাই?—"

"——যাক ভাই, মরুক্ গে।"

কেহ কেহ বলিল,—"বাঃ এ তো ভারি মজার, ভাই!"

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

(৪)

এদিকে, সব দিকে লোক ছুটিয়াছে। পূব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, কোন দিকেই বাকী নাই। লোকেরা খুব করিয়া খুঁজিতেছে।

কিন্তু তিন ঠেঙ্গে' তে-মাথা কোন দেশেই দেখিতে পায় না। তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা কোথাও কিছুই নাই।

মহা মুশকিল।

লোকজনেরা, ভাবিতে লাগিল,—"তাই তো ভাই! এখন কি করা যায়?—— দিনও প্রায় ফুরাইয়া আসিতেছে। মহা চিন্তার কথা!"

লোকেরা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ ইহার মধ্যে একদিন পূবদিকের লোকেরা দেখিতে পাইল—এক তিন-ঠেঙ্গে' শিয়াল জঙ্গলের ধার দিয়া ছুটিয়া পালাইতেছে!—

দেখিয়াই অমনি তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ভাই রে! ঐ যে এক তিন-ঠেঙ্গে' যাইতেছে!"

"—হাঁ? —হাঁ!

ধর্! ধর্!!"—

তিন-ঠেঙ্গে' শিয়াল ভাল দৌড়িতে পারে না। কাঁটা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া উহারা সেই তিন-ঠেঙ্গেকে ধরিল। তিন-ঠেঙ্গে' শিয়াল ধরিয়া লইয়া, সকলে মহা আনন্দে চলিল।

এদিকে পশ্চিম দিকের লোকেরা পৈ পৈ করিয়া তিন ঠেঙ্গে' খুঁজিতেছে। কিন্তু, কোথাও পায় না। তাহারাও ঐরকম নিরাশ হইয়া ভাবিতেছে। এমন সময় এক বাড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহারা দেখিতে পাইল, এক তিন-ঠেঙ্গে' বিড়াল সেই বাড়ির রান্নাঘরের পাশ দিয়া গুটি গুটি যায়।

দেখিতেই,—আর কোথায় যায়,—সকলে তাহারা সেই বিড়াল বেচারীর পিছনে ছুটিল! ঘরের কোণ দিয়া, এপাশ দিয়া, ওপাশ দিয়া, অলি গলি দিয়া, তস্য গলি দিয়া, আনাচ কানাচ দিয়া অবশেষে পাঁচিলের উপরে গিয়া তাহারা বিড়ালকে ধরিল। ধরিয়া মহা আনন্দে তাহারা তিন-ঠেঙ্গে' বিড়াল লইয়া চলিল।

দক্ষিণ দিকে যাহারা গিয়াছে, তাহারা আর কিছুই পায় না! ঐ রকম ঘুরিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে, শেষে একদিন দেখিল,—মাঠে এক—তিন-ঠেঙ্গে' ঘোড়া!

"—বাহবা!"

———দেখিয়াই তো, তাহাদের কি মহা স্ফূর্তি!

"বাঃ! ভাই! ধরো ধরো! ধরো!

—এইবার বাঁচিলাম!"

বলিয়া তাহারা, সকলে মিলিয়া দড়ি দড়া লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া সেই তিন-ঠেঙ্গে' ঘোড়াকে ধরিল। ধরিয়া লইয়া, দিব্য আনন্দে পালা মত এক এক জন তাহার পিঠে চড়িয়া দেশে চলিল।

উত্তর দিকের লোকেরা অনেক ঘুরিতেছে। তাহাদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না! তাহারা বড়ই হায়রান হইয়া পড়িল। শেষে সত্যই তাহারা কাঁদ কাঁদ হইয়া ভাবিতে লাগিল,—"না ভাই, যা' কপালে থাকে থাকুক, চল এখন দেশে ফিরে যাই। ও ছাই আর কোথাও—পাওয়া যাইবে না—"

ফিরিয়া যাইবে, এমন সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল—ঘাস বনের মধ্যে—ও কি ও?

"আঁ।—এক তিন-ঠেঙ্গে' গাধা!!"

"হাঁ—।—"

—"ঘাস খাইতেছে!"

"বটে রে!"

দেখিয়াই তো তাহারা,—আর কোথা যায়!—সকলে গিয়া, পাগড়ি টাগড়ি

খুলিয়া, তখনি তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। আর সে কি রাগ! "দেখ দেখি! এত দিন কোথায় ছিলি, বেটা পাজি জানোয়ার—!"

বলিয়া তখনি সকলে তাহাকে বাঁধিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া, টানিয়া ঘাস বন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল।

আর বিষম স্ফূর্তি! সেই তিন-ঠেঙ্গে' গাধা—সে কি যাইতে চায়। কেবলি পিছু হটে। উহারা শেষে তার কানে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, পিছন হইতে লাঠি পিঠিয়া, ধাক্কা ঠেলা দিতে দিতে হৈ হৈ করিয়া—নিয়া চলিল।

এই রকমে সাতদিনের মধ্যেই রাজপুরীতে, চারদিকের লোকজন চারিদিক থেকে, চা'র রকমের তিন-ঠেঙ্গে নিয়া উপস্থিত!

(৫)

মাথা নোয়াইয়া সকলে গিয়া রাজার কাছে বলিল,—"মহারাজ! তে-মাথা কোথাও পাওয়া গেল না; তিন-ঠেঙ্গে' পাইয়াছি। ধরিয়া লইয়া আসিয়াছি। বড় কষ্টই—দিয়াছে!—"

রাজা বলিলেন,—"আচ্ছা! তাঁহাদিগকে খুব যত্নে খুব সমাদর করিয়া রাজসভায় লইয়া যাও। সেখানে নিয়া তাঁহাদের আসন দাও।"

লোকেরা, তৎক্ষণাৎ—তাড়াতাড়ি খুব সমাদর করিয়া তিন-ঠেঙ্গে' শিয়াল, বিড়াল, ঘোড়া আর গাধাকে মহা যত্নে রাজসভায় নিয়া গেল। নিয়া গিয়া, রা—জ সিংহাসনে মখমলের চাদর পাতিয়া, সেইখানে তাহাদিগকে রাখিল।

রাজা ভাবিলেন,—তে-মাথা পাওয়া গেল না; হোক; তিন-ঠেঙ্গের কাছে বুদ্ধি লইয়াই দেখি।"

রাজা সভায় আসিয়াছেন। আসিয়া দেখেন, সবই তিন-ঠেঙ্গে' বটে; কিন্তু—শিয়াল, বিড়াল, ঘোড়া, গাধা!

রাজা ভাবিলেন,—"তা, ইহাতে হইলে হইতেও পারে।" রাজা যোড়হাত করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিলেন।

তিন-ঠেঙ্গেরা ভয়ানক ছট্‌ফট্ করিতেছে।

রাজা তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। করিয়া, রাজা, রাণী, রাজপুত্র সকলে সেই তিন-ঠেঙ্গেদের সাম্‌নে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।—

রাজা আর রাণী বলিতেছে,—"আপনারা তিন-ঠেঙ্গে, আপনাদের মহিমা তো আমরা কিছুই জানি না। দেখুন, আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। তাই, আপনাদের শরণাগত হইয়াছি। আপনারা আমাদিগে রক্ষা করুন, আমাদিগে সুবুদ্ধি দিন্।"

মন্ত্রী পারিষদেরা, আর আর লোকজনেরা,—রাজা রাণীর সঙ্গে, ভয়ে ভয়ে সকলেই জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—"আ—আ—আ—আমাদিগকে সুবুদ্ধি দিন্!—"

মন্ত্রী পারিষদদের কেবল ভয়,—পাছে বা ঘোড়াটা লাফাইয়া ঘাড়ে পড়ে!—কোন দিক দিয়া পলাইবার পথ আছে কি না—তাহাই তাহারা আগে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।

তা, সুবুদ্ধি কে দিবে?—শিয়াল বিড়াল ঘোড়া গাধা ইহারা কি কখনও সুবুদ্ধি দিতে পারে? উহারা তো অত লোকের ভিড় দেখিয়াই চম্‌কাইয়া গিয়াছে!—শিয়ালের পলাইবার জন্য ছট্‌ফট্; বিড়ালের "ম্যাও! ম্যাও!" ঘোড়ার ক্ষ্যাপাটে চণ্ড মূর্তি! গাধা তো দুই কান আর লেজ খাড়া করিয়া ছুটিতে যায়!—শেষে সবগুলিতে সবসুদ্ধ—একেবারে সিংহাসন লইয়া উল্টিয়া চিৎ-পাৎ।

মন্ত্রী পারিষদেরা সব—"ও রে বাপ্‌রে!" করিয়া কে কোন্‌দিক দিয়া ছুটিয়া পলাইবেন,—এ ওর ঘাড়ে, ও তার পিঠে, সে তার কাঁধে—হুলুস্থুল ব্যাপার!

রাজা দেখিলেন,—"তাই তো, এদের কাছ থেকে তো কোনই সুবুদ্ধি পাওয়া গেল না। এখন কি করি?"

রাজা ভাবিতে লাগিলেন।

(৬)

সেদিন গেল। আরও কয়েক দিন গেল। রাজা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

এদিকে, মন্ত্রী পারিষদেরা তো ঘরে গিয়া হাসাহাসি করিতেছে আর মজা করিতেছে। তাদের মধ্যে একজন বলিল,—"ভাই! ভাগ্যে আগেই আমি দৌড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছিলাম, নইলে গাধাটা ঠিক আমারই ঘাড়ে পড়িয়াছিল আর কি!——বাপ্‌রে! মনে হইলে এখনও গা কাঁপে!—"

লোকজনেরাও ওদিকে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতেছে,—"তাই তো, এ সব কি!"

এই ভাবে দিন যায়।

এখন, রাজার পিতার সময় হইতে, রাজপুরীতে এক শুক পাখী ছিল। সে শুক বেশী কথাবার্তা বলিত না। এক দিন ভোরে, সেই শুক পাখী,—রাজা রাণীকে ডাকিয়া বলিল,—"রাজপুত্র! তোমরা যে কি করিতেছ, তাহা তো আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখ, তোমরা যা করিতেছ, বোধহয়, রাজার কথার অর্থ—তা নয়।"

রাজা আশ্চর্য হইয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন।

শুক বলিল,—

"রাজপুত্র, আমার কথা তুমি শোন!

—তুমি দেশভ্রমণে বাহির হও।"

রাজা অনেকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া শুকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজা তাহার পর স্থির করিলেন—"ঠিক!

যখন, শুক এ কথা বলিতেছে, তখন আমি দেশভ্রমণেই বাহির হইব।"

রাজা, দেশভ্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রাণী বলিলেন,—"আমি যাইব। আমাকেও দেশভ্রমণে সঙ্গে নিন্!"

ছেলেরাও বলিল—"আমরাও যাইব!"

রাজা একটু ভাবিয়া, বলিলেন,—"আচ্ছা।"

সকল লইয়া, রাজা, দেশভ্রমণে বাহির হইলেন!

(৭)

যান,—এ দেশ হইতে ও দেশ, ও দেশ হইতে সে দেশ। রাজা নানা দেশে ঘুরিতেছেন।

এক দেশে গিয়া রাজা দেখেন, এক মস্ত নদী! কল্ কল্ করিয়া জল ছুটিতেছে। সেই জলের তোড়ে নদীর উঁচু পাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।—আর, দূরে গাছের সারি, কি সুন্দর।

সেই নদীর পাড় দিয়া যাইতে যাইতে,—হঠাৎ রাজা দেখিতে পাইলেন—ঐ দূরে, ওকি? তিন-ঠেঙ্গে' একটি ও কি যাইতেছে—ও কি ও?—

রাজা, দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ লোকজন, হাতী, চৌদোলা, সমস্ত থামাইলেন।

রাজা রাণী বলিলেন;—

"দেখ তো, কি,—"

দেখিতে দেখিতে সেই তিন-ঠেঙ্গে' নদীর পাড়ের উপর বহুকালের এক প্রাচীন বটগাছের নীচে আসিয়া বসিল।

বসিতেই দেখা গেল, সেই তিন-ঠেঙ্গের, মাথাও তিনটে!

"হ্যাঁ এই তো!—

—এই!—এই!—"

এতক্ষণ মাথা দেখা যায় নাই, এখন স্পষ্ট মাথা তিনটি দেখা যাইতেছে!

রাজা রাণী আনন্দে শব্দ করিয়া উঠিলেন; লোকজনদিগের মধ্যে শোর গোল পড়িয়া গেল; রাজা বলিলেন,—"সত্যই তা' হলে এতদিনে তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথার দেখা পাইলাম!"

লোকজন সব, তাড়াতাড়ি চল।—"

হাতী ঘোড়া, চৌদোলা, লোক লস্কর সকলে যত তাড়াতাড়ি পারে, চলিল।

সেই গাছের কাছে গিয়া, দেখিল এক উজ্জ্বলমূর্তি বৃদ্ধ সেই গাছের নীচে বসিয়া আছেন!

বৃদ্ধের হাতের লাঠিটি মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে, হাঁটু দুইটি তাঁহার দুই পাশ দিয়া উঁচু হইয়া উঠাতে, তিনটি মাথার মত দেখা যাইতেছে।

দেখিয়া রাজা বলিলেন,—"ও-হো! যাহা ভাবিয়া আসিলাম, তাহা তো নয়। এ যে একটি মানুষ!"

বৃদ্ধ তখন, ঈষৎ মাথা তুলিয়া চাহিয়া কোমল স্বরে রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! কি ভাবিয়া আসিয়াছেন, আর কি নয়?—"

রাজা থমকিয়া দাঁড়াইলেন! তার পর বলিলেন,—"না, কিছু নয়! আপনি শুনিয়া

কি করিবেন? আমি ভাবিয়াছিলাম এই বুঝি তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা—"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"মহারাজ! আমি তাই!—

বসুন—"

"সে কি!—"

শুনিয়া রাজা আশ্চর্য হইয়া, অবাক হইয়া সেইখানে নদীর পাড়ে বসিলেন। রাণীও আশ্চর্য হইয়া, আস্তে আস্তে আসিয়া সেখানে বসিলেন।

দুইজনেই, কোন কথা বলিতে পারেন না!

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! কি সংবাদ?"

রাজা বলিলেন,—"সংবাদ তো আছে—"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"রাজপুত্র!! আপনি কি কি করিয়াছিলেন?"

শুনিয়া রাজা, একেবারে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—"রাজপুত্র! বলুন।"

অবাক রাজা, ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ইতস্তত করিয়া অবশেষে, বৃদ্ধের কাছে রাজা, আপনার সকল কথা বলিলেন।

শুনিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন—"রাজপুত্র! আমি সব কথাই বুঝিয়াছি। ঠিক। রাজপুত্র! আপনি সবই করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুত্র! আপনার পিতার কথার অর্থ তো তা নয়—"

"তা, নয়!

তবে, কি—?"

চমকিয়া রাজা বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন,"—রাজপুত্র! কথার অর্থ, এই—"

নীরবে রাজা, শুনিতে লাগিলেন! রাজপুত্রদিগকে লইয়া, রাণীও অবাক হইয়া বৃদ্ধের সেই কথা শুনিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"রাজপুত্র! আপনার পিতা তো বলিয়াছিলেন, প্রতিদিন প্রতিগ্রাসে মুড়া খাইও?

আপনি কি করিয়াছেন?—"

"মুড়া খাইয়াছি।"

"—না রাজপুত্র, ও রকম করিয়া মুড়া খাইতে তো আপনার পিতা বলেন নাই!

তিনি যা বলিয়াছিলেন, তা এই,—

—রাজার যে রাজভাণ্ডার, তা প্রজার জন্য! রাজা, নিজে কখনও লোভী হইবেন না।

প্রজার আর সৎকারের জন্য সব রাখিয়া,—রাজা নিজের জন্য খুব অল্পই রাখিবেন। তাহাতেই রাজা বড় হন। আপনি যদি, ছোট ছোট মাছ খাইতেন, তবে প্রতিদিন, প্রতি গ্রাসেই মুড়া খাওয়াও হইত, আর, কখনও অসুখও করিত না। অথচ রাজপুত্র, কত অল্পেই আপনার চলিয়া যাইত। রাজভাণ্ডারের ধন সব দরিদ্রের জন্যই থাকিত! তা ছাড়া, রাজা খুব বেশী ব্যয়ীও হইবেন না। রাজা খুব বেশি ব্যয়ী হইলে, রাজার রাজভাণ্ডারও তো ফুরাইয়া যায়!

—রাজা যদি অল্পে তুষ্ট হন, প্রজারাও অল্পে তুষ্ট হয়। ঘরে ঘরে সঞ্চয় হয়; রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। রাজা হোক, দরিদ্র হোক, এই ভাবে চলিলে, তাঁদের ঘরেই লক্ষ্মী অচলা হন।"

বলিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন, আর কি বলিয়াছেন?—"ধার দিয়া টাকা লইও না—"

—হাঁ, ও কথার অর্থ এই যে,—ধার অনেক সময় দিতে হয়। ধার দিবেন। কিন্তু ধার, আর দান তো, এক কথা নয়। ধার যদি দিতেই হয়, এমন ভাবে দিবেন, যেন আপনার টাকা আপনার কাছেই থাকে। নষ্ট না হয়।

কি করিয়া তা' হয়?—

যাহাকে টাকা ধার দিবেন, তার কাছ থেকে এমন কোন জিনিস রাখিয়া ধার দিবেন, যে, টাকা যদি ফিরিয়া না পান, তবু যেন আপনার ক্ষতি না হয়। মনে রাখুন, রাজপুত্র! পাইব না ভাবিয়াই কোন জিনিস রাখিয়া টাকা ধার দিতে হয়! তা' হইলে, টাকা না পান, টাকার বদলে সেই জিনিসটিই থাকে! এই রকমে ধার দিলে, টাকা নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। বরং ধন বৃদ্ধি হয়।"

রাজার যেন, চক্ষু খুলিল। নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা, হাতের উপরে মাথা রাখিয়া, বৃদ্ধের কথা প্রাণ দিয়া শুনিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তার পর রাজপুত্র!—শাসন"

প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিবে;—এর অর্থ?

রাজপুত্র! যিনি রাজা, তাঁর রাজ্য যাতে ঠিকমত খুব ভাল শাসন হয়, তা তিনি করিবেন। যা'তে প্রজা সুখে থাকে, শান্তি পায়, গরীব না হয়, মূর্খ না হয়, তাদের

উপর কেউ না অন্যায় করে, তারাও কেউ অন্যায় না করে,—এইসব দেখিবেন। তাদের মধ্যে কেউ গুণী থাকিলে রাজা তাঁর আদর করিবেন, সম্মান করিবেন, তাঁকে পুরস্কার দিবেন,—এইভাবে সব প্রজাকে সুখী করিবেন। তাহা হইলে রাজপুত্র, প্রজারা প্রাণ খুলিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করে। ইহারই নাম শাসন। এমনি করিয়া রাজা যদি সজাগ হইয়া শাসন করেন, তবে সে রাজ্য সোনার রাজ্য হয়, সে রাজ্যে রাজা প্রজা—পরমানন্দে কাল কাটায়।—

—বুঝিলেন রাজপুত্র?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাজা বলিলেন,—"বুঝিলাম!—"

রাজা মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

তাহার পর, বৃদ্ধ বলিলেন—"রাজপুত্র, এখন তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথার কথা। তা, রাজপুত্র, আপনি যা করিয়াছিলেন, সে সব তো—তামাশা!

কিন্তু তা না রাজপুত্র, তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথার অর্থ হ'ল—বুড়ো মানুষ।

এই দেখুন আমি বুড়ো হইয়াছি; এখন আমার ঠ্যাং হইয়াছে তিনটি; লাঠিটি ধরুন আমার একটি ঠ্যাং! ইহার উপর ভর না দিলে আর আমি দু'পায়ে চলিতে পারি না। তিনটি পায়ে আমায় চলিতে হয়। দেখুন আরও, হাঁটু দুটি উঁচু হওয়াতে, আমার আর দুটি মাথার মত হইয়াছে। কাজেই, আমি এখন তিন-ঠেঙ্গে'ও হইয়াছি, তে-মাথাও হইয়াছি।

—রাজপুত্র! এইরকম তিন-ঠেঙ্গে' তে-মাথা বুড়োরা অনেক কিছু দেখিয়াছে, শুনিয়াছে। কাজেই তাঁহারা অনেক কথা বলিতে পারেন। আপনার পিতার কথার অর্থ এই যে, অনেক সময় শুধুই নিজের বুদ্ধিতে, কি যারা বেশি কিছু দেখে শুনে নাই, তাদের কথামত কাজ করিতে নাই। তাতে অনেক দোষও হয়, বিপদও হয়! আর রাজপুত্র! বিপদকালে শেষে বুড়োর বুদ্ধি নিতেই হয়!—রাজপুত্র! বৃদ্ধের কাছে উপদেশ নিয়া, তবে সব কাজ করিবেন।"

বলিয়া, বৃদ্ধ শেষে বলিলেন,—

"—এইবার, রাজপুত্র! যে সব উপদেশ আমি দিলাম, এখন গিয়া সেই মত কাজ করুন, দেখিবেন আপনার পিতার কথা সত্য হইবে। আপনার রাজ রাজত্ব আবার জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিবে।—রাজপুত্র, আমি আপনাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি।"

রাজারাণীর চক্ষুতে জল আসিতে লাগিল।

বৃদ্ধের স্নেহের সুরে তাঁহাদের প্রাণ ভরিয়া গেল।

বৃদ্ধ যে তাঁহাদের কত উপকার করিয়াছেন সেই কথা তাঁহাদের প্রাণে খেলিতে লাগিল।

সান্ত্বনার নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাজা বলিলেন,—"এতক্ষণে সব বুঝিলাম।"

তখন বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া, রাজা রাণী, মন-ভরা আনন্দে আপন রাজ্যে—আপনার দেশে ফিরিয়া গেলেন।

তারপর?—

তারপর রাজা দেশে আসিয়াছেন। "রাজা আসিয়াছেন! রাজা আসিয়াছেন!" আনন্দের শোর পড়িয়া গিয়াছে। মন্ত্রী পারিষদেরা বলিতে লাগিল,—"অ্যাঁ ভাই! তাই নাকি?—তবে কি হইবে?—"

রাজা যখন ছিলেন না মন্ত্রীপারিষদেরা তখন মহা স্ফূর্তিতে রাজভাণ্ডার লুটিয়া নিতেছিল আর খাইতেছিল? রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া কে যে কোথায়—কোন্ দিকে পলাইবে—ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। একটা পড়িল রাজার সামনেই! হাত মুখ মুছিয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল—

"তা,—তা,—রাজা!

মহারাজ!—তা,—আসুন, আসুন!"

রাজা হুকুম করিলেন,—"এই ভীরু, মূর্খ, খোশামুদেগুলোকে ঘাড় ধরিয়া এখনই কয়েদখানায় লইয়া যাও।"

তাহারা দেখিল,—

—"ও বাবা! ওগো পাত্র? ওগো মিত্র? ওগো খুড়ো?—তাইতো!—"

কাঁদ-কাঁদ হইয়া তাহারা বলিতে লাগিল,—

"কোথা যাই? কোথা যাব!

এ কি হইল!—"

রাজা আসিয়া, যত প্রজা নানা রাজ্যে রাজ্যে পালাইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে অভয় দিয়া ডাকিয়া আনাইলেন। যত গুণীলোকের সম্মান করিলেন, দরিদ্রের অন্ন বস্ত্র দিলেন, ঘর দোর তুলিয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাজা আবার রাজ্য ডাকাইয়া তুলিলেন।

প্রজারা সুখী হইল।

রাণী গিয়া শুক পাখীকে চূনা খাইলেন। রাজপুত্রেরা আনন্দ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী পারিষদগুলাকে রাজা আর কি করিবেন? তাহাদিগকে আনাইয়া, যাহাতে তাহারা সৎ হয়, ভাল হয়, তাহাই করিতে বলিলেন।

এবার হইতে রাজা, বৃদ্ধের উপদেশমত রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধদের উপদেশ নেন, যুবা আর বয়সীদের নিয়া কাজ করেন। ছেলেরা লেখে পড়ে হাসে আর খেলে দেখে শিখে। দেখিতে দেখিতে রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। রাজ্য ভরিল জনে, রাজভাণ্ডার ভরিল ধনে! পশুরা আনন্দে চরে, পাখীরা উড়ে, পড়ে, গান গায় বনে বনে। কাহারও কোন দুঃখ রহিল না। দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে, পদ্ম ফোটে সরোবরে; বীর চলে রথে রথে, পথিক চলে পথে পথে। সকলকে লইয়া অমর হইয়া রাজা, পরমানন্দে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

রাজার পিতার কথাই সত্য হইল।

রাজ্য অজর অক্ষর হইল।

—উপদেশ—

বিদ্বানেরো ভুল হয় আর বড়রো ভুল হয়;
নয়কো দোষ, যদি সে ভুল শোধ্‌রে সুসময়।
অদ্ভুত সব করার চেয়ে, বুঝে' সুঝে' সব'
সমঝে কাজ করলে তাতে হয় না উপদ্রব।
ঠিক,
অনেক সময় অনেক কথা যায় না বুঝা ভাল,
তাই বলে, সেই কথাগুলো নয় যে মোটেই কালো।
বুঝতে সে সব চেষ্টা করো, গুরুর কাছে গিয়ে,
দেখবে, জগৎ উজল সেই কথার আলো দিয়ে!
গুরুজনের উপদেশে প্রথম হলেও ভুল,
শেষকালে ঠিক জেনো, তাতেই ফুটবে ভালর ফুল।
আর জেনো যা,' পুরানো তা' যেমন ভাবেই থাক্,
বন্ধু হয়ে তারাই ঘুচায় বিপদ বিপাক।
শোনো,
ভাল হতে মনে প্রাণে চাবে যার প্রাণ,
তার কাছে, চির দিন
আসিবে

কল্যাণ

'UNIQUE GREAT WORK'

'বাংলা সাহিত্যের কিরীট,

কথাসাহিত্য-সম্রাট

। দক্ষিণারঞ্জনের ।

বঙ্গগৌরব

'বাঙ্গলী মায়ের শঙ্খরব'

'জগতের সুপবিত্র উপন্যাস'

—পৃথিবীর একখানি শ্রেষ্ঠ বই—

যুবার টেবিলে | মেয়েদের মজলিসে | চাষার কুটীরে

শিশুদের সভায় | বুড়াদের বৈঠকে | রাজার প্রাসাদে

—অসংখ্য চিত্রে রূপায়িত সপ্তদশ সংস্করণ চল্লিশ টাকা

পৃথিবীর চিরসুন্দর বই

—সারা জগতের আনন্দের খনি—

—উষারাগ-উজ্জ্বল ত্রিচত্বারিংশৎ সংস্করণ, সত্তর টাকা—

রবীন্দ্রনাথের
সুন্দরতম
জীবনী

*

এক টাকা

বাংলার
কচি কথার
দুধের
সাগর

আমালবই

সোনালী সংস্করণ দশ আনা

পবিত্র
সুন্দর বই

বাছা বাছা
স্তবের
মুকুল
মালা

*

শোভন সংস্করণ—বারো আনা

কিশোর উপন্যাস

বিচিত্র সংস্করণ—এক টাকা

দাশগুপ্তের

—দেশ গঠন সিরিজ—

এই বইগুলি
দেশের ঘরে ঘরে জাগ্রত দীপশিখা

বাংলা সাহিতে
সর্ব্বপ্রথম জাতিগঠন বই
অতুল সংস্করণ ১৷৷০

কিশোর উপন্যাস

উজ্জ্বল সংস্করণ—এক টাকা

সবুজ সংস্করণ—এক টাকা

Has
MARKED OUT
AN EPOCH

The Bande
Mataram

বাঙালীর
আত্মগৌরবের
প্রতিষ্ঠা

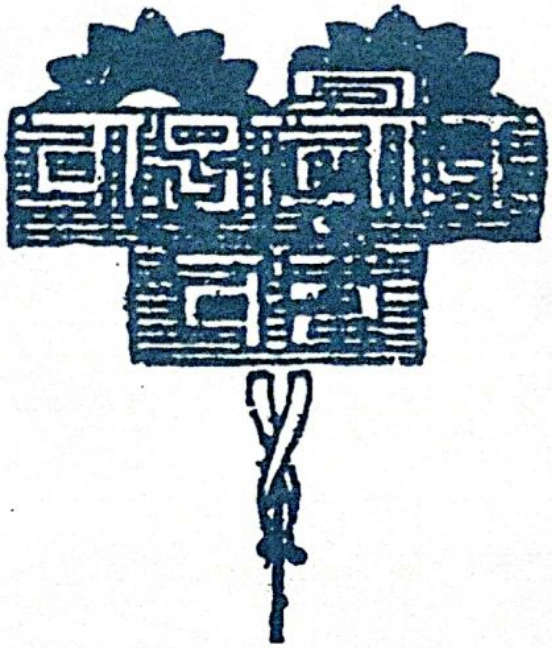

MOST
WONDERFUL

VOLUMES
The Times,
London

জাতির
অমরোজ্জ্বল
পরিচয়

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

—জগতের বই—

চিরসবুজ বই	চিরসুন্দর বই	অতুল বই
সবুজ লেখা	ঠাকুরমার ঝুলি	সৃষ্টির স্বপ্ন
কিশোর উপন্যাস	বাংলার অমর হাসি	কিশোর উপন্যাস
চারু ও হারু	দাদামশায়ে'র থলে'	উৎপল ও রবি
লাষ্ট বয়	বাংলার পবিত্র বই	মানুষ কিশোর
ফার্ষ্ট বয়	বাংলার ব্রতকথা	কিশোরদের মন
	বঙ্গগৌরব-বঙ্গোপন্যাস	
	ঠাকুরদাদার ঝুলি	
	'দক্ষিণা-সাহিত্য'	

বাঙালীর পরমপ্রিয় উপহার

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

—দেশ-বিদেশের সকল পুস্তকালয়—